—প্রকাশক—
শ্রীঅখিল নিয়োগী
নিয়োগী-নিকেতন
১৯২।এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
২৮শে কার্ত্তিক '৩৮

প্রিণ্টার—শ্রীশশীভূষণ পাল·
মেট্‌কাফ, প্রেস
১৫নং নয়ান চাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সত্তুসেনের করকমলে—

সুস্থ ও সবল মন যাঁদের, আমার এই নাটক তাঁদেরকে আনন্দ দেবে জেনেই নাটকখানি এমন করে আমি লিখেছি। আজ দেখ্‌ছি আমি ভুল করিনি।

শ্রীযুক্ত সতুসেন যে-দিন এই নাটকের পাঠ শোনেন, সেই দিনই পাণ্ডুলিপিখানি আমার কাছ থেকে চেয়ে নেন,—আজও তা ফিরিয়ে দেননি। নাটকের নব-রূপ তিনিই দিয়েছেন। এই নাটকের অভিনয় সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছে। তাঁর শক্তির পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ। আজকার নাট্যকারদের একজন সত্যিকারের বন্ধু তিনি।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র রায় এই নাটকের গান রচনা করেছেন, কবি নজরুল এবং আর একটি বিশিষ্ট বন্ধু করেছেন সেই গানে সুর-যোজনা। নৃত্যের মনোরম-পরিকল্পনাটি শ্রীমতী নীহারবালার নৈপুণ্যের নিদর্শন।

নাট্যনিকেতনের কর্ত্তৃপক্ষ এবং অভিনেতৃ-সঙ্ঘ নিষ্ঠার সঙ্গে এই নাটকের অভিনয়-ব্যবস্থা করেছেন এবং তারই ফলে নাটকের যে-রূপ আজ ফুটে উঠেছে, লিখিত-নাটকের তা ছিল না।

সকলের সাহায্যের ফলেই এই নাটক সব দিক দিয়ে সফল হয়েছে, তাই অবনত মস্তকে সবারই ঋণ স্বীকার করছি। ইতি

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

চরিত্র

প্রশান্ত	...	নৃতত্ত্বের অধ্যাপক
বিজলী	...	প্রশান্তর স্ত্রী
ক্ষীরি	...	বিজলীর পরিচারিক
যামিনী	...	বিজলীর বিধবা বোন
ভৈরব	...	পুরাতন ভৃত্য
সন্ধ্যা	...	প্রশান্তর কুমারী বোন
ঊষা	...	সন্ধ্যার সহপাঠিনী
প্রণব, সমর	...	সন্ধ্যা ও ঊষার সহপাঠী
মাসিমা	...	বিজলীর মাসি
ননদ	...	মাসিমার কুমারী ননদ
বৃদ্ধ ভদ্রলোক	...	বিজলীর পিতৃ-বন্ধু
রেবা	...	বিজলীর সহপাঠিনী
প্রভঞ্জন	...	প্রশান্তর বন্ধু
রায় বাহাদুর	..	কনট্রাক্টর
রায় বাহাদুর গৃহিণী		রায় বাহাদুরের স্ত্রী

পুলিশ কর্ম্মচারী, ভৃত্য, পাহারাওয়ালা।
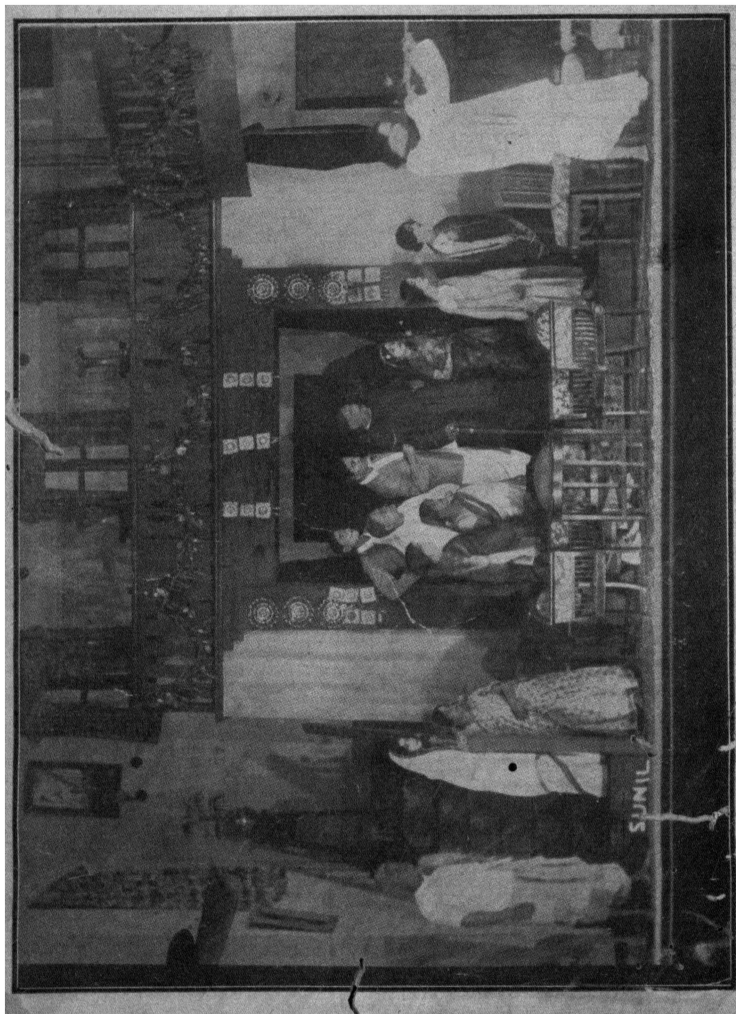
...র রাতের একটী দৃশ্য

কলিকাতার কাছেই একটী পল্লীভবন। নৃ-তত্ত্বের অধ্যাপক প্রশান্ত চৌধুরী স্ত্রী বিজলী, এবং স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনীকে লইয়া সেই বাড়ীতে বাস করে। প্রশান্ত একেবারেই বিষয়-বুদ্ধি-বিহীন। দিবা-রাত্র সে মানুষের কঙ্কাল ও নৃ-তত্ত্ব-বিষয়ক বই লইয়াই থাকে। নিত্যকার প্রয়োজনীয় সকল কাজেই সে উদাসীন। তাহার বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলি ঘাড় অবধি পড়িয়াছে। দেখিয়া মনে হয় না যে, সে কখনো চিরুণী ব্যবহার করে। পড়িবার সময় বা কোন-কিছু ভাল করিয়া দেখিবার সময় তাহাকে চশমার সাহায্য লইতে হয়। তাই কালো রেশমী সুতো দিয়ে সে পাঁস-নে চশমা সর্ব্বদাই গলায় ঝুলাইয়া রাখে, এবং প্রয়োজন মত ব্যবহার করে। স্ত্রীকে সে খুবই ভালবাসে, কিন্তু সেই ভালোবাসার গভীরতা বাহিরে প্রকাশ করিতে জানে না। স্ত্রী বিজলী প্রশান্তকে বিবাহ করিয়াছিল সুধু এই মনে করিয়া যে, ইউনিভার্সিটীতে যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, প্রেমিক হিসাবেও সে হইবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সে চাহিত জীবনের সকল আনন্দ লুটিয়া লইতে, বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতে। সেই সুযোগ পাইত না বলিয়াই তাহার অন্তরে অভিযোগ জমিয়া উঠিত। মাঝে মাঝে যামিনীর কাছে তাহা প্রকাশ করিত। যামিনী বিধবা। শ্বশুরকুলে তাহার কেহ নাই। সেই কারণেই

বিজলীর সহিত সে থাকিত, বিজলীর ঘর-সংসারের সকল কাজই সে দেখাশুনা করিত। যামিনী বড় মমতাময়ী।

সেদিন ছিল প্রশান্ত ও বিজলীর পঞ্চম বার্ষিক বিবাহ দিবস। যামিনী চাকরদের সাহায্যে বাড়ীটী উৎসবের উপযোগী করিয়া সাজাইয়া লইয়াছে।

দ্বারে কদলীবৃক্ষ রোপিত, মঙ্গলকুম্ভ স্থাপিত হইয়াছে, আমের পল্লব, চাঁদমালা, আর শ্বেত-শতদল দিয়া হল ঘরটী সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছে।

হল ঘরটি বেশ প্রশস্ত। পশ্চাতের দেওয়ালে বড় একটি দরজা। ঐ দরজা দিয়া কেবল হলেই নয়, বাড়ীতেও প্রবেশ করিতে হয়। অবশ্য খিড়কীর দুয়ারও একটা আছে। হলের বাঁ দিকে একটি কক্ষে প্রশান্তর লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরী, নর-কঙ্কাল, পুঁথির তাড়া এলোমেলো সর্ব্বত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

হলের ডান এবং বাঁ দিকে পাশাপাশি কয়েকটি ঘর। ডানের দেওয়াল ঘেঁসিয়া একটি প্রশস্ত সিঁড়ি দোতলায় উঠিয়া গিয়াছে। সিঁড়ির উপর স্থানে স্থানে পিতলের পাত্রে পাম রহিয়াছে। দোতলার রেলিং-দেওয়া বারান্দা এবং ঘরগুলির দরজা জানালা দেখা যাইতেছে।

কাউচ, সোফা, চেয়ার, টিপয় দিয়া হলটি সাজানো। ঠিক মাঝখানে একটি গোল টেবিলের পাশে খানকতক চেয়ার। সিঁড়ির পাশে একটি অর্গান।

ডানের দেয়ালে সিঁড়ির সন্নিকট একখানা বড় আয়না। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হইলে তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে। সকল

দেয়ালেই বিখ্যাত শিল্পিদের আঁকা ছবি, খোলা দরজা দিয়া রাস্তা এবং গাছপালা দেখা যায়।

যবনিকা ঈষৎ উঠিতেই দেখা গেল সিঁড়ির উপর একটি নারী। প্রথমে দেখা গেল শুধু তাহার আলতা-পরা-পা:দু'খানি, শোনা গেল তাহার কণ্ঠের গীত-গুঞ্জন।

বিজলীর গান

—*—

ঘাসের ফুলে যে সুর শুনে জাগে
প্রজাপতির প্রাণ
সেই সুরে আজ কমল কলি,
শোনাও তোমার নীরব তান!
তোমার কুঁড়ি-ফোটার ব্যথা
জানে আমার তনুলতা,—
অশ্রু জানে কেন সে গায়
হাসি-ফুলের রাঙা গান!

ধীরে ধীরে যবনিকাও উঠিতে লাগিল, ধাপে ধাপে সেও :নামিতে লাগিল। •তাহার কণ্ঠে গান, হাতে যুগল পদ্মকোরক। আঙুল দিয়া একটী পদ্মের পাপড়ি একটু একটু করিয়া খুলিয়া দিতেছে। সিঁড়ির সবচেয়ে নীচের ধাপে দাঁড়াইয়া সে গান শেষ করিল। সামনে আরশি দেখিয়া

সে কেশ বেশ ঠিক করিয়া লইল। মুখ তাহার আরও প্রসন্ন হইয়া উঠিল। হলে নামিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া ল্যাবারেটরীর দিকে দেখিল। দেখিল, স্বামী বই পড়িতেছেন। বিরক্তি ও বেদনায় তাহার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। সে এক হাত দিয়া সিঁড়ির রেলিং চাপিয়া ধরিল :

বিজলী। এখনও সেই কঙ্কাল! অসহ্য।

[একটী পরিচারিকা হলে প্রবেশ করিল,
বিজলীকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল

ক্ষীরি, আমাকে দেখে অমন ক'রে পালিয়ে যাচ্ছিলি কেন, রে?

[পরিচারিকা প্রবেশ করিল

ক্ষীরি। না মা, মাসিমা বল্লেন দেখে যেতে তুমি নীচে নেমেছ কিনা? তাঁকে বলতে যাচ্ছিলুম, তুমি নেমেছ।

বিজলী। তাকে ও-কথা তুই বলতে পারবিনি।

ক্ষীরি। বলব না, মা?

বিজলী। না, বল্‌বি—আমি নীচে আসিনি, আর আসবও না, —পার্‌বি?

ক্ষীরি। তা আর পারবোনা? তোমারইত' খাই মা, মাসিমা কেবল......

[ক্ষীরির শেষ কথা কটা শোনা গেল না।
বিজলী সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

বিজলী। মাসিমা কি বল্লি ?

[ক্ষীরি বিপদে পড়িল

বল্, কি বলছিলি ?

ক্ষীরি। বলছিলুম, মাসিমা তোমার মায়ের পেটের বোন।

বিজলী। হঁ, ও কথা কখনো যেন ভুলিস নে। যা।

[ক্ষীরি চলিয়া গেল

ভোরে উঠেই বলেছিলুম, অন্ততঃ আজকের দিনটা ঐ কঙ্কালের মায়া কাটাতে। তাও ও পারলে না। ওই জীর্ণ কখানি হাড় ওকে যেন যাদু করে রেখেছে। জীবিতের প্রতি তাই আর কোন টানই ওর নেই।

[দুয়ারে আমপাতা এবং চাঁদমালা দেখিয়া সেইখানে গেল

কী হবে এই উৎসবের অভিনয় দিয়ে! মিথ্যে! মিথ্যে, এ সবই যে মিথ্যে!

[আবার হলের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল

কিন্তু এমনি অসহায়ের মতো এই আমায় সইতে হবে ? কি আছে সম্বল ঐ কঙ্কালের যে তার কাছেও আমাকে পরাজয় মেনে নিতে হবে ?

[স্বামীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার অধরে ঈষৎ অবজ্ঞার হাসি উঠিল

পরাজয় ! ইস ! দেখি, ওর শক্তি !

[দুষ্টুমির হাসি অধরে আনিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিল। স্বামী তাহা লক্ষ্যও করিল না। একখানা বই সরাইয়া রাখিয়া একটা মাথার খুলি সামনে রাখিল ! ফিতা বাহির করিয়া তাহা মাপিতে লাগিল। বিজলী পা টিপিয়া টিপিয়া চেয়ারের পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়া তেমনি দুষ্টুমির হাসি হাসিতে লাগিল। চকিতে স্বামীর মুখে একটা চুম্বনের দাগ আঁকিয়া দিবার জন্য সে মুখ আগাইয়া দিল। ঠিক সেই সময়ে প্রশান্ত মড়ার মাথার খুলিটা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তাহা দুই হাতে তুলিয়া ধরিল। বিজলীর অধরে তাহার স্পর্শ লাগিতেই বিজলী পিছাইয়া গেল। ঘৃণায় রাগে তাহার মুখ বিকৃত হইয়া গেল। ঠোঁট ঘসিতে ঘসিতে সে বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া হলের গোলটেবিলের কাছে বসিয়া দুই হাতের মাঝে মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্নার বেগের সহিত তাহার হাতের পদ্মকোরক দুটী দুলিতে লাগিল। যামিনী রান্নাঘর হইতে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে যাইতেছিল, দু' তিন ধাপ উঠিয়াই বিজলীর কান্নার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর নীচে নামিয়া আসিল। কান্নার কারণ কি তাহাই জানিবার জন্য তাহার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর এক হাতে বিজলীর কোমর জড়াইয়া ধরিয়া আর এক হাত দিয়া তাহার মাথা ঘুসিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল]

যামিনী। কি হ'য়েছে বিজু ? আজকের দিনে কাঁদতে নেই—

[বিজলীর কান্নার বেগ বাড়িল

লক্ষ্মী, বোনটী আমার, কাঁদিস নে।

[বিজলীর মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল

আমায় বল কি হয়েছে !

[বিজলীর কান্না তবুও থামিল না

না, তুই যদি এমন করিস, তা হ'লে ত' আমার এখানে থাকা চলে না। তোর ঘর-সংসার তুই বুঝে নে······ আমি চলে যাই।

[বিজলী মুখ তুলিল

বিজলী। তাই কর মেজদি, তাই কর। আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। এ বাড়ীতে থাকলে আমি বাঁচবো না।

[যামিনী উঠিয়া একটু পিছনে সরিয়া আসিল

যামিনী। তুই কি বলিস বিজু! দেবতার মত তোর ওই স্বামী।

বিজলী। দেবতা যদি হন, দেবতার মতই তিনি দূরে থেকে আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে তৃপ্ত থাকুন। স্বামীকে আমি দেবতা-রূপে চাই না মেজদি। আমি তাকে চাই মানুষের বেশে, চাই মানুষের বাসনা কামনা নিয়ে সে থাকুক আমারই পাশে।

যামিনী। কিন্তু জানিস্ তো, তোকে ও কত ভালবাসে!

বিজলী। ভালবাসা কাকে বলে, তা জানবার সৌভাগ্য ত' তোমার কখনো হয়নি মেজদি।

[যামিনী মাথা নত করিল। ভাবি গলায় কহিল

যামিনী। তা হয়নি সত্য!

বিজলী। কিন্তু আমার হ'য়েছিল।

যামিনী। হ'য়েছিল যদি, তা উপেক্ষা করলি কেন? প্রভঞ্জনকে প্রত্যাখ্যান করে ওই ভোলানাথকে কেন বরণ করে নিলি?

বিজলী। কেন, তাই ত ভাবছি মেজদি। পাঁচ বছর ধরে ওই একটা প্রশ্নই ত' দিবারাত্র মনে জাগছে। কেন এমন করলুম, তা নিজের মনকেও বোঝাতে পারছিনে বলেই ত' কোন দিক থেকে কোন সান্ত্বনাই আজ আর পাচ্ছিনে!

যামিনী। আমার কথা শুনবি?

বিজলী। উপদেশ দিতে চাও? দাও। কিন্তু সুফলের আশা ক'রোনা।

যামিনী। উপদেশ নয়, বিজু। অনুরোধ।

বিজলী। তাতে হয়ত' তোমার মহত্ত্বই প্রকাশ পাবে! কিন্তু মেজদি, তুমি কোন অনুরোধ ক'রো না।

যামিনী। কেন?

বিজলী। যদি তা রাখতে না পারি…যদি তাও আমি উপেক্ষা করি ?

যামিনী। কিন্তু আমার ত' একটা কর্ত্তব্য র'য়েছে।

বিজলী। মানুষ কি অভিধানের কথা সম্বল করেই পৃথিবীতে চলবে মেজদি ?

যামিনী। বুঝতে পারলুম না, বিজু।

বিজলী। এই দেখ না, তাই চ'লতে গিয়ে আমরা আজ কি বিপদেই প'ড়েছি। স্বামী তাঁর কর্ত্তব্যপালন করছেন ওই কঙ্কালের স্তূপের মাঝে মাথা গুঁজে বসে থেকে। স্ত্রী আমি কর্ত্তব্য-পালন করছি, নিজেকে শুকিয়ে মেরে ফেলে। দিদি তুমি কর্ত্তব্যপালন করছ উপদেশ বর্ষণ করে—যা, মধুস্রাবী বলে মোটেও আমার মনে হচ্ছে না। কর্ত্তব্য অবশ্য সবারই পালন হচ্ছে। কিন্তু বিনিময়ে কি দিতে হচ্ছে জান ? সুখ, শান্তি, জীবনের সকল আনন্দ সব ভাসিয়ে দিতে হচ্ছে! তিনটি ব্যর্থ জীবন একসঙ্গে মিলে ঘরকন্নার খেলা খেলছে, অথচ কেউ কাউকে চেনে না—চিনতে চায়ও না। এই প্রহসনের নামই তো কর্ত্তব্য পালন! তুমিই বল মেজদি, কোন সচেতন মানুষ কি এরকম করে কর্ত্তব্য পালন কর্ত্তে পারে ?

[যামিনী নীরব রহিল

পারে না মেজদি, তা কখনও পারে না। আমি তাই বলছিলুম, কর্ত্তব্য প্রমুখ যত সব ভালো ভালো কথা অভিধানে আছে, অভিধানেই তা থাক্। পুঁথির পাতা থেকে সেগুলো তুলে এনে আমাদের জীবন ভারাক্রান্ত করে কাজ নেই। আমরা চলি আমাদের নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে, আমাদের দেহের আর মনের সকল ক্ষুধা মিটিয়ে, সুস্থ মনে, সকল চিত্তেঃ..জীবনের পথ বয়ে।

যামিনী। কিন্তু জীবনের পথে ভাগ্যক্রমে যে সাথীটি পেয়েছিস বিজু, তাকে উপেক্ষা করিস্‌নে।

বিজলী। উপেক্ষা কে কাকে করছে মেজদি, তাই একটিবার ভেবে দেখ না।

যামিনী। ভেবে দেখিছি বলেই ত' বল্‌ছি, প্রশান্তকে তুই আদৌ শ্রদ্ধা করিস্‌নে।

বিজলী। শ্রদ্ধা করতে পারি, এমন লোকের অভাব বাংলা দেশে নেই মেজদি। কাজেই শ্রদ্ধা করবার লোক পাওয়া যাচ্ছিলনা বলেই যে একটি স্বামীর সন্ধান করেছিলুম, তা তো সত্যি নয়। স্বামী চাইবার কারণ স্বতন্ত্র, শ্রদ্ধার পাত্রের অন্বেষণ নয়।

যামিনী। ভালবাসা দিয়েও তুই ওকে জয় ক'রতে পারিস্‌নি।

বিজলী। তার কারণ এই যে, পরাজয় এমনি অতর্কিতে এসে আমায় এমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে মেজদি যে,জয় করবার উৎসাহ এতটুকুও আর অবশিষ্ট নেই।

যামিনী। তাহলে কি তুই করবি বিজু?

বিজলী। কী যে কর্ব্ব তাতো বুঝতে পারছিনে। কিন্তু তুমি ভেব না মেজদি। হয়ত' নূতন কিছুই কর্ব্ব না। বাঙালীর মেয়ে আদর্শ বাঙালা-গৃহিণী হয়ে হয়ত ঐ পতিদেবতার খেয়ালের সামনে নিজের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে আত্মহত্যা করে তোমাদের মহোজ্জ্বল আদর্শকে অম্লানই রাখব। ইচ্ছায় নয়, অনিচ্ছায়,—ভিতরের প্রেরণা নিয়ে নয়, বাধ্য হয়েই।

যামিনী। কিন্তু কি তোর অভিযোগ, কিসের অভাব, তাই আমায় বুঝিয়ে দে।

বিজলী। বুঝতে যদি চাও, তাহ'লে আমাকে প্রশ্ন ক'রো না—ঐ দিকে চেয়ে দেখ।

[স্বামীকে দেখাইয়া দিল

ওই দিকে চেয়ে দেখ, আর মনে মনে একটিবার বিচার কর, তোমার বিজু ওর কাছ থেকে তার প্রাপ্য পেয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে কিনা? কঙ্কালই যার সংসারে একমাত্র ধ্যানের বস্তু, জীবিতের দাবী পূর্ণ করবার শক্তি তার

থাকতে পারে কিনা. খোলা মন নিয়ে তাই একবার বিচার করে দেখ

[যামিনী একবার প্রশান্তর দিকে একবার বিজলীর দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল

পাঁচ বছর মেজদি, পাঁচ বছর এই উপেক্ষা আর অবহেলা সয়েও আমি নীরব রয়েছি। তোমরা ব্যথা পাবে বলে মুখ ফুটে কখনো অভিযোগ করিনি। কিন্তু আর আমি পারি না, মেজদি !

[বিজলী হাতের পদ্মকোরক দু'টী দিয়া টেবিলের উপর আঘাত করিতে লাগিল

যামিনী। কল্পনায় তুই একটা অভিযোগ সৃষ্টি করবি, আর তার ফলে নিজেও পাবি ব্যথা, আমাদের সকলকেও দিবি আঘাত—এমনটি তো হতে পারে না !

বিজলী। কল্পনা মেজদি, একে তুমি কল্পনা বল ?

যামিনী। কেন বলব না ? তুই তো বুঝিয়ে বলতে পারিস না কি তোর অভিযোগ। পারিস ?

[বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইল]

বিজলী। আমায় আর প্রশ্ন করো না, মেজদি ! আমার ব্যথা

কোথায়, তোমরা তা বুঝবে না। তাই তোমাদের বোঝাবার চেষ্টাও আমি করবো না।

[পদ্মকোরক দু'টী টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বাঁদিতে কাঁদিতে বিজলী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। তারপর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল

কিন্তু একটা অনুরোধ দয়া ক'রে তোমরা রক্ষা ক'রো। ব্যথা যখন আমার বড় বেশী অসহ্য হয়ে উঠবে, তখন একা বসে আমায় কাঁদবার অবসর দিও;—উপদেশ দিতে এসো না—সান্ত্বনা দেবার জন্য ছলনার আশ্রয় নিয়ো না—শুধু—শুধু—এইটুকু দয়া তোমরা ক'রো।

[বিজলী দোতলায় অদৃশ্য হইয়া গেল। যামিনী আচ্ছন্নের মত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল পরে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রশান্তকে দেখিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে তাহার ঘরে গিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। প্রশান্ত মুখ তুলিয়া চাহিল

প্রশান্ত। সারা দুপুর খেটে খেটে একটা সমস্যার সমাধান প্রায় করে ফেলেছি, মেজদি!

যামিনা। বেশ ওই টুকুই আজ থাক্।

[যামিনী তাহার হাত হইতে বই সরাইয়া সরাইয়া লইয়া তাহার বাহু ধরিল

আমার সঙ্গে এস!

[বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া প্রশান্ত যামিনীর মুখেব দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

প্রশান্ত। কি হ'য়েছে মেজদি, বিজুর কি কোন অসুখ করেছে?

যামিনী। ওই ঘরে চল, বল্‌ছি।

প্রশান্ত। খুবই অসুখ করেছে! ডাক্তারকে খবর দিয়েছ?

যামিনী। বিজু ভালই আছে। ওই ঘরে চল।

[যামিনী প্রশান্তকে ধরিয়া হলে আনিল

প্রশান্ত। তুমি বলছ বিজু ভাল আছে; কিন্তু তবু তোমার মুখ খানি অমন শুকিয়ে গেছে কেন?

[যামিনী নীরব রহিল

ও! বুঝেছি; মেজদি!

যামিনী। বল!

প্রশান্ত। আমাদের এই নিষ্ঠুর ব্যবহার, তুমি ক্ষমা ক'রো;

[যামিনীর দুইখানি হাত চাপিয়া ধরিল।

যামিনী। নিষ্ঠুর ব্যবহার!

প্রশান্ত। হাঁ মেজদি। নির্ব্বোধের মত আমরা বছর বছর বিয়ের

দিনের স্মৃতি পূজা করি......কিন্তু মেজদি, তোমার কথা একটীবারও ত' ভেবে দেখি না।

যামিনী। পাগল আর কাকে বলে!

প্রশান্ত। পাগল নই মেজদি, নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর বলেই আমরা ভাবতে পারি যে, তোমার অন্তর থেকে স্মৃতির রেখাটুকুও মুছে গেছে। তাই বুঝতেও পারি না যে, এই উৎসব তোমায় ব্যথা দেয়।

যামিনী। তোমাদের সুখের দিনে আমি পাব ব্যথা; মনে মনে মেজদিকে এই মর্য্যাদাই কি তোমরা দিতে চাও, ভাই?

প্রশান্ত। ও কথা কয়োনা মেজদি। তুমিত জান তোমায় আমরা কি চোখে দেখি। আমি ভাব্‌ছিলুম স্মৃতির কথা। স্মৃতি কি মুছে ফেলা যায়? জীবনের এমন স্মৃতি!

যামিনী। মুছেই যে গেছে ভাই। তাইত আজ তা ব্যথাও দেয় না, আনন্দও দেয়না। আজ আনন্দ পেতে হ'লে তোমাদেরই মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হয়—তোমাদের বেদনাই করে অন্তরকে আহত।

প্রশান্ত। মেজদি, তুমি দেবী।

যামিনী। দেবী বলে যদি জান, তাহলে বিনাবিচারে আমার আদেশ পালন কর।

প্রশান্ত। তোমার কোনো আদেশ কথনো ত অবহেলা করিনি।

যামিনী। আজ করেছ।

প্রশান্ত। কখন?

যামিনী। সারাদিন।

প্রশান্ত। তোমার এ-কথাটা কিন্তু সত্যি নয়, মেজদি!

যামিনী। আজকার উৎসবের জন্য তুমি নিজেকে এখনও তৈরী করনি—।

প্রশান্ত। আমি প্রস্তুত মেজদি! তোমরা উৎসব সুরু কর।

যামিনী। আজ ভাবে বা ব্যবহারে বিজুকে তুমি একটিবারও বুঝতে দাও নি যে, আজকার দিন তোমাদের দু'জনারই স্মরণীয়।

প্রশান্ত। সত্যি কথা তোমায় বলছি মেজদি, দিনটা যে স্মরণীয়, তা একেবারেই ভুলে গিছ্‌লাম।

যামিনী। থাম, আরও অভিযোগ আছে। আজকার দিনেও তুমি নিজেকে সেই কঙ্কালের স্তূপের মাঝেই সমাহিত রেখেছ, যা চোখে দেখ্‌লেও উৎসবের সকল আনন্দ আপনিই ম্লান হয়ে যায়।

প্রশান্ত। বিজু কি খুবই রাগ করেছে?

যামিনী। ক'রবে না?

প্রশান্ত। তাহ'লে কি হবে মেজদি! এ রকম উৎসবে ওর মন বেশ সাড়া দেয়; উত্তেজনার ভিতরেই ও যেন

জীবনের সবটুকু আনন্দ পায়। আর আমায় এ সব ক্লান্ত করে ফেলে মেজদি, রিক্ত করে ফেলে। তবু এ ক্ষেত্রে আমার কথাটাইত একমাত্র কথা নয়, তাই সম্মতি দিতে হয়।

যামিনী। কিন্তু নীরব সম্মতি দিয়েই কি তোমার কর্ত্তব্য শেষ হতে পারে?

প্রশান্ত। না—তাইবা কেমন করে পারে! মেজদি, ওর বন্ধুদের ত' নেমন্তন্ন করা হয়নি, সন্ধ্যাকে খবর দেওয়া হয়নি, বাজার টাজার কিছুইত করা হয়নি। মেজদি, আর বেশী দেরী করা চলে না। আমি একখানা গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। একঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, না, না.. তিন ঘণ্টার মাঝেই সব কাজ সেরে ফিরতে পারব'। তুমি টাকা দাও মেজদি, শীগ্‌গীর করে টাকা দাও। সব কাজ শেষ করে, তবে বিজুর সাথে দেখা করব'।

যামিনী। তুমি এখন বিজুর কাছেই যাও ভাই, উদ্যোগ পর্ব্ব সুসম্পন্ন।

প্রশান্ত। মেজদি,আশ্চর্য্য তোমার শক্তি! এত খুঁটিনাটী এমনভাবে কেমন করে মনে রাখ? কিন্তু মেজদি, একটা যে ভুল হয়ে গেছে! বিজুকে আজ যে একটা কিছু উপহার দেওয়া দরকার। আমায় একবার কলকাতায় যেতেই হচ্ছে!

যামিনী। (হাসিয়া) কি উপহার দিতে চাও ?

প্রশান্ত। তাইত' ! কি দেওয়া যায় বলত ?

যামিনী। তাও আমায় বলে দিতে হবে ?

প্রশান্ত। হয়েছে মেজদি, কলকাতায় আর যেতে হবে না। আজকার দিনে বিজুকে দেবার শ্রেষ্ঠ উপহারের সন্ধান আমি পেয়েছি।

[টেবিলের উপর হইতে পদ্মকোরক দু'টি তুলিয়া লইল।

এই দেখ মেজদি !

যামিনী। ও ফুলত' বিজুই ফেলে গেছে।

প্রশান্ত। তা হ'লেত আরও ভাল হয়েছে মেজদি। আজ তার সামনে নতজানু হ'য়ে তারই ফেলে দেওয়া এই কমল-কোরক তার হাতে তুলে দেব। বলব, আজকের দিনে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপহার আর কিছুই হতে পারে না। তুমি বিশ্বাস কর মেজদি, বিজু তাতে খুবই খুসী হবে।

যামিনী। কিন্তু আমি যে উপহার আনিয়ে রেখেছি !

প্রশান্ত। কি আনিয়েছ ?

যামিনী। নেকলেস্।

প্রশান্ত। সে তুমি দিও মেজদি, তুমি দিও। আমার উপহার হবে

এই যুগ্মকমল, প্রেমের সৌরভে ভরা এই শ্বেত-শতদল।

[যামিনীর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া প্রশান্ত সিঁড়ি বাহিয়া দ্রুত উপরে উঠিয়া গেল। যামিনী তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল

যামিনী। এমন স্বামীকেও ভাল বাস্‌তে পারলে না, অভাগী !

[দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া যামিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল, ভৃত্য ভৈরব একটা ঝুড়ি লইয়া প্রবেশ করিল]

ভৈরব। মালীটার অসুখ করেছে মাসিমা, তাই আমিই ফুল নিয়ে এলাম। ফুলদানিও এনেছি।

যামিনী। ভালই করেছ ভৈরব। সব ঠিক করে রাখ। নিমন্ত্রিতদের আসবার সময় হয়েছে।

[যামিনী চলিয়া গেল। ভৈরব ঝুড়িটা নামাইয়া রাখিল। তাহার ভিতর হইতে ফুলদানি লইয়া টিপয়গুলির উপর রাখিল। তাহার পর ঝুড়ি হইতে বাছিয়া বাছিয়া ফুল লইয়া এক একটা ফুলদানিতে রাখিতে লাগিল। পিছন হইতে ক্ষীরি ডাকিল।

ক্ষীরি। ভৈরব দা!

[ভৈরব একটী ফুলদানি হইতে ফুল তুলিয়া লইল। আর এক তোড়া ফুল লইয়া তাহাতে রাখিল। আবার নামাইল। দুইটি তোড়া দুইহাতে ধরিয়া একবার একটী আর একবার আর-একটী ফুল-দানিতে রাখিল। কিছুতেই তাহার পছন্দ হইতেছে না। তোড়া দুইটি হাতে করিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের মত সে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষীরি। অ, ভৈরব দা!

ভৈরব। দিক্ করিস্ নি।

ক্ষীরি। ওকি ভৈরব দা, ফুলের দিকে অমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে কি দেখছ তুমি?

ভৈরব। তুই তোর কাজে যা ক্ষীরি, আমায় দিক্ করিস্‌নি।

ক্ষীরি। দাও, দাও। ও কাজ আমার, তোমার নয়।

[ফুল লইতে হাত বাড়াইল। হাত সরাইয়া লইয়া ভৈরব বলিল

ভৈরব। মালিনী মাসিরে আমার!

ক্ষীরি। ওকি কথা। তোমাকে না আমি দাদা বলে ডাকি।

ভৈরব। কিছু মনে করিসনে ভাই। রাগ হ'লে আমার আর জ্ঞান-গম্যি কিছুই থাকে না।

ক্ষীরি। এ তোমার অন্যায় রাগ।

ভৈরব। ওরে, ওই রাগইতো আমার কাল। মানুষটা তো খুবই ভাল ছিলরে—দরদ ছিল কত!

ক্ষীরি। কার কথা কইছ ভৈরব দা?

ভৈরব। ধাঃ। তুই একেবারে হাবা। তোর বৌদির কথা বলছিরে; বৌদির কথা।

ক্ষীরি। তাহ'লে আমার বৌদি একজন ছিল বল?

ভৈরব। ছিল'রে ছিল। আর খুব খারাপ লোকও নয়। কিন্তু যখন রাগতাম, তখন—

ক্ষীরি। মারতে বুঝি?

[ভৈরব ঝুড়ি নীচে রাখিয়া মেজয় বসিয়া পড়িল

ভৈরব। মারলে কি আর ছেড়ে যেতে সাহস পায়! কথাই কইতাম না,—ভাবতাম, জাহান্নামে যাক! একদিন সত্যি সত্যিই চ'লে গেল।

ক্ষীরি। তত্ত্ব-তল্লাস করলে না?

[ক্ষীরি ঝুড়ি হইতে ফুল লইয়া ফুল-দানিতে রাখিতে লাগিল

ভৈরব। না,—রাগ হ'লো। কুলে যে কালি দিল, তার ওপর আবার দরদ? এক বছরের একটা মেয়ে ছিল। তারই কান্না আমায় পাগল করতো।

[ঝুড়ি হইতে ফুল লইয়া ক্ষীরি জিজ্ঞাসা করিল

ক্ষীরি। মেয়ে বুঝি এখন সোয়ামীর ঘরে?

ভৈরব। যমের ঘরে।

[ক্ষীরির হাত হইতে ফুলগুলি পড়িয়া গেল

দিলি বুঝি ফুলগুলো ফেলে! একটা কাজের ভার দিয়ে যে একদণ্ড বসব, তারও যো নেই। যা যা স'রে যা, তোকে আর কাজ করতে হবে না।

[ঝুড়ি লইয়া দূরে একখানি টিপয়ের কাছে গিয়া সেইখানকার ফুলদানিতে ফুল রাখিতে লাগিল। ক্ষীরিও তাহার পিছনে পিছনে গেল

ক্ষীরি। এত দুঃখ পেয়েছ ভৈরবদা, কোন দিন ত' বলওনি। একটা বছর একসঙ্গে কাজ করছি! কেমন করে সয়ে আছ?

ভৈরব। দূর হ পোড়ারমুখী, তোর আর আত্তি জানাতে হবে না। তুই কে রে আমার ?

[অন্য একটা টিপয়ের কাছে সরিয়া গেল কিন্তু ফুল না লইয়া গামছা খুলিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। ক্ষীরি ফুল লইয়া ফুল দানিতে রাখিতে লাগিল। ভৈরব ফিরিয়া তাহা দেখিল। তাবপর ক্ষীরির কাছে গেল

খাসা হয়েছে দিদি, ওত আসলে তোদেরই কাজ !

ক্ষীরি। ভৈরব দা।

ভৈরব। বল্ দিদি।

ক্ষীরি। এ বাড়ীতে তুমি কত্তদিন কাজ করছ ?

ভৈরব। পঁচিশ বছর।

ক্ষীরি। পঁচিশ বছর !

ভৈরব। হুঁ, পঁচিশ বছরই হবে। নিজের ঘর সংসার সব খুইয়ে, নোঙর ছেড়া নৌকোর মত তখন ভেসে বেড়াচ্ছি। কত্তা বাবু ডেকে কইলেন, ভৈরব মন স্থির কর্। বল্লাম, কেমন ক'রে ক'রব দেবতা ? কোন জবাব না দিয়ে, ছেলে মেয়ে দুটোকে আমার কোলের কাছে দিয়ে বল্লেন, মা-হারা এদের সকল ভার আমি তোরই উপর দিলাম ভৈরব। কথাটিও কইতে পারলাম না। মেয়েটাকে বুকে তুলে

নিলাম—ছেলেটাও দুই হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। সে বাঁধন আজও ছিড়তে পারলাম না!

ক্ষীরি। তারা এখন কোথায় ভৈরবদা। তারাও কি—?

ভৈরব। তোর মুখে আগুন পোড়ারমুখী। তাদের আবার অকল্যাণ?

ক্ষীরি। আমি যেন তাই বল্‌ছি। আমি জানতে চাইছি, তারা কোথায়?

ভৈরব। ওরে হাবা মেয়ে। সে খোকা আর কেউ নয়, তোর মনিব! আর মেয়ে ওই সন্ধ্যা। শুনিস্ না, আজও তারা আমায় ভৈরবদা বলে ডাকে। দেখিস্‌না, আজও আমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কোন কাজই করে না? জমীদারী থেকে টাকা আসত, এখন যেমন আসে, আর খোকা আর আমি কলকাতায় থাক্‌তাম্। সন্ধ্যা থাকত' তার বাপের এক বন্ধুর বাড়ীতে। ওরা কত পাঠ পড়ল', দুজনাই হ'ল পণ্ডিত। দুঃখ ওদের বাপ-মা বেঁচে রইল না, তা দেখতে।

ক্ষীরি। তুমিই বুঝি তোমার এই খোকা বাবুর বিয়ে দিলে

ভৈরব। আর কে দেবে? আত্মীয় স্বজনরা এসে বিয়ের কথা বলতো, সে হেসেই উড়িয়ে দিত। শেষটায় আমিই

বোঝাতে লাগলুম। রাজী হ'লো। বিয়ের আগের দিন কি করলো জানিস্?

ক্ষীরি। কি করলো ভৈরবদা?

ভৈরব। সন্ধ্যের পর আমায় ডেকে, আমার কোলে মাথা রেখে বল্লে, রাজকন্যের গল্প কর ভৈরবদা। ঠিক যেন সেই আট বছরের খোকাটি! গল্প সুরু করলাম, মেঘ বরণ চুল, কুঁচ-বরণ রং রাজকন্যার আর দুধবরণ রাজপুত্রের কথা। দেখছিস্ তো আমার সেই রূপকথা সার্থক হ'য়েছে! খোকা আমার রাজকন্যাকেই নিয়ে এসেছে।

ক্ষীরি। আমাদের মা কি কোন রাজার মেয়ে?

ভৈরব। সত্যি সত্যি রাজার মেয়ে নয়, কিন্তু রূপে গুণে সে রাজ-কন্যার চেয়ে কি কম?

ক্ষীরি। মেজাজটিত' সেই রকমই পেয়েছে!

ভৈরব। পেলেই বা; শাউড়ী-ননদ নেই তো যে, কমে বউ হ'য়ে থাকতে হবে!

ক্ষীরি। কিন্তু তোমার ওই খোকা বাবুকে শেষটায় না তোমার মতোই চোখের জল ফেলতে হয়।

ভৈরব। কেন?

ক্ষীরী। তোমার কেন হ'য়েছিল?

ভৈরব। তুই এ কথা কেন কইছিস্‌রে!

ক্ষারি। ভগবান তোমার মতো আমায় বোকা করে পাঠাননি ব'লে।

ভৈরব। আর কখনো এমন কথা বলিস্ নে। আজকার এই ঘটা দেখেও বুঝিসনে ওরা কত সুখে আছে? পাঁচ বছর আগে এই দিনে ওদের বিয়ে হয়েছিল। তাই মনে রেখে, ওরা আজ এই আনন্দ করছে। আগেও চার বছর করেছে—আর—

ক্ষীরি। পরেও করবে, কেমন?

ভৈরব। ক'রবে না?

ক্ষারি। কিন্তু এমন কি হতে পারে না ভৈরবদা যে, এই দিনের কথাটি ভাবতেই ওদের কান্না পাবে—যেমন আমার পায়।

ভৈরব। তোরও!

ক্ষীরি। হ্যাঁ, আমারও।

ভৈরব। কিন্তু ওদের নয়, ওদের নয়! তুই যা, ক্ষারি! তোর কাজ হয়ে গেছে। আজকের দিনে আর ব্যথার কথা বলিস্‌নে···অমঙ্গলকে ডাকিস্‌নে।

[ত্রিতল হইতে প্রশান্ত যামিনীকে ডাকিতে লাগিল

প্রশান্ত। মেজদি! মেজদি!

বিজলী। আঃ! থাম না।

প্রশান্ত। না—না, এ চলবে না বিজু...এমন সং সেজে আমি নীচে যেতে পারব না।

ভৈরব। ওরে মাসীমাকে ডেকে দে! আমি চল্লুম্।

[ঝুড়িটা লইয়া ভৈরব চলিয়া গেল, ক্ষীরিও চলিয়া গেল

প্রশান্ত। (দ্বিতল হইতে) মেজদি! মেজদি!

[যামিনী প্রবেশ করিল

যামিনী। এই যে আমি নীচেই রয়েছি ভাই।

[বিজলী প্রশান্তকে টানিতে টানিতে নীচে নামাইতে লাগিল

প্রশান্ত। দেখত মেজদি, এ কত বড় অন্যায়। এমনি সং সেজে—

বিজলী। মেজদি মজাটা একবার দেখ না।

[বিজলী স্বামীকে দু'চার ধাপ নীচে আনিল। যামিনী তাহার দিকে চাহিয়া রহিল

যামিনী। এস ভাই, সকলের আগে, আমিই তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি।

প্রশান্ত। তুমিও বিজুকে সমর্থন করছ, মেজদি!

বিজলী। মেজদি আমার বোন, সে-কথা ভুলো না!

প্রশান্ত। আর আমার?

বিজলী। আমারি জন্য পেয়েছ।

[তাহারা নামিয়া আসিয়া যামিনীর সামনে দাঁড়াইল। বিজলী একখানা সোনালী সাড়ী পরিয়াছে—প্রশান্তর দেওয়া ফুলদু'টী সেফ্‌টীপিন দিয়া কাঁধের কাছে আঁটিয়া রাখিয়াছে। প্রশান্ত গরদের পাঞ্জাবী ও চাদর পরিয়াছে। তাহার চুলগুলিও সুবিন্যস্ত।

প্রশান্ত। আজকের দিনে সবার আগে তোমাকেই প্রণাম করি, মেজদি।

[প্রশান্ত প্রণাম করিল। বিজু অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। যামিনী প্রশান্তর শির-স্পর্শ করিল।

যামিনী। দীর্ঘজীবি হও ভাই।

প্রশান্ত। মেজদিকে প্রণাম ক'রলে না, বিজু?

যামিনী। ও ক'রবে আমাকে প্রণাম! জীবনে কারুর সামনে যে মাথা নোয়ায় নি?

প্রশান্ত। তবু ওকে আজ আশীর্ব্বাদ কর।

যামিনী। প্রতি নিয়তই তো করছি ভাই। বিজু, দেখ্, কোথাও কিছু ত্রুটী রইল কিনা?

বিজলী। হাঁ মেজদি, তা দেখতে হবে বৈকি! উৎসব যখন

অন্তরে সাড়া জাগায়নি, তখন বাইরের আয়োজন দিয়ে লজ্জা তো ঢাকতেই হবে।

যামিনী। এখনও তোর অভিমান?

বিজলী। অভিমান করবার অধিকারটুকুও কি আমার আছে?

[বিজলী দরজার কাছে সরিয়া গেল।

প্রশান্ত। দুঃখ ক'রোনা মেজদি, ওকে ত তুমি জান।

যামিনী। ওর কথা আমায় ব্যথা দেয়না। ব্যথা পাই তখনই, যখন দেখি কল্পনায় এক একটা অভিযোগ সৃষ্টি ক'রে নিজের সুখ শান্তি ও নষ্ট করে।

প্রশান্ত। একদিন বুঝবে মেজদি, একদিন ও সবই বুঝবে।

[লাইব্রেরীর দিকে অগ্রসর হইল। যামিনী তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

যামিনী। তাই হোক ভাই। আমার কেবলই প্রার্থনা সে-দিন যেন শীগ্‌গীর আসে।

[প্রশান্ত লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিবে এমন সময় যামিনী পথ অবরোধ করিল

আজ ও-ঘরে নয়। আজ তোমায় উৎসব করতে হবে।

[যামিনী তাহার হাত ধরিয়া লইয়া আসিল

প্রশান্ত। আমি কেবল ই ভুলে যাই মেজদি।

[বিজলী কথাটা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, প্রশান্তও বুঝিল কথাটা অন্যায় বলা হইয়াছে। সেও বিজলীর দিকে চাহিল। যামিনী দুজনার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। বিজলী স্বামীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল

বিজলী। বছরের পর বছর এ প্রহসনের প্রয়োজন ?

প্রশান্ত। তুমি খুসী হও বলে।

বিজলী। তোমার এই ওদাসীন্য দেখেও আমি খুসী হতে পারি ?

প্রশান্ত। আমায় ভুল বুঝনা, বিজু!

বিজলী। হ্যাঁ, ভুল বোঝবার অধিকার কেবল তোমারই থাক্।

[বিজলী একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া প্রশান্ত বিজলীকে জিজ্ঞাসা করিল]

প্রশান্ত। তাহলে এ উৎসব কি তোমার ভালো লাগেনা, বিজু ?

বিজলী। শুধু ভালো লাগেনা বল্লেই সব বলা হয়না। এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা আর কিছু হতে পারে বলে আমি মনে করিনা।

[বিজলী টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া তাহা দুহাতে চাপিয়া ধরিল]

প্রশান্ত। তাইত'! এমনটি যে হতেও পারে, তাতো আমার কথনো মনে হয়নি। মেজদি! মেজদি—

বিজলী। মেজদিকে আবার ডাকছ' কেন?

[বিজলী মাথা তুলিল

প্রশান্ত। তা হলে চল বিজু! নিমন্ত্রিতরা আসবার আগে এখানকার কাউকে কিছু না ব'লে আমরা চলে যাই—সহরের বাইরে—লোকালয় থেকে দূরে—অনেক দূরে!

[বিজলীর একখানা হাত ধরিল

চল, গঙ্গার কোন নির্জ্জন ঘাটে, প্রাচীন কোন বটের মূলে, আজকের সারারাত ধরে আমরা নতুন ধরণের উৎসব করি। তৃতীয় কোন ব্যক্তির সে উৎসব দেখবার অধিকার থাকবেনা। কেউ যদি দেখে ত' দেখবে আকাশের পূর্ণ চন্দ্র, আর দেখবে গঙ্গার ফুলে ওঠা জোয়ারের জল। যাবে, বিজু, যাবে?

বিজলী। যেতুম যদি অন্তরে উৎসবের সাড়া পেতুম!

প্রশান্ত। তাও তুমি পাওনা?

বিজলী। পাইনা ব'লেই ত' একে আজ প্রহসন বলে মনে করছি।

[বিজলীর হাত ছাড়িয়া দিল।

প্রশান্ত। তাহলে এ আয়োজন কেন করলে?

বিজলী। লোকের করুণা সইতে পারবো না বলে। তারা যে

আমাদের বিবাহিত জীবন অশান্তিময় জেনে—অনুকম্পায়, আহা ! ব'লে চলে যাবে, তার অপমান থেকে বাঁচতে চাই বলে !

প্রশান্ত। শুধু এরই জন্য ?

বিজলী। নিজের মনকে প্রশ্ন কর !

প্রশান্ত। আমি কিন্তু প্রসন্ন মনে উৎসব ক'রতে পারি।

বিজলী। আমি পারিনা।

প্রশান্ত। তাহ'লে ছিঁড়ে ফেল ওই চাঁদমালা, ভেঙ্গে ফেল ওই মঙ্গল-ঘট, ধুলায় ফেলে দাও যত্নে-তুলে-আনা ওই সব ফুল।

বিজলী। জানি, তাতে তোমার কিছুই এসে যায়না। কিন্তু তাও আমি করতে দেবনা।

প্রশান্ত। আমি বুঝতে পারছি না বিজু, তুমি আমাকে দিয়ে কি করাতে চাও ! যা চাও, তাই বল। তাই-ত আমি করবো।

বিজলী। আমি চাই যে, আত্মীয় বন্ধু যাদের নিমন্ত্রণ করেছি, তারা এসে আজ বুঝে যাক্ যে—আমাদের মত সুখের পশরা নিয়ে কোন দম্পতি জীবনের পথে পা বাড়ায়নি। আজ তারা শুধু ওই বুঝেই চলে যাক্—তারপর—

প্রশান্ত। তারপর ?

বিজলী। তারপর কি হবে তা স্পষ্ট করে আজও আমার মনে জাগেনি!

প্রশান্ত। বেশ! অন্ততঃ আজ তারা অন্ততঃ সত্য এই কথাটিও জেনে যাক্ যে, সংসারে আমাদের মত সুখী আর কেউ নেই।

বিজলী। অতি সত্য এই কথা?

প্রশান্ত। আমার কাছে এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছুই নেই।

[প্রশান্ত দরজার দিকে চলিয়া গেল

বিজলী। ওর এ কথা কি সত্য?

[দূরে সমবেত-কণ্ঠের সঙ্গীত শোনা গেল।

আমরা সবাই—

এগিয়ে চলি, এগিয়ে চলি, জীবনগাড়ীর

ভাঙা চাকায়।

তাদের পানে চাইনে মোরা পিছন ফিরে

যারা তাকায়।

অ-যাত্রাতে যাত্রা সুরু, অলক্ষুণে মোদের গুরু,

ঘর-পালানো মন নিয়ে তাই বেড়িয়ে বেড়াই

ফাঁকায় ফাঁকায়।

ওকি, কারা গান গায়?

প্রশান্ত। হয়ত' সন্ধ্যারাই আস্‌ছে।

বিজলী। সন্ধ্যা! তোমারই ত' বোন্ সে। এ উৎসব সম্বন্ধে সে-ও তোমারই মত উদাসীন। নইলে এতক্ষণ আস্‌তো

প্রশান্ত। সে আসবে, বিজু।

[সঙ্গীতের ধ্বনি আরও কাছে আসিল

ওই তারা আস্‌ছে। সন্ধ্যার গলা আমি শুনিছি।

সন্ধ্যা। বৌদি, আমরা এসেছি, এই আমার বন্ধু।' দাদা, এই আমার বন্ধু উষা।

প্রশান্ত। উষা! সন্ধ্যার সঙ্গে উষার মিলন,—কবে, কোথায়, কেমন করে হ'লরে?

সন্ধ্যা। আমরা এক সঙ্গে পড়ি ··আর ওরাও—প্রণব আর সমর।

[মোটরখানা সরাইয়া রাখিয়া দুইটি তরুণ স্যুটকেস হাতে লইয়া ছুটি থলে কাঁধে লইয়া ঘরে ঢুকিল

প্রশান্ত। হ্যাঁরে সন্ধ্যা! আজকালকার মেয়েরা কি তাদের সহপাঠীদের দিয়ে মোটর ঠেলিয়ে নেয়, মোট বইয়ে নেয়?

সন্ধ্যা। আজ যে বিপদে পড়েছিলুম দাদা।

প্রশান্ত। বিপদ!

সন্ধ্যা। হ্যাঁ দাদা, পুলিশ আমাদের তাড়া করেছিল।

প্রশান্ত। পুলিশ!

প্রণব। হ্যাঁ, সাজোয়া-পুলিশ।

সন্ধ্যা। শুধু তাড়াও করেনি ..

সমর। গু'লও চালিয়েছিল।

প্রশান্ত। কি সর্বনাশ। বিন্দু, আমি ত' কতদিন বলেছি, সন্ধ্যা একদিন বিপদে পড়বে।

সন্ধ্যা। আমরা কেমন ক'রে জানবো ?

প্রণব। আমরা গাড়ী চালিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছিলুম। এখানে অ মদার রাস্তায় পড়েই দেখি আমাদের সামনে একখানা গাড়ী জোরে ছুটছে ...

সন্ধ্যা। আমরা ভাবলুম আমাদের পেছনে ফেলে যাবে, কখনও তা হতে দেব না।

প্রণব। আমরাও গাড়ীর বেগ বাড়িয়ে দিলুম।

সন্ধ্যা। গানও দিলুম চাড়িয়ে।

সমর। কিন্তু পিছনে যে আর একখানা গাড়ী আরো বেগে আসছিলো তা ..তা দেখিনি।

প্রশান্ত। লাগল বুঝি ধাক্কা ?

সন্ধ্যা। শোনই না।

প্রণব। হঠাৎ কানে এলো বন্দুকের আওয়াজ।

বিজলী। তারপর ?

সন্ধ্যা। পিছন ফিরে চেয়ে দেখি বৌদি—

সমর। সাজোয়া পুলিশ আমাদের পাচ্ছে!

প্রশান্ত। তোমরা গাড়ী থামালে না কেন?

বিজলী। আহা শুনতেই দাও না আগে।

প্রণব। আমরা ত' সবাই মাথা নীচু ক'রলুম—গাড়ীর স্পীড্ আরও আরও বাড়িয়ে দিলুম।

প্রশান্ত। আর ওরা?

সমর। প্রাণপণে গুলি চালাতে লাগ্‌লো।

প্রশান্ত। কী সর্ব্বনাশ!

বিজলী। চমৎকার!

প্রশান্ত। চমৎকার?

বিজলী। এমন থ্রিল উপভোগ করবার সৌভাগ্য আমার জীবনে কখনো আসেনি। এখনও যদি আসে।

সন্ধ্যা। সত্যি বৌদি, সে একটা নূতন Experience! খুব যে ভয় হ'লো,তা ও নয়। আর খুবই যে ভাল লাগ্‌লো তা ও নয়।

প্রশান্ত। এমনি করেই তুই কোন দিন মারা যাবি। আর আমারও আপন জন কেউ থাকবে না। তারপর?

সন্ধ্যা। পুলিশের একটা গুলি এসে পিছনের চাকার একটা টায়ারে লাগ্‌ল।

বিজলী। এ যে একেবারে ডিটেকটিভ গল্প। আমি যদি তোমাদের সঙ্গে থাকতুম সন্ধ্যা!

প্রণব। আমাদের গাড়ীও তখন ডিগ্‌বাজী খায় আর কি।

প্রশান্ত। ইস্‌।

সন্ধ্যা। কিন্তু কেমন ক'রে যেন বেঁচে গেলুম।

প্রশান্ত। কেমন ক'রে জানিস্? মা-দুর্গা স্বর্গ থেকে হাত বাড়িয়ে তোদের ওই একটি মুহূর্তের [illegible] কোলে তুলে নিয়েছিলেন।

সন্ধ্যা। হয়ত তোমার কথাই সত্য দাদা। গাড়ীটা ঠিক হ'তেই, ওরা লাফিয়ে প'ড়ল, হাত উঁচু ক'রে দাঁড়াল'।

প্রণব। পুলিশ এসে খুব তম্বি ক'রল। দাদা, আমাদের নির্ভীকতার জন্যই নাকি একজন খুনে ডাকাত পালাবার সুযোগ পেল'।

সন্ধ্যা। ওরা বল্লে, ওরা ত' জানতো না।

বিজলী। আগে তোমার মোটরের যে লোকটা পালাচ্ছিল সেই ডাকাত?

সমর। ডাকাতি ক'রেছে মানুষও খুন করেছে।

বিজলী। আমি কখনো এমন লোক দেখিনি যে মানুষ খুন করেছে। তাকে তোমরা দেখেছিলে?

প্রণব। হ্যাঁ, একবার আমাদের গাড়ী তার খুব কাছাকাছি গিয়েছিল তখন আমরা দেখলুম। বেশ চেহারা। কেবল দাড়ীগুলো খোঁচা খোঁচা। কালো-স্ট্রাইপের জামা তার গায়ে।

সমর। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে আমাদের দিকে চেয়ে দেখছিল'।

সন্ধ্যা। কিন্তু বৌদি, কি আবেদন তার চোখে।

বিজলী। শোন, তোমার বোন কেমন মানুষ হয়েছে। খুনে ডাকাতের চোখেও আবেদনের ভাষা পড়বার বিদ্যে ও অর্জ্জন করেছে।

[প্রশান্ত দূরে সরিয়া গেল

সন্ধ্যা। সত্যি বৌদি, সে চোখে বড় একটা বিশেষত্ব আছে।

ঊষা। আর হাসিতে?

বিজলী। হেসেও ছিল নাকি?

প্রণব। আমাদের গাড়াখানা যখন ডিগবাজী খেতে খেতে সামলে নিল, তখন লোকটা হেসে আমাদের Congratulate ক'রল।

সন্ধ্যা। একটী বার ভাবত' বৌদি, প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে, তবুও হাসছে, আমরা বেঁচে গেলুম ব'লে উল্লাসও প্রকাশ করছে। অমন লোক কি সাধারণ খুনে ডাকাত হ'তে পারে?

[প্রশান্ত লাইব্রেরীতে গেল

বিজলী। সন্ধ্যা, তোমাকে শ্রদ্ধা ক'রতে ইচ্ছে হচ্ছে! তুমিই আমাদের মাঝে একমাত্র অতি আধুনিক।

[সন্ধ্যার হাত ধরিল

আমি যদি প্রেমে পড়তুম সন্ধ্যা, তা হ'লে তোমার মত

আমিও প্রশ্ন করতুম, এমন লোক কি কখনও সাধারণ খুনে ডাকাত হতে পারে?

[সকলে হাসিল

সন্ধ্যা। কিন্তু কথাটা ত' কেবল পরিহাসেরই নয় বৌদি।

বিজলী। প্রাণেরও?

[সকলে আবার হাসিল

সন্ধ্যা। যাও! আজ যেন তোমার কি হয়েছে!

বিজলী। আজ আমি আকাশে দেখছি রামধনুর রং, বাতাসে পাচ্ছি উন্মাদনা। না?

সন্ধ্যা। সত্যি বৌদি, দাদার আর তোমার প্রেম হয়ত' গন্ধর্ব্বদেরও হিংসার সামগ্রী।

বিজলী। কিন্তু মানুষের নয়।

[যামিনী প্রবেশ করিল

যামিনী। সন্ধ্যা এসেছ।

সন্ধ্যা। মেজদি, সমস্ত বাড়ীটা আজ তোমার মনোযোগ পেয়ে যেন হাস্য-মুখর হয়ে উঠেছে।

যামিনী। সন্ধ্যার মুখেও কথা ফুটেছে বিজু!

বিজলী। কথাই কেবল ফোটেনি মেজদি, বিয়ের ফুলটাও ফুটি ফুটি করছে!

যামিনী। সত্যি?

সন্ধ্যা। তুমি ও কথা শুনো না মেজদি। বৌদির সমস্ত মন আজ বিয়ের গৌরবে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। আর তাই হওয়াই তো উচিত।

বিজলী। শোন মেজদি, উচিত আর অনুচিতের উপদেশ সন্ধ্যার মুখ থেকেও মন্দ শোনায় না।

যামিনী। না, না, সন্ধ্যা তোকে উপদেশ দেয় নি।

বিজলী। কিন্তু আমি যদি না দেখাতুম যে আনন্দ আর আমি বইতে পারছি না, তা হলে নিত।

সন্ধ্যা। তোমার সাধ্য কি বৌদি যে, আজকের দিনে অন্তরের আনন্দকে তুমি গোপন রাখ?

বিজলী। ধরে ফেলেছ সন্ধ্যা, ফেলবেই তো। Experimental Psychologyর ছাত্রী তুমি।

প্রণব। আমাদের সকলেরই ঐ একই Subject।

বিজলী। এইরে সবার কাছেই ধরা পড়ে গেলুম।

[প্রশান্ত বাহির হইয়া আসিল

প্রশান্ত। তারপর তোমাদের কি হ'লো ভাই?

[একজন তরুণের কাঁধে হাত রাখিল

প্রণব। পুলিশ আমাদের ধমকে দিয়ে আমাদের গাড়ীখানা এক পাশে ঠেলে রেখে আবার তাদের গাড়ী নিয়ে ছুটলো। কিন্তু ডাকাতটা তখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে!

যামিনী। কে কেমন গল্প ক'রতে পারে তারই বুঝি পরখ হচ্ছে?

প্রশান্ত। গল্প নয় মেজদি, ওরা আজ সবাই মরতো! আমি তোমায় সব ব'লবো 'খন। সন্ধ্যার সম্বন্ধে সত্যিই আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি। শুনলে তুমিও তাই হবে।

সন্ধ্যা। আমাদের গাড়ীর টায়ার গ্যাছে। বললুম, গাড়ী সেইখানেই ফেলে রেখে আমরা হেঁটেই আসবো, কিন্তু ওরা রাজী হ'লো না।

সমর। আমাদের মত অবস্থায় পড়লে কেউ তাতে রাজী হ'ত না।

প্রশান্ত। তাই তোমরা লাগালে গাড়ীতে কাঁধ! আর সন্ধ্যা ধরল' ষ্টীয়ারিং হুইল! আশ্চর্য্য!

বিজলী। সাবাস সন্ধ্যা!

প্রশান্ত। বিজু, সন্ধ্যার এই উদ্দামতাকে তুমি সমর্থন ক'রো না।

বিজলী। ও ষ্টীয়ারিং হুইল আয়ত্তে আনবার কৌশল যে নারী অর্জ্জন করে, স্বচ্ছন্দ গতিতে জীবনের পথ বয়ে কেবল সেই যেতে পারে। তাই সকলেরই উচিত ও কাজটি অভ্যাস করা।

প্রশান্ত। কিন্তু তুমি তো কখনো তা ক'রতে যাওনি!

বিজলী। সেই জন্যই তো জীবন-যাত্রার গতির আনন্দ আমার ভাগ্যে কখনো হ'ল না।

প্রশান্ত। তুমি বুঝতে পারছো না বিজু, আজ ও ঠেলা গাড়ীতে

ষ্টীয়ারিং হুইল ধ'রে বসেছে কাল নিজেই চালাবে গাড়ী, আর তার পরেই স্পীডের নেশা ওকে পেয়ে ব'সবে। শেষটায় কোনো দিন হয় কাউকে চাপা দেবে, নয় হবে কলিশন্।

বিজলী। আমি ত' বলি স্থাবরের স্থিতি-শীলতা নিয়ে পচবার গলবার চেয়ে, গতির আনন্দ উপভোগ করতে করতে মরা, ঢের—ঢের ভালো।

যামিনী। কিন্তু সন্ধ্যা, তোমাদের এখন প্রস্তুত হওয়া দরকার। এখুনি হয়ত' সবাই এসে পড়বেন।

'সন্ধ্যা। আমরা তৈরী হয়ে আসছি মেজদি। চল্ উষা।

[উষার হাত ধরিয়া ওপরে যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিল

কিন্তু বৌদি আসল কথাটি ত' এখনও বলা হয় নি। সেই ডাকাতের গাড়ীখানা, আসবার সময় দেখলুম, আমাদের বাড়ীর কাছেই প'ড়ে আছে। একটা পাহারাওয়ালা ব'ল্লে গাড়ী ফেলে বীরবর জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়েছেন!

বিজলী। আচ্ছা সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা। কি বৌদি!

বিজলী। সে এসে যদি আমাদের আশ্রয় ভিক্ষা করে?

প্রশান্ত। কি ছেলেমানুষী করছ তুমি বিজু?

বিজলী। আজ্ঞে মাষ্টার-মশাই, এটা আপনার ক্লাশ নয়; আর আমাদেরও আপনার নোট মুখস্থ করে' পরীক্ষা পাশ ক'রতে হবে না যে, মুখ বুজে ঘাড হেঁট করেই আমরা থাকবো।

প্রশান্ত। তোমরা ভাই ওই ঘরে একটু বিশ্রাম করগে।

যামিনী। হ্যা ভাই তাই, যাও। আমি চা আর জল-খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সন্ধ্যা। ওদের আর কিছু খেতে দিও না মেজদি। গাড়ীতে বসে ওরা দু'জনাতে দু'ডজন প্যাটি সাবাড ক'রেছে!

যামিনী। আর তোমরা?

সন্ধ্যা। চকোলেট্!

প্রণব। কিন্তু প্যাটিও তোমরা পেয়েছিলে!

উষা। আর চকোলেটও তোমরা নিয়েছিলে!

সমর। বেড়ে নিয়েছিলুম বলেই ত' পেয়েছিলুম। নইলে কি আর দিতে?

বিজু। দানের মর্যাদা যারা বোঝে না,তাদেরকে দান করবার চেয়ে দৈন্য আর কিছুই নেই। আর সে-দৈন্য আমাদের শত-করা নিরানব্বুই জনের রয়েছে বলেই অপমানও হয়ে উঠেছে আমাদের অঙ্গের ভূষণ। সন্ধ্যা আর উষা আজ-কের নয়, আগামীকালের নারী। তাই সেই দৈন্য দূরে

বেঁধে অপমানের আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে ওরা শিখেছে।

প্রশান্ত। শোন মেজদি, শোন ওদের কথা!

যামিনী। এখন আর তোমাদের পাগলামো করবার সময় নেই।

সন্ধ্যা। এই আমরা যাচ্ছি, মেজদি।

[তরুণরা তাদের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। যামিনী রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল

বিজলী। আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও সন্ধ্যা, সেই খুনে ডাকাতটা এসে যদি আশ্রয় চায়, তাহলে আমরা কি ক'রবো?

সন্ধ্যা। কী আর ক'রবো। পুলিশ ডেকে ধ'রিয়ে দেবো।

বিজলী। না, না, সন্ধ্যা, তার বাইরে পরিচয় আসল পরিচয় না-ও হতে পারে। এমনও হতে পারে যে খুনই সে করেনি। এমনও হতে পারে যে স্বার্থের জন্য নয়, কোন মহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে সে ও কাজ করেছে। তাই আমরা তাকে আশ্রয় দোব, শ্রান্তি দূর করবার অবসর দেবো। তারপর সবাই তাকে ঘিরে ব'সে, তার ইতিহাস শুনবো রাত দুপুরে ঘর আধো-আঁধার ক'রে দিয়ে।

সন্ধ্যা। যদি সে সত্যিকারের খুনে ডাকাত হয়, তাহ'লে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব।

বিজলী। সত্যিকারের খুনে ডাকাতের মুখ থেকে সত্যিকারের

কাহিনী শোনায় আমাদের যা লাভ হবে,তার তো একটা দাম দিতে হবে? আমরা তারই মূল্য স্বরূপ তাকে দোব মুক্তি। খিড়কার দোর দিয়ে তাকে বা'র ক'রে দোব। তারপর আমরা যখন বুড়ো হয়ে যাব, আমাদের ছেলে মেয়েদের ·····না না—

সন্ধ্যা। না, না, কেন বউদি?

বিজলী। আমাদের ছেলে মেয়েদের যখন ছেলে হবে, তখন তাদের কোলে নিয়ে আগুন খুনে, আসল ডাকাতের এই গল্পটা যখন ক'রব, তখন আশ্চর্য্য হ'য়ে তারা আমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকবে।

সন্ধ্যা। বৌদি, সত্যিই তোমার যেন আজ কি হ'য়েছে। তুমি যেন রূপকথার দেশেই ঘুরে বেড়াচ্ছ।

বিজলী। তোমার সত্যিই তাই মনে হচ্ছে?

সন্ধ্যা। সত্যি বৌদি।

বিজলী। তাহ'লে এই কথাটা জেনে রাখ' যে, বাস্তব জীবন যখন ব্যর্থতার ভিতর লুপ্ত হ'তে চায়, রূপকথাই কেবল তখন মানুষকে রক্ষা ক'রতে পারে। মানুষ তাই রূপকথাকে অবহেলা করে না। মনের মণি-কোঠায় তাকে সঞ্চয় ক'রে রেখে দেয়। তোমরা তৈরী হয়ে এস সন্ধ্যা।

[সন্ধ্যা ও ঊষা উপরে চলিয়া গেল, প্রশান্ত আসিয়া বিজলীর পাশে দাঁড়াইল

প্রশান্ত। সন্ধ্যার সম্বন্ধে কি করা যায় বলত' ? কথাটা সেই থেকেই আমি ভাবছি। আচ্ছা কি হবে ওর: Experimental psychology নিয়ে এস, এ প'ড়ে! তোমরা ওর বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

বিজলী। আমাদের ব্যবস্থা যদি ও না মানে ?

প্রশান্ত। কী যে তুমি বল'। আমরা ওর ভালোর জন্যই একটা ব্যবস্থা করব' আর ও তা অগ্রাহ্য ক'রবে! আমি কি ভয় করছি জান ? না, সে ঠিক তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারবো না। একটা উদ্দামতা ওকে পেয়ে বসতে পারে। আর তা'হলে ও সংসারে শান্তি দেবে না। অশান্তিই জাগিয়ে তুলবে!

বিজলী। যেমন আমি তুলেছি!

প্রশান্ত। তুমি!

বিজলী। এমন উদ্দাম আমি ছিলুম যে তার, তুলনায় সন্ধ্যা আজও শিশু।

প্রশান্ত। কিন্তু তুমি ত' পেরেছ আত্মবশ ক'রতে।

বিজলী। হাঁ পেরেছি! আত্মহত্যা ক'রে।

[একে অন্যের দিকে চাহিল। তারপর প্রশান্ত ধীরে ধীরে ফিরিয়া দাঁড়াইল। যামিনী প্রবেশ করিল

প্রশান্ত। এখনো কেউ ত' এলো না মেজদি।

যামিনী। এলো ব'লে, কিন্তু তোমার কি হয়েছে ভাই?

প্রশান্ত। মেজদি, একটা সত্য কথা বলবে তুমি?

যামিনী। মিথ্যে কি কখনো ক'য়েছি?

প্রশান্ত। আমাকে বরণ করে, বিজু দুঃখকেই জীবনের সাথী ক'রে নিয়েছে?

যামিনী। তুমিই তো ব'লেছ ওর সব কথায় কান দিতে নেই!

প্রশান্ত। কিন্তু এমন কথা ও বলে যা অন্তরকে আঘাত করে।

বিজলী। তোমাকে ব্যথা দেবার জন্য ও কথা বলিনি।

প্রশান্ত। নিজে আনন্দ পাবার জন্য বলেছ?

বিজলী। তাও নয়।

প্রশান্ত। তবে?

বিজলী। আমায় প্রশ্ন ক'রো না, নিজেকে নিজেই আমি চিনি না। নিজের কথা নিজেই আমি বুঝি না।

যামিনী। আমি ত' রোজই ঐ কথা বলছি।

বিজলী। তোমরা হয়ত' সত্যি কথাই বল। মেজদি, কেন আমি এমন সৃষ্টিছাড়া হলুম?

যামিনী। ও কিছু নয় বিজু। চল্ আমরা দেখি কেউ আসছে কিনা।

[সকলে দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল, সন্ধ্যা আর ঊষা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে লাগিল

উষা। চমৎকার লোক ভাই, তোর বৌ'দি!

সন্ধ্যা। সকল দিক দিয়েই আধুনিক।

উষা। দাদা আর বৌ'দি একে অন্যকে এমন করে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন যে ভাবলেও আনন্দ হয়।

সন্ধ্যা। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবছিস্ বুঝি?

উষা। ভাববো না? তোর যেন সে কথা কখনও মনে হয় না!

সন্ধ্যা। সত্যিই হয় না। আমি জানি আমার ভিতরে যদি আগুন থাকে, তা হলে পুরুষ পোকার মতোই তাতে আত্মাহুতি দেবে। আমি তাই ইন্ধন জুগিয়ে জুগিয়ে সেই আগুন জ্বালিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি।

উষা। তা তুই পেরেওছিস্।

সন্ধ্যা। দেখেছিস্! ওরা কিছুই করেনি এখনও ঘরের বার হয়নি। সত্যিই বড় কুণো ওরা…

উষা। হয় ত' ঘুমিয়েই পড়েছে।

সন্ধ্যা। ওরা আমায় একেবারে হতাশ করেছে। সত্যিই একবার ভেবে দেখত' উষা, ওদের মত কোন লোকের সাথে কি জীবন-যাত্রা সুরু করা যায়? আর ওদের শতকরা নিরা-নব্বুই জন ওই রকম!

উষা। তোর দেখছি বিয়ে আর হবে না!

সন্ধ্যা। তোর যেন হবে!

উষা। আমাকে ভাই আজকের এই পুরুষদের ভেতর থেকে খুঁজে পেতে একটি বার ক'রে নিয়ে তারই গলায় বরমালা দিতে হবে। একা একা পথ চলা আমায় দিয়ে হবে না।

সন্ধ্যা। দুটির কোনটিকে চাই! সমরকে না প্রণবকে?

উষা। ধ্যেৎ! ওরা ত' খেলার সাথী। প্রায় সমবয়সী, ওদের সাথে বড় জোর প্রেমের খেলা করা চলে, সত্যিকারের প্রণয় চলে না। ওদেরকে বন্ধু বলেও মানা যায়। কিন্তু স্বামী বলে স্বীকার করা যায় না।

সন্ধ্যা। বাঃ রে উষা! তুই আমার চাইতে, হয় ত বৌদির চেয়েও আধুনিক। বৌদি শোন।

[বিজলী আগাইয়া আসিল

উষা। বৌদিকেও বলতে হবে নাকি?

সন্ধ্যা। নইলে তোর কথার তারিফ করবে কে?

[বিজলী তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল

বৌদি! আমাদের সঙ্গে সমর আর প্রণব এসেছে ব'লে মনে ক'রোনা যে আমরা ওদের প্রেমের পাশে বাধতে চাই। ওরা আমাদের খেলার সাথী। ওদের ভাল যদিও বা বাসা যায়, বিয়ে করা যায় না। আমি আর উষা এ সম্বন্ধে একমত।

বিজলী। তোমার এ মত কি সেই খুনে ডাকাতের জোড়া চোখের আবেদন পৌঁছবার আগেও ছিল?

সন্ধ্যা। আগেও নয়—আর ঠিক সে ঘটনার পরেও নয়। এই মাত্র ঊষা আমায় কথাটা বুঝিয়ে দিল। নইলে আমি হয়ত' অনিবার্য্য বেগে প্রণবেরই প্রেমে পড়তুম।

বিজলী। আচ্ছা সন্ধ্যা, সেই যাকে তোমরা খুনে ডাকাত বলছ সে যদি আসলে তা নাই-হ হয়? যদি হয়—সেকেলে নাইটদের মতো দুর্গম পথের যাত্রী কোন বীর? আর যদি আজ এসে সে তোমার পাণি প্রার্থনা করে তাহ'লে?

সন্ধ্যা। তা হ'লে ঠিক কি যে করি, তা বলতে পারিনে বৌদি।

বিজলী। আমি যদি সন্ধ্যা হতুম তাহ'লে কি করতুম জান?

সন্ধ্যা। কি করতে?

বিজলী। আমি যদি সন্ধ্যা হতুম, তা হলে রজনীগন্ধার মালা তার গলায় পরিয়ে দিয়ে তার হাত ধ'রে দ্রুতগামী মোটরে গিয়ে উঠতুম। সে বায়ুবেগে গাড়ী চালাতো আর আমি নিশ্চিন্তে তার গা ঘেঁসে ব'সে তাহার দেহের অমিত শক্তির পরশ নিতুম। আর বলতুম, পিছনে পাশে কোন দিকে না চেয়ে দুনিবার গতিতে এগিয়েই চল, ওগো এগিয়েই চল।

সন্ধ্যা। কোথা যেতে বৌদি!

বিজলী। নদী পেরিয়ে, বন অতিক্রম ক'রে, পাহাড় ডিঙিয়ে কোথায় যেতে যে বলতুম, তা কি আমিই জানি? শুধু বলতুম, চল আরো, আরো এগিয়ে, আরও বেগে।

[দুজনা বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল

'কি সন্ধ্যা, অমন করে আমার দিকে চেয়ে কি দেখছো?

সন্ধ্যা। শুধু তোমাকেই দেখছি বৌদি। এমন করে নিজেকে কখনও তুমি আমার কাছে প্রকাশ করনি। তোমাকে দেখছি আর ভাবছি, দাদাকে তুমি কত ভালবাস। জীবনের আনন্দকে এমন করে পেতে চাও তুমি, অথচ দাদার জন্যই সে-সব ভুলে তপস্বিনীর মত এই শান্ত অচঞ্চল বৈচিত্র্যবিহীন জীবন যাপন ক'রছ। ভালবাসা যদি গাঢ় না হতো তা হ'লে তা কি তুমি পারতে?

বিজলী। না পারলে যে চ'লতো না, শাস্ত্রকারেরা যে এই বিধানই দিয়ে গেছেন।

যামিনী। সন্ধ্যা তোমাদের কোন আয়োজন ত' এখনও হ'লো না।

ঊষা। ওরা হয়ত ঘুমিয়েই পড়েছে।

সন্ধ্যা। চল্, তা দেখে আসি।

[তাহারা তরুণদের ঘরে প্রবেশ করিল, ভিতরে একটি হাসির রোল উঠিল। যামিনী চলিয়া গেল। বিজলী স্বামীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। প্রণব ও সমরকে লইয়া সন্ধ্যা ও উষা প্রবেশ করিল

সমর। প্রণবটা পড়েই নাক ডাকাতে সুরু করল।

প্রণব। মিছে কথা।

সন্ধ্যা। আচ্ছা ও তর্ক এখন থাক। এ ঘরটাকে আমরা ক'রবো সাজঘর। আর এইখানে পর্দ্দাটা টাঙিয়ে ফেল। বৌদি!

[বিজলী ও প্রশান্ত আগাইয়া আসিল

দাদার এই লাইব্রেরী হবে আমাদের ড্রেসিংরুম। আর এই জায়গাটা আমাদের ষ্টেজ। অবশ্য এর গণ্ডী যে আমরা অতিক্রম করতে পারবো না, তা নয়—আমরা একেবারে দর্শকের মাঝেই চ'লে যাব। কিন্তু একটা কার্টেন ত' থাকা চাই!

বিজলী। যাতে তোমাদের সুবিধে হয় তাই ক'রো।

প্রশান্ত। কিন্তু সন্ধ্যা, আমার ঘরটীতে সাবধানে চলাফেরা করিস্। জানিস্ তো, কত সব দরকারী জিনিষপত্র রয়েছে।

সন্ধ্যা। তুমি ভেবোনা দাদা, ঘরটা আমি ভাল ক'রে গুছিয়ে রাখবো 'খন।

প্রশান্ত। ওরে, না, না। কোন জিনিষে আজ হাত দিস্‌নি। জানিস সন্ধ্যা, আমি একটি নতুন তত্ত্ব প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছি। আজকার এই গোলমাল যদি না থাক্‌তো তা হ'লে যেটুকু বাকী রয়েছে তা শেষ ক'রে ফেলতে পারতুম। কিন্তু তাতো আর হ'লো না! যেখানে যা আছে, তা সেইখানেই যেন থাকে। তোমরা সবাই শুনে রাখ। কোন কিছুতে যেন হাত দিও না।

বিজলী। বয়ে গেছে ওদের!

প্রশান্ত। না, না, তুমি বোঝ না বিজু। ওরা সব ছেলেমানুষ, কৌতুহল আছে, ঔৎসুক্য আছে।

সন্ধ্যা। দাঁড়িয়ে রইলে কেন প্রণব। স্ক্রীন্‌টা টাঙ্গিয়ে ফেল। আমরা পোষাকের এই কিডটা নিয়ে ভিতরে যাই। ধর উষা।

[তাহারা দুইজনে মিলিয়া একটি থলিয়া লইয়া ল্যাবরেটরিতে গেল। আর একটা খুলিয়া সমর ও প্রণব একটি স্ক্রীন্ বাহির করিল এবং তাহা যথাস্থানে ঝুলাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

বিজলী। আজকের দিনটা তোমার এমন ক'রে মাটী হয়ে গেল ব'লে আমি দুঃখিত।

প্রশান্ত। না বিজু, আজকের ভোরের আলো সৌভাগ্যের মতই আনন্দ নিয়ে আমায় আহ্বান করেছিল।

বিজলী। কিন্তু কঙ্কালের মায়ায় তাও তুমি উপেক্ষা করেছিলে!

[একখানি ট্রে করিয়া বোকে লইয়া ভৈরব প্রবেশ করিল। তাহার সঙ্গে আর একটী ভৃত্য। ভৈরব তাহাকে সদর দরজার এক কোনে দাঁড় করাইয়া তাহার হাতে ট্রে দিল।

ভৈরব। এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবি। কিন্তু খবরদার সঙের মতো যেন না মাঝখানে গিয়ে পড়িস্।

[চাকরটা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। ভৈরব চলিয়া গেল। বিজলী ও প্রশান্ত দরজার দুই পাশে দাঁড়াইল। যামিনী প্রবেশ করিল।

যামিনী। ঠিক হয়েছে ভাই, ঐটিই এখন তোমাদের উপযুক্ত স্থান। যারা আসবে, দূর থেকে তারা মনে ক'রবে, নারায়ণ স্বয়ং লক্ষ্মীকে নিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন।

বিজলী। আজকের হাওয়া যে তোমাকেও উতলা ক'রে তুললো, মেজদি।

প্রশান্ত। আঃ কি যে বল!

যামিনী। বিজু ঠিক বলেছে ভাই, আজকের দিনের আনন্দ তোমাদের চেয়ে বেশী না হলেও তোমাদের মতোই আমার চিত্ত দুলিয়ে দেয়, আশা করি আমি যখন থাকবনা, তখনো।

বিজলী। কারা যেন আসছেন মেজদি।

যামিনী। মাসিমা আর তার ননদ।

প্রশান্ত। মাসিমার এক ননদ নাকি বিয়েই করেন নি?

যামিনী। চুপ্, তিনিই আসছেন!

[একখানি মোটর আসিয়া থামিল

বিজলী। মাসিমা এসেছ?

মাসিমা। এমন দিনেও আসবো না?

বিজলী। আসুন।

[মাসিমার ননদের হাত ধরিয়া নামাইল

মাসিমা। তোমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রতে এলুম।

প্রশান্ত। আমাদের আর কে আছে মাসিমা?

[যামিনী মাসিমার কাপড়ে একটি বোকে আটিয়া দিল

মাসিমা। ওকি লো, মাসিমাকেও দিতে হবে নাকি?

যামিনী। তোকে বলেই দিচ্ছিনে মাসিমা. শ্রদ্ধার অঞ্জলি হিসেবেই দিচ্ছি।

মাসিমা। যা ক'রে তোরা খুসী হ'স, তাই কর মা। বিজু, আয়তো তোকে একটু দেখি। এ পোড়ারমুখীর দিকে তো আর চাওয়া যায় না।

[সকলে বসিলেন

[দরজায় একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল

প্রশান্ত। বিজু, দেখ কারা এসেছেন ?

[একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর তাঁহার স্ত্রী গাড়ী হইতে নামিলেন

বিজলী। আমি আসছি মাসিমা।

[বিজলী চলিয়া গেল

মাসিমা। এখনও তেমনিটিই আছে নাকি রে ?

যামিনী। হাঁ মাসিমা, সেই কলেজে পড়বার সময় যেমন ছিল

মাসিমা। জামাই কিছু বলে না ?

যামিনী। ওর মতো ছেলে আর হয় না মাসিমা !

বিজলী। মেজদি !

যামিনী। যাই বিজু।

[যামিনীও গিয়া আগন্তুকদের প্রণাম করিল

ননদ। বোনঝির কথা কি বলছিলে বউদি ?

মাসিমা। অমন ক্ষ্যাপা মেয়ে আর একটী নেই। দু'দণ্ড এক জায়গায় ব'সে থাকৃতে পারে না।

ননদ। স্বামী স্ত্রীতে মনের মিল আছে ত ?

মাসিমা। তা আবার নেই ? আজকের উৎসব দেখেই ত' বুঝতে পারছ !

[আগন্তুককে লইয়া আসিল

বিজলী। মাসিমা, ই'নি আমার বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

[মাসিমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন ; তিনি বসিলেন

মাসিমা। ইনি আমার ননদ, বিয়ে করেন নি। বিয়ে ইনি ক'রবেন না।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আচ্ছা মা, একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে চাই। আমি বুড়ো মানুষ, দোষ ধ'রো না। নারীর পক্ষে অবিবাহিত জীবন যাপন করা কি সম্ভব ?

ননদ। অসম্ভব যে নয়, তা ত' আমাকে চোখের সামনে দেখেই বুঝতে পারছেন।

বৃদ্ধ। বেশ মা, বেশ। কিন্তু তা থাকবার প্রয়োজন কি, তা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

ননদ। অবশ্যই পারেন। দেখুন বিবাহ হচ্ছে বন্ধন। সে বন্ধনে

যারা বাঁধা পড়ে তারা নিজেদের মনুষ্যত্ব বিকাশের বিঘ্ন ঘটায়।

বৃদ্ধ। কিন্তু মা, আমি যে চল্লিশ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করলুম। কখনো ত' তা বন্ধন ব'লে মনে করলুম না।

ননদ। ভারতবর্ষ সাতশ' বছর শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু আজও তার জন্যে এদেশের লোকের বেদনা বোধ নেই। কেন বলতে পারেন ?

[দরজার দিকে কল-কণ্ঠ শোনা গেল। একটি তরুণী গাড়ী হইতে নামিয়া বিজলীকে আলিঙ্গন করিল

রেবা। বিজু, তোদের জীবনের এই দিনটি অন্ততঃ একশবার ঘুরে ঘুরে আসুক।

বিজলী। এখনও তেমনিই রয়েছিস্ রেবা ?

রেবা। বদলাবার সুযোগ পাইনি ব'লে। অধ্যাপক মহাশয়ের গবেষণা কি নিয়ে চ'লছে ?

বিজলী। সে খবর আমি রাখিনে, তুই জিজ্ঞাসা করে দেখ্ না।

রেবা। মেজদি, কতদিন পরে তোমাদের দেখলুম।

যামিনী। এ দিকে আসবে না ত' !

[তাহারা আসিয়া বসিল

বৃদ্ধ। তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলুম না মা !

ননদ। জবাব কিছুই নেই।

বিজলী। তোমাদের কি আলোচনা হচ্ছে মাসিমা,—আমার বন্ধু রেবা।

মাসিমা। বেশ নামটি ত।

যামিনী। মানুষটি আরও ভাল।

রেবা। মাসিমা, মেজদির সার্টিফিকেটের কিন্তু কোন দাম নেই।

বিজলী। তোমাদের কি আলোচনা হচ্ছে মাসিমা?

মাসিমা। তেমন কিছুই নয়।

ননদ। নয় কেন ব'লছ বৌদি! বিবাহ বন্ধন কিনা তাই নিয়ে আলোচনা হ'চ্ছিল। ওই আলোচনা করতেই তো আজ আমি এখানে এসেছি।

রেবা। তা হলে স্থান এবং কাল নির্ব্বাচনে হয়ত' একটু ভুলই করেছেন। কেন না আজ আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েছি বিবাহের উৎসবকে সফল করে তোলবার জন্যই, বিবাহ-বিরোধী তত্ত্বকে বড় ক'রে উৎসব পণ্ড করবার জন্য নয়।

ননদ। তাহলে আপনি বল্‌তে চান্‌, এ নিমন্ত্রণে যোগ দেবার যোগ্য আমি নই।

যামিনী। না, না, ওর কথা আপনি শুনবেন না। ছ' মাসও হয়নি ওর বিয়ে হয়েছে!

ননদ। আমি এটা বেশ দেখছি যে, বেশী বয়সে যারা বিয়ে করে, বন্ধনকে তারাই পরম বাম্য বলে মনে করে।

বৃদ্ধ। কিন্তু মা সব বন্ধনই কি মানুষকে বেদনা দেয়? স্নেহের বন্ধন, প্রেমের বন্ধন?

[আর একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল একটি সাহেবী পোষাক পরা বৃদ্ধ ভদ্রলোক নামিলেন এবং একটি তরুণীকে নামাইলেন বৃদ্ধটির প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, খুব মোটা। ঘড়ির চেন। তরুণীটি সুন্দরী, সারা গায়ে তার অলঙ্কার, বিজলী দরজার কাছে চলিয়া গেল

মাসিমা। ওঁরা কারা যামিনী?

রেবা। মাসিমা আমি ওদের চিনি। ওই ময়ুর পুচ্ছ দাঁড়কাকটা হ'চ্ছেন রায় বাহাদুর রাম কুমার স্বর্ণ-গোধিকা।

যামিনী। দুষ্টু মেয়ে। রায় বাহাদুর রামকুমার দত্ত একজন বড় কনট্রাক্টর, মাসিমা।

রেবা। ওঁর পেশা তাই বটে. কিন্তু ওর অর্থাগম হয় পরস্বাপহরণ দ্বারা।

ননদ। সঙ্গে ওটী কে? মেয়ে?

যামিনী। না, না, ওটি ওঁর স্ত্রী।

মাসিমা। স্ত্রী।

ননদ। এই দেখুন, আপনাদের সুপবিত্র বিবাহের সুমহান রূপ।

রেবা। দৃষ্টান্তটী ঠিক হ'লোনা। মেয়েটাকে আমরা ভাল ক'রেই জানি। ইস্কুলে আমাদের সাথেই পড়তো ও। টাকার প্রাচুর্য্য আছে জেনেই টেকো মাথার কদর্য্যতা ও উপেক্ষা করেছে, স্বর্ণ-গোধিকাকে ও বিয়ে ক'রেছে স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে।

যামিনী। চুপ রেবা। ওঁরা এই দিকেই আসছেন।

[রামকুমার সকলকে অভিবাদন করিয়া বসিলেন। তাহার স্ত্রী অলঙ্কার দেখাইয়া সকলকে তাক লাগাইবার চেষ্টা করিলেন। বিজলী তাহাকে লইয়া বসিল

রেবা। অধ্যাপক মহাশয় বুঝি ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন ?

বিজলী। আর কারুর ত' আসতে বাকি নেই, মেজদি।

[যামিনী উঠিয়া গেল এবং প্রশান্তকে গিয়া কি যেন বলিল। প্রশান্ত আসিয়া সকলের কাছে দাঁড়াইল। যামিনী অন্য ঘরে চলিয়া গেল

প্রশান্ত। আপনারা আজ অনুগ্রহ ক'রে...এ...এ ..

রেবা। এখানে থাকবেন না, যেহেতু মিলনের ব্যাঘাত ঘটছে। না, অধ্যাপক মশাই ?

প্রশান্ত। না, না, এ আপনি কি বলছেন ! আপনারা দয়া ক'রে এসেছেন বলে, বিজু আর আমি—

রেবা। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছি।

[বিজলী রেবার মুখ চাপিয়া ধরিল

প্রশান্ত। না—না—

ননদ। মেয়েটী বড় বাড়াবাড়ি ক'রছে।

বৃদ্ধ। তোমাদের মনের কথা আমরা বুঝতে পেরেছি, প্রশান্ত। আমরা সকলেই তোমাদের জীবনের এই দিনটীকে পবিত্র জেনে আনন্দ ক'রতে এসেছি; এবং সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ ক'রছি তোমরা সুখী হও

রায়বাহাদুর। হিয়ার! হিয়ার!

[সকলে তাহার দিকে চাহিল। রেবা উঠিয়া দাঁড়াইল

রেবা। পুরুষের পক্ষ থেকে প্রবীণরা যা বল্লেন…

[বিজলী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল

বিজলী। না, তোকে কিছু বলতে হবে না।

রেবা। তুই থাম না বিজু। পুরুষের পক্ষ থেকে প্রবীণরা যা বল্লেন, নারীর পক্ষ থেকে তা সমর্থন না পেলে উৎসবের অঙ্গহানি হবে বলেই আমার বিশ্বাস। যদিচ আমাদের মাঝে এমন নারীও আছেন, যিনি মনে করেন, জীবন-যাত্রায় পুরুষের সাহচর্য্য শুধু অনাবশ্যকই নয়, নারীর পক্ষে তা অহিতজনক।

ননদ। এমন কথা আমি কখনো বলিনি। আমি বলেছি বিবাহ...

রেবা। আমাদের মাঝে এমন নারীও আছেন, যিনি মনে করেন বিবাহ বন্ধন।

ননদ। একশো বার!

রেবা। তবুও আমরা প্রার্থনা করি এই বন্ধন আমাদের দৃঢ়তর হোক্, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে একান্ত দুর্লভ যে জীবনের আনন্দ, তাই পেয়ে ধন্য হোক্—যেমন হয়েছেন শ্রীযুক্ত প্রশান্ত আর শ্রীমতী বিজলী।

[যামিনী আসিল তাহার পিছনে পিছনে দু'জন ভৃত্য ট্রেতে করিয়া সরবতের গ্লাস আনিল। যামিনী একটা তুলিয়া লইল

বিজলী। মেজদি, রেবাকে আগে দাও। ওর একটু ঠাণ্ডা হওয়া দরকার।

[যামিনী সকলকে ঘোলের সরবৎ দিতে লাগিল। এমন সময় একটি পুলিশ কর্ম্মচারী প্রবেশ করিল। গৃহশুদ্ধ লোক তাহাকে দেখিয়া ত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্রশান্ত উঠিয়া গিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইল।

পুঃ কর্ম্মচারী। আপনাদের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটালুম ব'লে মার্জ্জনা ক'রবেন। আমি এসেছি আপনাদের একটু সতর্ক ক'রে দিতে। একটা খুনে ডাকাত পালিয়ে এই দিকেই এসেছে। দোর-টোরগুলো বন্ধ রাখবেন। আর একটু সাবধানে থাকবেন।

প্রশান্ত। বেশ, দোর আমি বন্ধই রাখব।

পুঃ কর্ম্মচারী। নমস্কার!

[প্রশান্ত প্রতি-নমস্কার করিল। কর্ম্মচারী বাহির হইয়া গেল ও প্রশান্ত দরজা বন্ধ করিয়া দিল

বৃদ্ধ। দিন দিন কি যে হ'তে চল্‌লো!

রায় বাহাদুর গৃহিণী। খুনে ডাকাতটা নিশ্চয় আমারই পিছু নিয়েছে। হয়ত' এখনই এসে প'ড়বে…

[সকলে হাসিয়া উঠিল

আপনারা হাস্‌ছেন, আপনাদের ত' ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার যে লাখো টাকার গয়না গায়ে। কী হবে? আমি কোথায় লুকোবো?

[সকলে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল

বজলী। কোন ভয় নেই, ভাই। ডাকাতের সাধ্য কি যে এ বাড়ীতে এসে ডাকাতি করে?

রায় বাহাদুর গৃহিণী। গয়নাগুলো ভাই তোমার সিন্দুকেই রেখে দাও।

রেবা। কিন্তু ডাকাতরা সিন্দুক ভাংতেও জানে!

রায় বাহাদুর গৃহিণী। তা হ'লে সিন্দুকই শুধু ভাঙবে, গয়নার লোভে আমাকে ত' টুক্‌রো টুকরো ক'রে কেটে ফেলবে না!

রায় বাহাদুর। আমি ত' তখুনি বলেছিলুম কাজ নেই নিমন্ত্রণে গিয়ে।

রায় বাহাদুর গৃহিণী। দেখত' ভাই, বিজু। কোথাও যদি নাই য'ব, কাউকে দেখিযে যদি আনন্দই না পাব', তাহ'লে গয়না গড়িয়ে লাভ কি?

'বজলী। তোমার কোন ভয় নেই। আমাদের বাড়ীতে বন্দুক আছে।

রেবা। হিষ্টিরিয়া বন্দুকের ভয়ে পালায় না বিজু; সুতরাং বন্দুক কামানের কথা না তুলে তুই একটা গান ধর্। আপাততঃ তাতেই সুফল পাওয়া যাবে।

ননদ। মেয়েটি কিন্তু মন্দ নয় বৌদি।

মাসিমা। বিজু তাই কর্ মা। একটা গানই গা।

[illegible]: হাঁ, মা। অনেকদিন তোমার গান শুনিনি।

[illegible]। আপনি যে এস্রাজটা দিয়েছিলেন, সেটা এখনো আছে।

[illegible]। অধ্যাপক মহাশয় আদেশ দিন।

প্রশান্ত। মেজ্‌দি এঁরা সকলেই যখন ব'লছেন......

[illegible]মনা। যা বিজু, তোর নিজের রচা গানটা গেয়েই শোনা।

[illegible]। তুই গান বাঁধতেও সুরু ক'রেছিস্, বিজু। তাহ'লে ব[illegible] যে বন্ধনেও তুই আনন্দ পাস্!

বিজলীর গান

—*—

বুকের বীণায় মীড় টেনে যাই অশ্রুত কোন্ অশ্রুতানে।
অন্ধ-সাঁজের সন্ধ্যামণি, আমার গানের ছন্দ জানে॥

ফুট্‌চে যখন হেনার কলি

জাগছে অলি ভোরবেলায়

শিউলি ঝরায় আউলি হ'য়ে

আমার গীতি সুর-খেলায়

চাতক-পাখীর প্রাণের পিয়াস আমার বীণায় বাণী আনে।
মেঘের মাদল শুন্‌লে বাদল
বাজায় ধারার একতারা
কোন্ চকোরের কাজল হিয়া—
করে আমায় মনহারা
প্রভাত-প্রভা চন্দ্রাবলীর মরণ-বেহাগ জাগায় বাণে ॥

[বিজলী অর্গানে বসিয়া গান সুরু করিল। প্রশান্ত তাহার পাশে দাঁড়াইল। গান শেষ হইয়া গেলে সকলে হাততালি দিল

রায় বাহাদুর। আর একখানা।

মাসিমা। হাঁ বিজু, আর একখানা শোনাও।

বিজলী। রেবা গাইবিনা ?

রেবা। না ভাই, আজ আমরা তোমারই গান শুনব। গানের সুরে সুরে তুমি যে সুরধুনির স্রোত বইয়ে দিচ্ছ, তাতেই অবগাহন করে ধন্য হব।

বিজলী। তাহ'লে এখন নাচই চলুক।

রেবা। ধাড়ী মেয়ে তুই নাচবি নাকি রে!

বিজলী। ওরে না—না,—নাচবার লোকও আছে। ছাখ না।

[বিজলী অর্গানে আঘাত করিল, পর্দা উঠিয়া গেল। একটি তরুণী যেন কাহারো ভয়ে ছুটিয়া আসিল তাহার গতিতে ছন্দ আছে। একটি তরুণ তাহাকে অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে কি সহজে ধরা দেয়? অবশেষে ধরা দিল। বাহুর মালা গলায় পরাইয়া সে প্রিয়াকে লইয়া গেল। নৃত্য শেষ হইল।

যামিনী। আপনাদের দয়া ক'রে একটী বার ডাইনিং হলে যেতে হ'চ্ছে।

রেবা। মেজদি, ওদিক থেকে এমন একটা সুগন্ধ ভেসে এসে আমাদের আকর্ষণ করছে যে, আমরা হয়ত' তোমার আমন্ত্রণেরও অপেক্ষা রাখতুম না।

নন্দ। মেয়েটী মুখরা হলেও মন্দ নয়।

প্রশান্ত। চলুন আপনারা।

[সকলেই উঠিলেন। যামিনী আগেই চলিয়া গেল। সকলে কথা বলিতে বলিতে ডাইনিং হলের দিকে চলিয়া গেলেন।

* * * ক্ষীরি আসিয়া টিপয় হইতে পরিত্যক্ত গ্লাসগুলো তুলিয়া একটা চাকরের হাতে ট্রেতে দিতে লাগিল।

ভৈরব প্রবেশ করিল

ভৈরব। এ চাকরী গেলে তোর আর ভাত জুটবে না, ক্ষীরি।

ক্ষীরি। কেন?

ভৈরব। একেবারে বিবি হ'যে গেছিস্। নিজে নিযে যেতে পারালনে গ্লাস্গুলো।

ক্ষীরি। এটো সাফ করবার জন্য তো আমায় রাখা হয়নি।

ভৈরব। চার বেলা গণ্ডে-পিণ্ডে গেলবার জন্যেই রাখা হ'য়েছে।

ক্ষীরি। ভালো হবে না, ভৈরবদা। মিছি মিছি আমার পেছনে লাগছ।

[যামিনী প্রবেশ করিল

যামিনী। অমন করে চেঁচাচ্ছিস কেন ক্ষীরি। ভৈরব?

ভৈরব। কি মাসিমা!

যামিনী। তুমি ওদিকটা একবার দেখ গিয়ে ত', আমি এখুনি আসছি।

[ল্যাবরেটারীতে ঢুকিল। ভৈরব চলিয়া গেল।

ঝড়ের রাতে

[সদর দরজায় করাঘাত শোনা গেল। যামিনী ক'খানা টাওয়েল লইয়া প্রবেশ করিল। সে চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু দ্বারে করাঘাত শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। আবার করাঘাত শুনিয়া আগাইয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল, সুটকেশ হাতে একটা লোক প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই যামিনী পিছাইয়া গেল

যামিনী। কে।

প্রভঞ্জন। চুপ্! আমি অঞ্জন।

[প্রভঞ্জন ফিরিয়া দোর বন্ধ করে

যামিনী। অঞ্জন! তুমি কেন এলে? এ তোমার কি বেশ।

প্রভঞ্জন। সবই জানতে পারবে মেজদি। তুমি একটা কিছু কর যাতে এ বেশে আমায় কেউ না দেখতে পায়।

যামিনী। কিন্তু তুমি কেন এলে—কেন, এলে অঞ্জন?

প্রভঞ্জন। আজই আমি প্রশান্তর নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম!

যামিনী। সে কাউকে নিমন্ত্রণ করলো না, ক'রলো কেবল তোমাকেই!

প্রভঞ্জন। আমরা যে একসাথে অনেকদিন প'ড়েছি।

যামিনী। আমরা তো তা জানতুম না।

প্রভঞ্জন। কিন্তু কথাটা সত্যি।

যামিনী। তাহলে তোমারই জন্য অমনি ব্যাকুল আগ্রহে সে পথের দিকে চেয়েছিল।

প্রভঞ্জন। সে আমায় খুবই ভালবাসে মেজদি।

যামিনী। সে জানে না। কিন্তু তুমি ত' জান। সব জেনেও তুমি কেন এলে?

প্রভঞ্জন। না এসে থাকতে পারলুম না।

যামিনী। আমার একটি অনুরোধ রাখ অঞ্জন। যেমন নিঃশব্দে তুমি এসেছ, তেম্নি নিঃশব্দেই তুমি চলে যাও।

প্রভঞ্জন। এত নিষ্ঠুর তুমি, তা জানতুম না। কিন্তু তবুও আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করতুম মেজদি, যদি তা সম্ভবপর হ'তো।

যামিনী। তুমি এস। আমি দোর বন্ধ করে চলে যাই। কেউ জানবে না তুমি এসেছিলে।

প্রভঞ্জন। কিন্তু একটিবার,—একটিবার তাকে দেখে যেতে চাই মেজদি।

[ডাইনিং ঘর হইতে হাসির শব্দ ভাসিয়া আসিল

যামিনী। চুপ। হয়ত ওরা আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে।

প্রভঞ্জন। মেজদি, একদিন ত' তুমি আমায় স্নেহ ক'রতে।

যামিনী। সে স্নেহ আজও তেমনিই র'য়েছে অঞ্জন।

প্রভঞ্জন। তাহ'লে, মেজদি……

যামিনী। বল তাহ'লে…। বল, দেরী ক'রো না। ওরা এখুনি এসে প'ড়্‌বে।

প্রভঞ্জন। তাহ'লে আমায় ঠেলে ফেলতে চাও কেন?

যামিনী। তোমাকে বাঁচাবার জন্য, বিজুকেও।

রেবা। আমরা আর একখানা গান না শুনে যাব না।

[নেপথ্যে

বৃদ্ধ। প্রশান্ত, তোমরা দীর্ঘজীবি হও।

যামিনী। কি হবে। ওরা এসে প'ড়্‌ল যে।

[প্রভঞ্জন সুটকেশ লইয়া পর্দার পিছনে লুকাইল

রেবা। মেজদি! তুমি একা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছ?

যামিনী। ঘরটাকে একটু গুছিয়ে রাখ্‌ছিলুম। তোমাদের বসবার যোগ্য করে রাখতে হবে তো।

[সকলে প্রবেশ করিল এবং আসনে বসিল

বিজলী। মেজদি! কী হ'য়েছে, মেজদি?

রেবা। আমরা আর একখানা গান শুনতে চাই।

তরুণ, তরুণীরা। আর একখানা গান।

যামিনী। যাও বিজু, আর একখানা গান ওদের শোনাও।

বিজলী। যাচ্ছি! কিন্তু তুমি এখানে পাথরের মূর্ত্তির মতোই দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

[যামিনী চাহিয়া দেখিল, পর্দার ফাঁক দিয়া প্রভঞ্জনের জুতা দেখা যাইতেছে। সে শিহরিয়া উঠিল

বিজলী। মেজদি, তোমার কী যেন হচ্ছে।

রেবা। দুইবোনে এখানে দাঁড়িয়ে কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে?

তরুণ-তরুণীরা। আমরা আর একখানা গান না শুনে যাবই না।

রেবা। বিজু, অতিথি দেবতা আর অসম্মতির অর্থই হচ্ছে অপমান।

[বিজলী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল

প্রণব। একেই বলে জনমতের জয়, বৌদি।

সন্ধ্যা। এবং আমরা হচ্ছি জাগ্রত জনগণ।

সমর। ভুল হ'ল সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা। তা হোক্।

রেবা। চল, মেজদি!

যামিনী। চল।

[যামিনী হাতের তোয়ালেগুলি এমন ভাবে ফেলিয়া দিল, যাহাতে প্রভঞ্জনের পা ঢাকা পড়ে

রেবা। তোমার কি হ'ল মেজদি! তোয়ালেগুলো ফেলে দিলে?

[নীচু হইয়া সেগুলি তুলিতে গেল। যামিনী বাধা দিল

যামিনী। থাক্ থাক্ চাকররা এসে নিয়ে যাবে খন।

[যামিনী তাহার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল। অল্পবয়স্করা তখন বিজলীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বয়স্করা বসিয়া গল্প করিতেছে। পর্দার পিছন দিয়া ধীরে ধীরে প্রভঞ্জন সিঁড়ির দিকে গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, কাহারও দৃষ্টি তাহার দিকে নাই। দৌড়াইয়া গিয়া সে সিঁড়ির পাশের একটি ঘরের দুয়ারে আঘাত করিল। সেটি বন্ধ। তাহার পরের দরজাটি খোলা ছিল। সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রভঞ্জন দোর বন্ধ করিয়া দিল। তরুণ, তরুণীরা সকলে ধরিয়া বিজলীকে অর্গানের সামনে বসাইয়া দিল। বিজলী গান সুরু করিল।

বিজলীর গান

—০—

গানের গোলাপ ঝর্‌ল মোর ;
বইল কখন মরু-মারুত, রইল হাতে শূন্য ডোর
দিশাহারা নিশার চুমায়,
নীলিমা আজ কোথায় ঘুমায়,
পদ্মকাঁটায় অন্ধ ভোমর,—ছন্দ ভোলে গন্ধচোর !
গহীন্ আঁধার সায়র-কূলে
দেখ্‌চি কাতর নয়ন তুলে
ঊষা কখন পরবে সিঁদুর, হবে গহন রাত্রি ভোর।

[গান শেষ হইতেই বাহিরের দরজায় আঘাত হইল। সকলে উৎসুক হইয়া উঠিল। প্রশান্ত গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। হলের সকলে দেখিল একটি পুলিশ অফিসারের টুপি। প্রশান্ত আবার দুয়ার বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

প্রশান্ত। পুলিশ-কর্ম্মচারীটি ব'লে গেলেন যে, খুনে ডাকাতটা হয়ত' এই পাড়ারই কোন বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। তাকে

যাতে আমরা চিনতে পারি, তার নিশানাও তিনি দিয়ে গেলেন। লোকটার গায়ে কালো কোট, আর মাথায় একটা ফেল্‌ট হ্যাট।

যামিনী। গায়ে কি বললে।

প্রশান্ত। কালো কোট।

যামিনী। আর মাথায় একটা ফেল্‌ট হ্যাট?

প্রশান্ত। পুলিশ কর্ম্মচারীটি তাই ত' বলে গেলেন।

যামিনী! কি সর্ব্বনাশ!

[যামিনী নিজের মুখ নিজেই চাপিয়া ধরিল

রেবা। কি হ'লো মেজদি!

বিজলী। (যামিনীর কাছে গিয়া) কি হয়েছে, মেজদি?

যামিনী। কিছু নয় বিজু! খুনে-ডাকাতের কথা ভাবতেই কেন যেন আতঙ্ক হ'লো।

রেবা। তোমারও তাহ'লে ভয় আছে মেজদি!

রায়-বাহাদুর গৃহিণী। খুনে ডাকাতকে মানুষ ভয় পাবে না?

রেবা। কিন্তু তোমার মতো মেজদির গায়ে তো লাখ-টাকার গয়না নেই।

ননদ। মেয়েটি কিন্তু বেশ স্পষ্টবাদী।

মাসিমা। যামিনী, তুই আমার কাছে এসে বোস্ মা।

[যামিনী তাহাই করিল

একি রে! তোর হাত দু'খানা এমন হিম হয়ে গেল কেন?

[অনেকে যামিনীর কাছে ছুটিয়া আসিল

ঘামও হ'চ্ছে যে! পোড়ারমুখী সারাদিন হয়তো কিছুই মুখে দেয়নি।

যামিনী। না মাসিমা, খাওয়া আমার ঠিক সময়েই হয়েছে।

প্রশান্ত। সেই heart trouble মেজদি?

যামিনী। সেরে' গেছে ভাই।

[উঠিয়া দাঁড়াইল

রেবা। মেজদি, তুমি আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিলে।

যামিনী। বিজু, তুই এদিকে একটু নজর রাখিস্।

রেবা। চল মেজদি, আমরা একটু খোলা জায়গায় গিয়ে বসি।

[রেবা যামিনীকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল

সন্ধ্যা। বৌদি, শোন।

বিজলী। কি সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা। তোমার সেই রূপকথা বুঝি সত্যি হ'তে চল্ল।

প্রণব। হাঁ বৌদি !……আকাশে মেঘ জমে উঠেছে, হয়ত' জল আসবে, হয়ত ঝড়ও হবে। আর……

সন্ধ্যা। আর সেই ঝড় জলের মাঝে হয়ত' সে এসে তোমার কাছেই আশ্রয় চাইবে।

বিজলী। আমার কাছে ! আমার কাছে কেন ?

প্রণব। সন্ধ্যা, চল না। আমরা একটু বেড়িয়ে আসি। বাইরে চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে।

[সন্ধ্যা, সমর, প্রণব ও উষা বাহিরে গেল

বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আমরা তাহ'লে এখন উঠি, প্রশান্ত। রাত অনেক হয়ে গেল।

প্রশান্ত। এখুনি যাবেন ?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক। বেশ আনন্দে কাটালুম আজকের সন্ধ্যাটা।

রায় বাহাদুর গৃহিণী। আমাদেরও আর দেরী করা উচিত নয়, বিজু। শুনেছি এদিকে না-কি গুণ্ডার উপদ্রব বেশী, আর সেই খুনে ডাকাতটাও রয়েছে, দেখছিস্ ত' গায়ে লাখ টাকার গয়না।

বিজলী। মাসিমা, তোমরাও কি এখুনি যাবে ?

মাসিমা। আর কত রাত ক'রব? যামিনীকে একটিবার দেখে আসি।

[দোতলার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। রেবা হাঁপাইতে হাঁপাইতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে লাগিল।

রেবা। কি হয়েছে, জানেন?

বিজলা। কিরে রেবা! কি হয়েছে?

রেবা। এই পাশের বাগানে পুলিশ টর্চ্চ নিয়ে ঘোরাফেরা করছে।

রায় বাহাদুর গৃহিণী। ওগো চল না, এ বাড়ী থেকে এখনি বেরিয়ে পড়।

[সদর দরজা দিয়া সন্ধ্যা, প্রণব, সমর ও ঊষা প্রবেশ করিল

সন্ধ্যা। বৌদি, সমস্ত পাড়াটা যেন সামরিক শিবির হয়ে গেছে।

বিজলা। তার মানে?

প্রণব। প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে, প্রত্যেক ল্যাম্প-পোষ্টের নাচে সশস্ত্র পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রায় বাহাদুর। আজ একটা বিপদে প'ড়তেই হবে।

প্রশান্ত। আপনারা উতলা হবেন না, বসুন।

সন্ধ্যা। বৌদি, তুমি থ্রিল্ চেয়েছিলে না?

বিজলী। চেয়েছিলুম সন্ধ্যা, কিন্তু এখন আমার ভয় হচ্ছে। অমঙ্গলের আশঙ্কায় বুকটা আমার কেঁপে উঠ্ছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক। কিছু ভয় নেই মা। আমরা একটু বসেই যাচ্ছি।

রায় বাহাদুর। বাড়ীর ভেতর দু'তিনটে সশস্ত্র পুলিশ এনে রাখলে হয়। আমার অনুরোধে অফিসার সে ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন।

রায় বাহাদুর গৃহিনী। ওগো, তাই কর, তুমি তাই কর।

রায় বাহাদুর। হঁা, তাই আমি করি।

বিজলী। না—না, তা করবেন না। তাদের ভিতরে ডেকে আনবেন না।

রায় বাহাদুর। কেন?

রেবা। তার কোন প্রয়োজন নেই, আপনারা বসুন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক। এরকম গোল ক'রে কোন লাভ নেই, আর একটু বসে গল্প সল্প করা যাক্।

[প্রশান্ত ও রেবা সকলকে বসাইল। একটা চাকর ছুটিয়া আসিল।

চাকর। বাবু! বাবু!

প্রশান্ত। কিরে! কি হয়েছে

চাকর। কে ওই ঘরে ঢুকেছে। ভিতর থেকে দোর বন্ধ। কে? কে-গা? দরজা খোল না।

[দরজায় পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল

প্রশান্ত। ঘরে কে দোর খোল, নইলে বিপদে প'ড়বে।

রায় বাহাদুর গৃহিনী। এ নিশ্চয়ই সেই খুঁনে ডাকাত। মেরে ফেলবে, সবাইকে আজ মেরে ফেলবে।

রায় বাহাদুর। আমি পুলিশকে খবর দিই।

[দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। বিজলী তাঁহাকে বাধা দিল

বিজলী। না—না—পুলিশ ডাকবেন না, ডাকবেন না।

রায় বাহাদুর। এ তোমার কি ছেলেমানুষী বিজু! সকলের জীবন যখন বিপন্ন, তখন পুলিশ ডাক্‌তেই হবে।

বিজলী। ডাক্‌তেই হবে?

রায় বাহাদুর। হাঁ, ডাক্‌তেই হবে।

বিজলী। সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা। কি বৌদি?

বিজলী। পুলিশ ডাকতেই হবে?

সন্ধ্যা। না—বৌদি।

বিজলী। তাহলে সমর আর প্রণবকে বল, ওই দোরের কাছে

গিয়ে দাঁড়াতে। তাদের বল কোন লোক যেন এ ঘর থেকে বাইরে যেতে না পারে।

সন্ধ্যা। যাও প্রণব, যাও সমর।

[তাহারা গিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল

বিজলী। রায় বাহাদুর! আপনি আসন গ্রহণ করুন। অকারণে উত্তেজিত হবেন না।

রায় বাহাদুর। নিমন্ত্রণ করে এনে এভাবে অপমান!

বিজলী। অপমান ক'রব কেন, রায় বাহাদুর। আপনারা আজ আমাদের অতিথি। আমাদের কাজ আপনাদের সেবা করা। আমরা তাতে অক্ষম নই।

রায় বাহাদুর। কিন্তু খুনে ডাকাতকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

[সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া

যামিনী। খুনেই হোক্ কি ডাকাতই হোক্, আমাদের বাড়ী এসে যদি সে আশ্রয় নিয়ে থাকে, তার সম্বন্ধে যা উপযুক্ত ব্যবস্থা, তা আমরাই করব। আপনারা আমাদের অতিথি, আপনাদের কষ্ট ক'রতে হবে না।

রায় বাহাদুর। কিন্তু আমাদের জীবন যে বিপন্ন!

প্রশান্ত। আমরা যতক্ষণ জীবিত আছি, ততক্ষণ নয়। ওরে আমার বন্দুকটা নিয়ে আয়।

[চাকরটা দৌড়াইয়া সিঁড়ি বহিয়া উঠিল। যামিনী বাধা দিল

যামিনী। কোথা যাস ?

চাকর। বাবুর বন্দুক !

যামিনী। যা নীচে যা।

[চাকরটা নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। যামিনী নীচে নামিয়া রুদ্ধ দ্বারের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

ভিতরে যে আছ বেরিয়ে এস।

[প্রশান্ত যামিনীকে ধরিয়া সরাইয়া লইয়া গেল

প্রশান্ত। তোমরা কেন মেজদি, আমরাই ত আছি।

বিজলী। মেজদি, কি হ'ল বল ত' ?

[চাকরটা এইবার বন্দুক লইয়া আসিল

যামিনী। কি হয়েছে তা আমি জানি, বিজু। কে ওখানে তাও জানি।

বিজলী। জান ?

যামিনী। জানি ; কিন্তু বলতে পারবো না।

বিজলী। আমাকেও না?

যামিনী। না, তোকেও না।

[প্রশান্ত চাকরের হাত থেকে বন্দুকটা লইয়া দুয়ারের দিকে তাক করিয়া ধরিল। চাকর দরজায় ঘা দিতে লাগিল

চাকর। এই! খোল না।

[প্রভঞ্জন সহসা দরজাটা খুলিয়া হলের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইল

প্রশান্ত। প্রভঞ্জন!

প্রভঞ্জন। ফায়ার!

[প্রশান্ত চাকরের হাতে বন্দুকটা দিল

বিজলী। কে! মেজদি, ও কেন এল?

যামিনী। চুপ, চুপ বিজু। আমাদের সাথে ওর যেন পরিচয়ই নেই—এই ভাব দেখাতে হবে।

বিজলী। কিন্তু ও কেন এল? কেন এল, মেজদি?

[যামিনী তাহাকে লইয়া সরিয়া গেল

প্রভঞ্জন। প্রশান্ত, অপূর্ব্ব তোমার আতিথেয়তা। মানুষকে নেমন্তন্ন ক'রে সদর দরজা তুমি বন্ধ ক'রে রাখ। আমি এলুম, চেঁচিয়ে ডাকলুম; কিন্তু সাড়াশব্দ কিছুই পেলুম না।

ফিরেই যাচ্ছিলুম! শেষটায় জানালাটি খোলা পেয়ে ওই ঘরটিতেই ঢুকে প'ড়লুম। ভাবলুম, এখানে আমার উপস্থিতি হয়ত' আপত্তি-জনক বলেই মনে হবে।

প্রশান্ত। কিন্তু তোমার জন্য যে আমি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলুম, ভাই। আর কি জান, আমাদের একটু সতর্ক হওয়াও দরকার। কেননা একটা খুনে-ডাকাত নাকি পালিয়ে এসে এই অঞ্চলেই আশ্রয় নিয়েছে।

প্রভঞ্জন। ও! বন্দুকের আমদানি বুঝি সেই জন্যই হ'য়েছিল? হাঁ, বীর বটে!

প্রশান্ত। এস, এস, এঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। ডাক্তার প্রভঞ্জন চক্রবর্ত্তী। জার্ম্মেনী থেকে ডাক্তারীর উঁচু ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। আমার বাল্য বন্ধু।

[প্রভঞ্জন সকলকে অভিবাদন করিল

বিজু, একটীবার এদিকে এস।

[বিজলী কাছে আসিল

অনেক সুকৃতির ফলে জীবনের পথে সঙ্গিনী রূপে এই দেবীকে আমি পেয়েছি, প্রভঞ্জন।

প্রভঞ্জন। তুমি ভাগ্যবান!

প্রশান্ত। বিজু, দেখত' ওকে কিছু খেতে দিতে পার কি না?

[বিজলী চলিয়া গেল

প্রভঞ্জন। খাদ্যের চেয়ে পানীয়ের-ই প্রয়োজন আমার বেশী। ভয় পেয়োনা প্রশান্ত, পানীয় অর্থে আমি জলই বুঝি।

ননদ। আচ্ছা, আপনি জার্মেনী থেকে কবে ফিরেছেন?

প্রভঞ্জন। প্রায় মাস খানেক হবে।

ননদ। ও দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন না,

[তরুণ-তরুণীরা আগ্রহ-ভরে প্রভঞ্জনের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল]

প্রভঞ্জন। মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ করে কি আর বলব', বলুন। ওরাও চায় নিজেদের ঘর-সংসার, ছেলে-মেয়ে, ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটা সুনিশ্চিত এবং সন্তোষজনক ব্যবস্থা।

[যামিনী এক গ্লাস জল দিল। প্রভঞ্জন তাহা এক চুমুকে শেষ করিল

ননদ। Post-war মেয়েদের সম্বন্ধেও আপনি ওই কথা বলতে চান?

প্রভঞ্জন। আগেকার মেয়েদের,দেখিনি,কাজেই তাদের কথা কিছুই বলতে পারি না। আর দেখুন, মেয়েদের মন আসলে খুব বেশী বদলায় না। সেই আদিকালের বদ্যি বুড়িটা তাদের মনোমন্দিরে বসেই আছে। তার প্রভাব তারা কিছুতেই অতিক্রম করতে পারছে না। তাদের যত কিছু দৌড়-ঝাঁপ সব ওই ঘর-সংসারকে কেন্দ্র করে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক। পাশ্চাত্য মেয়েদের সম্বন্ধে এ-কথা প্রথম আপনার মুখেই শুনছি।

প্রভঞ্জন। তবে এ কথা সত্যি যে, তাদের মনেও বিক্ষোভ একটা দেখা দিয়েছে। বিদ্রোহ তারাও করছে। কিন্তু সে কিসের বিরুদ্ধে, জানেন? ঘর-সংসার যাতে লোপ পায়, ছেলে-মেয়ের জীবন যাতে বিপন্ন হয়, যার ফলে তাদের ভবিষ্যত হয়ে ওঠে শঙ্কা জনক—তারই বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছে। চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে নয়। তার কারণ কি বলতে পারেন?

ননদ। কি কারণ, বলুন ত?

প্রভঞ্জন। মেয়েরা পারে না নতুন পথে চল্‌তে, নতুন আদর্শ গ্রহণ করতে।

প্রশান্ত। তোমার এ কথা সত্যি নয়।

প্রভঞ্জন। বল শ্রুতি-মধুর নয়। কিন্তু তা না হ'লেও সত্যি। নতুন পথে চলতে হ'লে যে শক্তির প্রয়োজন, অবলা জাতির তা নেই। নতুন আদর্শকে গ্রহণ করতে হ'লে যে উদারতার আবশ্যক, তাও তাদের নেই। স্রেফ একটা আদর্শের জন্য লাখো লাখো পুরুষ অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু লাখো লাখো নারী তা পারে না।

সন্ধ্যা। তার কারণ এই যে পুরুষ দৃঢ় বন্ধনে তাদের বেঁধে রেখেছে।

[প্রভঞ্জন সন্ধ্যার দিকে চাহিল তারপর বলিল।

প্রভঞ্জন। দৃঢ়তর বন্ধন ছিঁড়ে শাক্যসিংহ বুদ্ধ হয়েছিলেন। আচ্ছা আপনারাই বলুন না। পুরুষ আর নারী ত' একদিনেই ধরণীর বুকে এসেছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও দু'য়েরই ছিল অভিন্ন। কিন্তু তবুও নারীর মাঝ থেকে এতদিনেও না জন্মালো একটি বুদ্ধ, না গজালো একটি কালা-পাহাড়।

রেবা। কিন্তু এই নারীর রূপ নিয়েই আবির্ভূতা হলেন দুর্গা দুর্গতি-নাশিনী, জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী!

প্রভঞ্জন। রূপক রেখে দিয়ে ইতিহাসে আসুন। কেননা ও সবই রূপ-মুগ্ধ পুরুষের কল্পনা। ইতিহাসে ক্লিওপেট্রা পাই, মেসালিনা পাই, বোর্জিয়া পাই। কিন্তু তাতে বিস্মিত হই না। কেন না নারী সুন্দরী তা আমরা প্রত্যক্ষ করি, নারী ভয়ঙ্করী তাও আমরা অনুভব করি, আর নারী যে নিষ্ঠুরা তাও আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করি। কিন্তু উদারতায়, মহানুভবতায় নারী পুরুষকে পিছনে ফেলে গেছে, পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজে এমন একটি দৃষ্টান্তও কি আপনারা দেখাতে পারবেন? পারবেন না। হয়ত

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল অথবা নার্স ক্যাভেলই হবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক। নারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ ক'রে নারীর উদারতা সম্বন্ধে আমরা কি সন্দেহ করতে পারি? আমরা কি কখনো ভুলতে পারি নারী জননী?

প্রভঞ্জন। কিন্তু অস্বীকার কি করতে পারি নিজের লজ্জা গোপন রাখবার জন্য যে জননী সন্তানকেও হত্যা করে, সেও নারী? আমি বলব' যে কারণে নারী ভ্রূণ হত্যা করে, ঠিক সেই কারণেই সে সন্তান পালনের কষ্টও স্বীকার করে। ওর মাঝে মহানুভবতাও নেই, উদারতাও নেই। ঘৃণায় সবাই মুখ ফেরালেন। সকলেই এম্নি করে মুখ ফিরিয়েছে বলেই, সত্যের সন্ধান আজও কেউ পায়নি।

প্রশান্ত। প্রভঞ্জন, জীবনে কোন নারীকে কখনো তুমি ভালোবাসোনি বলেই নারীর স্বরূপের পরিচয় আজও পাওনি। তা যদি পেতে, শ্রদ্ধায় তোমার মাথা আপনিই নত হ'তো।

প্রভঞ্জন। ভুল, ভুল প্রশান্ত। স্বরূপের সন্ধান পেলে ভালবাসা উপে যায়। পুরুষ যত বেশী বোকা হয়, নারীকে সে তত বেশী ভালবাসতে পারে। সচেতন মনের কাছে

ভালোবাসা একটা অনাবশ্যকীয় Sentiment ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও—তবুও প্রশান্ত, ভালো আমিও বেসেছিলুম।

প্রশান্ত। তুমি!

[বিজলী ব্যস্ত হইয়া মেজদিকে টানিয়া লইয়া একটি কোনে গেল

বিজলী। ও কি বলতে চায়, মেজদি।

প্রভঞ্জন। শুনে বিস্মিত হ'লে? কিন্তু সত্যিই আমি ভালোবেসে ছিলুম। সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে, বিচার-বিবেচনা বিরহিত হয়ে। তখন মনে হ'যেছিল আমাদের দুজনার সেই ভালবাসা হিমাচলের চেয়েও স্থির, সাগরের চেয়েও গভীর, উপরের নীল আকাশের চেয়েও নির্ম্মল। বুঝলে প্রশান্ত, এমনি ছিল আমার ভালবাসা।

যামিনী। চল্ বিজু, আমরা একটু ওপর থেকে ঘুরে আসি।

[যামিনী বিজলীকে লইয়া দোতলার সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল

প্রভঞ্জন। তারপর একদিন দেখলুম ভালবাসার সেই হিমাচল শুধু টলেই উঠলো না, একেবারে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল। সেই সাগর গেল শুকিয়ে, সেই নীল আকাশ ধূলোয় আর কালিতে কালো হ'য়ে গেল। বিজলীর চমক লাগিয়ে

আমার সেই আরাধ্যা দেবী আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেল—আর যাবার সময় এই বুকে করে গেল বজ্রের নির্ম্মম আঘাত।

বিজলী। মেজদি, তুমি নীচে নেমে যাও। নেমে গিয়ে থামতে বল, ওকে থামতে বল।

প্রভঞ্জন। কেন এমন হ'ল শুনবে? ভালোবাসার প্রতিদান পেলো না বলে নয়, শ্রেষ্ঠতর ভালবাসার আবেদন এসে তাকে উতলা করে তুল্লে বলেও নয়—একটুখানি খ্যাতির মোহ, ঈষৎ শান্তির সম্ভাবনা তাকে নিয়ে গেল তারই বুকে, যে ভালবাসার মর্য্যাদা দিতে জানে না, দিতে পারেও না! নারীকে এই আমি প্রথম জানলুম; জানলুম কত ছোট সে হতে পারে, জানলুম, স্বার্থের সীমা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবার অক্ষমতা তার কত—কত বেশী।

বিজলী। মেজদি!

[তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল

যামিনী। ওই দিকে!

[যামিনীর ইঙ্গিতে সকলে দেখিল দরজা খুলিয়া পুলিশ অফিসার এবং পাহারাওয়ালা প্রবেশ করিয়াছে অফিসারের হাতে কালো সেই কোটটা

প্রশান্ত। আপনাদের কি প্রয়োজন ?

অফিসার। এই কোটটা আপনার বাগানে পাওয়া গেছে। যে খুনে ডাকতটার সন্ধান আমরা করছি, এটি তারই গায়ে ছিল। আমাদের বিশ্বাস, সে এই বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছে।

বিজলী। এই বাড়ীতে। অসম্ভব।

অফিসার। একটা খুনে ডাকাতের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। আপনাদের অনুমতি নিয়ে খানাতল্লাস সুরু করি।

[বিজলী দ্রুত নামিয়া আসিল

বিজলী। কিন্তু আপনার এ আচরণে আমার অতিথিদের যে অপমান করা হচ্ছে, সে জ্ঞান, আশা করি, আপনার আছে।

প্রভঞ্জন। না, না—মিসেস্ রায়। আপনার অতিথিরা এতে অপমানিত হবেন না। পরন্তু তাঁদেরই কর্ত্তব্য খুনের সন্ধানে সহায়তা করা। প্রশান্ত, ভাই, ওকে সব ঘর গুলো দেখিয়ে দাও। আমিও কি সঙ্গে আসবো ?

[সকলে প্রভঞ্জনের দিকে চাহিল

অফিসার। না, ধন্যবাদ।

[পাহারাওয়ালারা ভিন্ন ভিন্ন ঘরে প্রবেশ করিল

রায় বাহাত্বর গৃহিণী। আমাদের ত এখন বাড়ী যেতে দেবে ?

রায় বাহাত্বর। তা কেন দেবে না ?

রায় বাহাত্বর গৃহিণী। (প্রভঞ্জনের কাছে গিয়া) আপনি আমাদের সঙ্গে গিয়ে আমাদের বাড়ী পৌঁছে দেবেন ? আপনার যেমন গায়ের জোর আছে, তেম্নি মনেও আছে জোর। আপনি সঙ্গে থাকলে আমার আর ডাকাতের ভয় থাকবে না।

প্রভঞ্জন। কিন্তু আপনি কি ঠিক জানেন, পুলিশ যার সন্ধান করছে আমি সেই লোক হতেই পারি না।

রায় বাহাত্বর গৃহিণী। (বিজলীর কাছে গিয়া) বিজু, ভাই, আমাদের সঙ্গে কে যাবে ? বুড়ো মানুষ উনি কি ডাকাতের সঙ্গে লড়তে পারবেন ? (প্রণবের কাছে গিয়া) আপনার বেশ গায়ে জোর আছে। আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন ?

প্রণব। আপনি আদেশ করলেই যাব।

রায় বাহাত্বর। কেন ? তুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকে আমার স্ত্রীকে রক্ষা করবার শক্তি কি আমার নেই ?

প্রভঞ্জন। রায়বাহাত্বর, শক্তি সামর্থ্যের কথা তোলাই ভুল !

কথাটা হচ্ছে বয়সের! এই বয়সের পুরুষের ওপর নির্ভর করেই নারী নিশ্চিন্ত থাকে।

[সকলে প্রভঞ্জনের দিকে চাহিল। প্রভঞ্জন ধীর পদ-বিক্ষেপে দরজার দিকে অগ্রসর হইল

রায় বাহাদুর গৃহিণী। আপনারা ওঁদের কথা শুনবেন না। আপনারা আমাদের সঙ্গেই যাবেন। আমাদের গাড়ী খুব বড় আর আমাদের বাড়ী দেখলেও আপনারা খুশী হবেন।

প্রণব। আমরা আপনাদের সঙ্গেই যাব। যেহেতু আমাদের গাড়ীখানা অচল।

সন্ধ্যা। সমরকে) প্রণবকে ডেকে নিয়ে এদিকে এস।

[সমর প্রণবকে ডাকিয়া লইয়া আসিল

(প্রণবকে) বড় বাড়ী আর গাড়ীর কথা শুনে মজো না কিন্তু। চেহারা দেখেছ ত।

রায় বাহাদুর গৃহিণী। ওকি!

সন্ধ্যা। নাঃ! জ্বালালে।

রায় বাহাদুর গৃহিণী। ওই দিকে দেখ!

[সকলে চাহিয়া দেখিল প্রভঞ্জন সিঁড়ির ওপর দাঁড়াইয়া আছে আর তাহার সামনে দুইটি পাহারাওয়ালা পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে

প্রভঞ্জন। পালাবার মতলব মোটেই নেই। হাওয়া খাওয়ার সখ।

মাসীমা। •তাইত' বিজু! এই গোলমালের মাঝে তোদের রেখে যেতে মন চাইছে না। অথচ না গেলেও ত' চলে না!

বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আজ রাতটা এখানে থেকেই যাব কি না, ভাবছি।

রায় বাহাদুর। এদের ব্যবহার মোটেই ভাল নয়, মশাই।

[প্রভঞ্জন ফিরিয়া আসিল

প্রভঞ্জন। মেঘে মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেছে।

রায় বাহাদুর। জল হবে নাকি?

প্রভঞ্জন। ঝড়ও হবে।

[প্রভঞ্জন রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল

সন্ধ্যা। ডাক্তার চক্রবর্ত্তী অমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কেন?

উষা। অদ্ভুত এক লোক।

সন্ধ্যা। ভালবাসার ইতিহাস অমন করে বল্‌তে ওর লজ্জাও হলো না। শুনতে আমাদেরই লজ্জা হচ্ছিল।

প্রণব। লজ্জা ত' তোমাদেরই হওয়া উচিত।

উষা। কেন?

প্রণব। নারার ওই হীন জঘন্ত ব্যবহারের জন্য।

উষা। শোন্ সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা। ছেলে মানুষ কি না তাই।

প্রণব। ছেলে মানুষ?

উষা। বাড়ী গিয়ে মাকে বোল নিকার-বোকার পরিয়ে দিতে।

প্রণব। তার অর্থ?

সন্ধ্যা। অর্থ এই যে, প্রেম সম্বন্ধে বড় বড় তত্ত্বকথা তোমাদের দু'জনার সাজে না।

[সন্ধ্যা ও উষা চলিয়া গেল

প্রণব। ওরা আমাদের কি মনে করে বল্ ত'!

সমর। চলনা, ওদের কাছ থেকে ভাই আজ জেনেই যাই।

[দুইজনা চলিয়া গেল। ইন্সপেক্টার এবং প্রশান্ত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল

বিজলী। আপনার আসামীকে পেলেন?

পুলিশ কর্ম্মচারী। কৈ আর পেলুম!

বিজলী। আপনি কি এখনও মনে করেন এই বাড়ীতেই সে আছে।

পুলিশ কর্ম্মচারী। মত পরিবর্ত্তনের কোন কারণ ত ঘটে নি!

বিজলী। তা হ'লে এখন আমাদের কি করতে হবে?

পুলিশ কর্ম্মচারী। আপনার গৃহে সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতাই আপনার রইল।

বিজলী। আমার অতিথিরা ত নজর বন্দী নন্?

পুলিশ কর্ম্মচারী। তাঁরা ইচ্ছামত তাঁদের গন্তব্য স্থানে যেতে পারেন।

বিজলী। যদি তাদের সঙ্গে আপনার আসামীটিও পালিয়ে যায়?

পুলিশ কর্ম্মচারী। যাতে না যেতে পারে, তাই দেখাই আমাদের কর্ত্তব্য এবং আমরা তা দেখবও। তা হ'লে এখন আসি। আশা করি, ফিরে যদি আসতে হয় তো আসামীর দেখা পাব।

[পুলিশ কর্ম্মচারী অগ্রসর হইলেন। প্রভঞ্জন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একটা গ্লাস ধরিল

প্রভঞ্জন। লেমনেড্।

[পুলিশ কর্ম্মচারী তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল

প্রশান্ত। আমার বন্ধু, ডাক্তার প্রভঞ্জন চক্রবর্ত্তী। জার্ম্মেনী থেকে ডাক্তারী শিখে এসেছেন।

[পুলিশ কর্ম্মচারী তাহাকে নমস্কার করিল। প্রভঞ্জনও প্রতি-নমস্কার করিল

প্রভঞ্জন। আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়েছেন, শ্রান্তি দূর করুন।

পুলিশ কর্ম্মচারী। ধন্যবাদ।

[পুলিশ কর্ম্মচারী তাহার লোক সহ চলিয়া গেলেন। প্রভঞ্জন তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেলে প্রভঞ্জন ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং এক চুমুকে লেমনেড্ নিঃশেষ করিয়া ফেলিল

বৃদ্ধ ভদ্রলোক। গোল এক রকম চু'কই গেল। এবার যেতে পারি, বিজু?

প্রশান্ত। আপনারা আজ দয়া করে এসেছিলেন বলে আমরা সকলে খুসী।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক। এসে আজ যে কি আনন্দই নিয়ে গেলুম, তা বুঝিয়ে বল্‌তে পারব না। সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি তোমারা দীর্ঘ জীবন লাভ কর।

[বিজলী তাঁহাকে প্রণাম করিল

বিজলী। চলুন, আপনাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

[সকলে দরজার দিকে গেলেন

রায় বাহাদুরের স্ত্রী। আপনারা তৈরি হ'য়ে নিন্।

প্রণব। আমরা ত' প্রস্তুত। সময় কিড্ ডুটো ঠিক করে নাও।

সন্ধ্যা। সুটকেশ দুটো গাড়ীতে তুলে দিতে বলব?

উষা। কালও কিন্তু আমরা যাব না।

সময়। আমাদের তাতে ঘুমের ব্যাঘাত হবে না।

[একখানা মোটর আসিল এবং বৃদ্ধ ভদ্রলোককে লইয়া চলিয়া গেল

সন্ধ্যা। বড় গাড়ী আর বড় বাড়ীর স্বপ্ন দেখছ বুঝি!

প্রণব। আর স্বপ্ন নয় এবারে বাস্তব।

রায় বাহাদুর। প্রশান্ত ভাই আমরা তবে চল্লুম। চল্লুম বিজলী দেবী।

[তাহারা অগ্রসর হইল। দুয়ারের কাছে গাড়ী আসিলে রায় বাহাদুরের স্ত্রী ফিরিয়া দাঁড়াইল

রায় বাহাদুরের স্ত্রী। আসুন আপনারা। বড় গাড়ী আমাদের। বেশ জায়গা হবে।

প্রণব। বৌদি, আমরা তাহ'লে আসি।

বিজলী। তোমরা না এলে উৎসব আজ ব্যর্থ হ'তো।

সমর। আমরা একটা নূতন Inspiration নিয়ে যাচ্ছি, বৌদি।

প্রণব। এবং সন্ধ্যার উপর আমাদের রাগ হচ্ছে, সে আগে কেন আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়নি।

বিজলী। তোমাদের যখুনি ইচ্ছে হবে তখুনি চলে এস।

সন্ধ্যা। যদি আজকার এই বড় গাড়ী চড়বার পরও আমাদের মনে থাকে।

যামিনী। তোমরা ত' আজ থেকে যেতে পারতে ভাই।

প্রণব। আবার আসব, মেজদি।

[তাহারা গিয়া গাড়ীতে উঠিল

ননদ। তোমাদের আজকের এই উৎসবে যোগ দিয়ে আমি আজ এক নূতন অভিজ্ঞতা নিয়ে যাচ্ছি, বিজু!

রেবা। আশা করি সে অভিজ্ঞতার ফলে, আপনার জীবনেও, এমনি উৎসবের দিন শীগ্‌গীর দেখা দেবে। আর তাতে যোগ দিয়ে আমরা নূতনতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারব'।

বিজলী। তুই থামতে পারিস, রেবা?

মাসিমা। যামিনী শরীরের দিকে একটু নজর রাখিস্‌, মা। এ সংসারের বোঝা ত' দেখছি তোর ঘাড়েই পড়েছে।

যামিনী। তুমি বিজুকে বলে যাও মাসিমা, ওর সংসারের দিকে ও মন দিক। আমি আর কতদিন এখানে থাকব?

বিজলী। বয়েই গেছে আমার এই সংসার দেখতে!

মাসিমা। তা দেখতে হবে বৈকি, বিজু।

প্রশান্ত। মাসিমা, আপনারা যাচ্ছেন?

মাসিমা। থাকবার তো উপায় নেই, বাবা। বড় আনন্দ নিয়ে যাচ্ছি। আমার ননদটি ত' জানই বিয়ের কথাও শুনতে পারেন না। উনিও তোমাদের এই দু'জনার আনন্দময় জীবন দেখে খুসী হয়েছেন। এম্নি সুখেই তোমরা থাক।

প্রশান্ত। আপনাদের আশীর্ব্বাদ মাসিমা।

[প্রশান্ত দুজনকেই প্রণাম করিল। বিজলী, যামিনীও।

নন্দ। আপনার সঙ্গে কিন্তু তর্ক করবার অনেক কিছুই আমার বাকী রইল।

প্রভঞ্জন। তর্ক করে সত্যকে জানা যায় না—জানতে হয় জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে।

[মাসিমাদের লইয়া বিজলী, যামিনী ও প্রশান্ত দরজার দিকে গেল

রেবা। তুমি ত' ভাই, আমাদের সাথে মাঝে মাঝে দেখা করতে পার।

সন্ধ্যা। এখন থেকে যাব। আর শুধু যাবই না, আপনাদেরকে আমাদের সঙ্ঘেও নিয়ে যাব।

রেবা। তোমাদের আবার একটা সঙ্ঘও আছে নাকি!

ঊষা। আমাদের সেনালী-সঙ্ঘের নাম শোনেননি।

রেবা। ডাক্তার চক্রবর্ত্তী বলবেন সোনালী রঙই সোনার অস্তিত্ব বোঝায় না। আচ্ছা, সেখানে তোমরা কী কর?

সন্ধ্যা। আলোচনা, আন্দোলন।

রেবা। কিসের?

ঊষা। নারী-প্রগতির।

রেবা। কিন্তু ডাক্তার চক্রবর্ত্তী বলেন, নারী গতি-শীলা জীব নয়, স্থিতি-শীলা।

সন্ধ্যা। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, উনি একজন হতাশ প্রেমিক।

রেবা। শুনতে পাই সংসারের ষোল আনা প্রেমিককেই নাকি হা-হুতাশ করতে হয়।

সন্ধ্যা। আমার দাদা-বৌদিকে দেখেও কি তা বিশ্বাস করেন।

রেবা। সত্যি বলেছ, সন্ধ্যা। আজ ওদের দেখে আমি বুঝলুম যে, প্রগাঢ় প্রণয় কেবল কাব্যের কথাই নয়, বাস্তবেও তার অস্তিত্ব আছে।

বিজলী। কি আবিষ্কার করলি রে, রেবা?

রেবা। যে, বুড়ো বয়সেও অপ্রতিহত বেগে প্রেম করা চলে।

বিজলী। সত্যি!

রেবা। সত্যি বিজু! আজ শুধু আনন্দই নিয়ে যাচ্ছিনে, ঈর্ষাও খানিকটা জমে উঠেছে। মন্ত্রটা আমায় বলে দিতে পারিস্?

বিজলী। স্বামী বশের?

রেবা। মন্দ কি! একবার চেষ্টা করেই দেখতুম। মেজদি, আমরা এবার চললুম। আসছে বছর এই দিনে আবার আসব। কিন্তু সেদিন যেন কোলে একটি খোকা দেখতে পাই, বিজু।

যামিনী। মাসিমাও ওই কথা বলে গেলেন।

রেবা। যার কোল আলো করে সেই শিশু-চাঁদের আবির্ভাব হবে, তারও ত' সেই কামনা মেজদি!

বিজলী। তোর কি হ'য়েছে বলত', রেবা ?

রেবা। সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা কর্। ও বলবে মাতৃত্বের আকাঙ্খা প্রকাশ আজকের-নারীর পক্ষে লজ্জার নয়, গৌরবের কথা।

সন্ধ্যা। কোন কালেই কি ওটা লজ্জার বিষয় ছিল ?

রেবা। ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর মতটা জেনে নোব, বিজু ?

[বিজলী মুখ ফিরাইল]

সন্ধ্যা। নারীকে যে শ্রদ্ধা করেনা, নারী সম্বন্ধে কোন কথা বলবারই তার অধিকার নেই।

বিজলী। ঠিক বলেছ সন্ধ্যা।

রেবা। না এবার বিদায়ের পালা। অধ্যাপক মশাই, এবার আমরা বিদায় হই।

প্রশান্ত। আপনারা মাঝে মাঝে এলে· ····

রেবা। আপনারা ক্ষেপে উঠবেন, কেমন ?

প্রশান্ত। আপনি আমায় কোন কথাই শেষ করতে দেবেন না!

রেবা। তার জন্য দুঃখ করবেন না। আঁচড় দেখেই আমরা বিদ্যের দৌড় বুঝে নিতে পারি।

[সকলে দরজার দিকে গেল

সন্ধ্যা। উষা! ডাক্তার চক্রবর্ত্তীকে তোর কেমন লাগেরে ?

উষা। লোকটা কেরে ভাই ?

সন্ধ্যা। শুনলি ত' দাদার বন্ধু। জার্ম্মেনী থেকে ডাক্তারীর উঁচু ডিগ্রী নিয়ে এসেছে।

উষা। ব্যর্থ-প্রেমের ব্যথা নিয়েই ম'ল।

সন্ধ্যা। আচ্ছা তুই ওর চোখের দিকে চেয়ে দেখেছিস্ ?

উষা। তোর মৃত্যুবান কি চোখের স্ফটিক-গোলকের ভিতরেই রয়েছে, সন্ধ্যা ?

সন্ধ্যা। সেই খুনে ডাকাতটার চোখ তোর মনে পড়ে ?'

উষা। তোর মত তা তো আমার ধ্যানের বস্তু হয়ে ওঠেনি।

সন্ধ্যা। তবু দেখেছিলি ত'।

উষা। ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর চোখের সঙ্গে তার আশ্চর্য্য মিল অনেক আগে আমি লক্ষ্য করেছি।

সন্ধ্যা। করেছিস্ !

উষা। ওই ত আসছে এদিকে। দেখনা চেয়ে।

সন্ধ্যা। আমি হলফ করে বলতে পারি উষা, পুলিশ ওকেই তাড়া করেছিল।

উষা। তাহ'লে .. ..

সন্ধ্যা। ওই সেই খুনে ডাকাত।

উষা। না, না সন্ধ্যা, তা হ'তে পারে না।

সন্ধ্যা। ও কাউকে খুন না করতে পারে, ডাকাতিও না করতে

পারে ; কিন্তু পুলিশ যে ওকে তাড়া করেছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই।

উষা। তাহ'লে কি করা যায় সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা। চুপ। এখন কাউকে কিছু বলিস্ নে। চল ত' আগে দেখে আসি যে ঘরটায় ও লুকিয়ে ছিল।

[দু'জনা উঠিয়া প্রভঞ্জন প্রথমে যে ঘরে আশ্রয় লইয়াছিল সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইল

প্রভঞ্জন। সন্ধ্যা দেবী কি বিশ্রাম করতে যাচ্ছেন ?

[সন্ধ্যা ও উষা ফিরিল

সন্ধ্যা। বিশ্রাম আজ ভাগ্যে আছে কিনা, তা ত' জানিনা ডাক্তার চক্রবর্ত্তী।

প্রভঞ্জন। আপনারা এখনও সেই খুনে ডাকাতের ভয় করছেন ?

সন্ধ্যা। যে হেতু কোন দিক থেকেই অভয় পাচ্ছিনে বলে।

প্রভঞ্জন। আচ্ছা যারা মানুষ খুন করে, তারা কি সবাই ঘৃণার পাত্র ?

সন্ধ্যা। আমরা ত' তাই মনে করি।

প্রভঞ্জন। যদি অজ্ঞাতে কেউ ও পাপ করে ফেলে ?

সন্ধ্যা। তাহ'লে তাকে কেউ নরহন্তা বলে না।

প্রভঞ্জন। আর যদি কেউ জেনে শুনে বুঝে মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ও কাজ করে ?

ঝড়ের রাতে

সন্ধ্যা। আপনি কি বলতে চান, বলুন ত'।

প্রভঞ্জন। বিশেষ কিছুই নয় সন্ধ্যা দেবী। শুধু সাধারণ এই কথাটি বলতে চাই যে, মানুষের কাজ দেখেই তার সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করে বসি, তা একেবারে নির্ভুল নাও হতে পারে।

[প্রশান্ত বিজলী ও যামিনী আসিল। বিজলী ও যামিনী রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। প্রশান্ত প্রভঞ্জনের সঙ্গে মিশিল।

প্রশান্ত। সন্ধ্যার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে প্রভঞ্জন? একটা সমস্যা জাগিয়ে তুলেছে। তোমায় বলব'খন। তোমার পরামর্শের বিশেষ প্রয়োজন।

প্রভঞ্জন। দেখ প্রশান্ত, কাউকে পরামর্শ দেবার প্রবৃত্তি আমার লোপ পেয়েছে। আমি বুঝেছি ওতে কারুর কোনই লাভ হয় না—না দাতার, না গ্রহীতার। কিন্তু আমাকে যে উঠতে হচ্ছে।

প্রশান্ত। সে কি! কোথায় তুমি যাবে এই জল-ঝড় মাথায় নিয়ে। আর, কতদিন পরে তোমায় দেখলুম!

সন্ধ্যা। ওদের সবাইকেই ভিজতে হবে।

শান্ত। অসময়ে হঠাৎ এম্নি মেঘ করল!

সন্ধ্যা। কিন্তু সন্ধ্যায় কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছিল!

প্রভঞ্জন। জানি প্রশান্ত, আমিও এলুম, আর চাঁদের কোলে এসে মেঘও হ'লো জড়ো। অদৃষ্ট!

উষা। এখন ত সমস্ত আকাশ মেঘের ভারে নুয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যা। ঐ জলও এল।

[যামিনী ও বিজলী আসিল

যামিনী। ঝড় উঠেছে। ওপরের দরজা জানালাগুলো বন্ধ আছে কিনা দেখে আসি।

[যামিনী চলিয়া গেল

প্রশান্ত। সন্ধ্যা, তোরাও শুতে যা! আজ বড্ড তোদের পরিশ্রম হয়েছে।

সন্ধ্যা। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে দাদা।

প্রশান্ত। বলেই ফ্যাল্ না। আচ্ছা কালই না হয় বলিস।

সন্ধ্যা। আজই তোমায় শুনতে হবে। খুব দরকারী কথা।

প্রশান্ত। হ্যাঁ, এইটুকু মেয়ের আবার এম্নি দরকারী কথা যে, আজ না শুনলেই চলবে না। কাল……কাল হবে।

সন্ধ্যা। কিন্তু দাদা……

[প্রশান্ত উঠিল। সন্ধ্যাকে ধরিয়া সিঁড়িতে তুলিয়া দিল

প্রশান্ত। আজ ভাল করে ঘুমিয়ে নে। তারপর কাল চায়ের টেবিলে তোর দরকারী কথাটা বলিস।

[সন্ধ্যা হতাশভাবে দাদার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর উষার হাত ধরিয়া উপরে উঠিয়া গেল

বিজু, এস। প্রভঞ্জনের সঙ্গে ভালো করে আলাপ জমিয়ে তোল। ওর কথা শুনে ত' বুঝলে কত বড় আঘাত ও পেয়েছে।

[বিজলী বসিল

আমি ভাবতেই পারি না প্রভঞ্জন, ভালোবাসার পাত্রীর কৃতঘ্নতা মানুষ কেমন করে সইতে পারে। এই যে বিজুকে দেখছ, বড় খেয়ালী মেয়ে এ। অতর্কিতে তোমায় আঘাত দেবে আবার তখুনি ব্যথা দূর করে দেবে।

[বিজলী মাথা নীচু করিল

লজ্জায় মাথা নীচু করলে চলবেনা, বিজু। প্রভঞ্জনকে আবার লজ্জা কিসের? ও দিন কত এখানে থাক। তখন দেখতে পারবে ও কেমন যাদু জানে।

[প্রভঞ্জন একটি সিগার ধরাইল

তুমি জার্ম্মেনী চলে গেলে। আমাদেরও হঠাৎ বিয়ে হয়ে

গেল। আশ্চর্য্য, কেউ কাউকে জানতুম না। কিন্তু মিলন যখন হ'লো, তখন মনে হ'লো কত যুগযুগান্ত ধরে আমরা তুজনা যেন এই মিলনেরই অপেক্ষা করছিলুম! না, বিজু?

প্রভঞ্জন। ঝড়ের বেগ, বেড়েই চলেছে।

প্রশান্ত। সাংসারিক বুদ্ধি কিন্তু বিজুর এতটুকুও নেই। তা নাই বা থাকল। আমারও ত নেই। মেজদিকে ত' দেখ্‌লে, দেবী বললেও ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না।

বিজলী। আমি দেখে আসি মেজদি কি করছে।

[বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রশান্ত তাহার হাত ধরিল

প্রশান্ত। কোন দরকার নেই। প্রভঞ্জনকে অনেক দিন পরে পেয়েছি। তুমি আমি আর ও, এই তিনটি অন্তরঙ্গ আমরা, এস, এক সঙ্গে একটুকাল বসে থাকি।

প্রভঞ্জন। আমি ভাবছি তোমার অতিথিদের কথা। ঝড়ে জলে খুবই কষ্ট হচ্ছে তাদের।

প্রশান্ত। তারা সব কোনকালে কলকাতায় পৌঁছে গেছে। ত্যাখ প্রভঞ্জন, মেয়েদের সম্বন্ধে তখন যে সব কথা বলছিলে, তা সত্যি নয়। ওদের যত কাছে পাবে ততই বুঝবে ওরা ছোট নয়—ওরা কত বড়, কেমন উদার। তুমি বলবে,

কটি নারীই বা আমি দেখলুম ? কিন্তু এই বিজু, মেজদি, সন্ধ্যা—এদের ত' আমি জানি প্রভঞ্জন। এরা সবাই মিলে কি শান্তি আমায় দিচ্ছে, কি আনন্দে আমায় রেখেচে তা ভাষা দিয়ে তোমায় আমি বোঝাতে পারব না। তার জন্য ওদের ত্যাগের সীমা নেই, আর মজা এই যে, তার জন্য দাবীও কিছু নেই। আমার সত্যিই মনে হয় প্রভঞ্জন, তার চেয়ে হতভাগ্য সংসারে আর কেউ নেই যে, পায়নি মায়ের স্নেহ, পত্নীর প্রেম, ভগ্নীর ভালোবাসা।

[প্রভঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল

প্রভঞ্জন। এক মিনিট প্রশান্ত। আমি বাইরের অবস্থাটা একটু দেখে আসি।

[প্রভঞ্জন দোরের দিকে চলিয়া গেল

প্রশান্ত। আজ ওকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে, বিজু। এক নারীর কৃতঘ্নতা ওকে এমন করে দিয়েছে যে, নারীর কল্যাণী মূর্ত্তিটা ওর মনে কিছুতেই একটা ঠাঁই করে নিতে পারছে না। আমি যদি সেই নারীর সাক্ষাৎ পাই!

বিজলী। তাহলে কি কর ?

প্রশান্ত। ওকে দেখিয়ে তাকে বলি, দেখ, একটা মানুষের কত বড় সর্ব্বনাশ তুমি করেছ।

বিজলী। সে যদি তার অপরাধ স্বীকার করে ?

প্রশান্ত। তাহ'লে তাকে বলি, অমৃতের প্রলেপ দিয়ে ওর অন্তরের দাহ ঘুচিয়ে দাও।

বিজলী। যদি সে-চেষ্টা করবার শক্তি বা অধিকার তার না থাকে ? যদি তার স্বামী তাতে সম্মতি না দেয় ?

প্রশান্ত। তাহলে আমি কি করি জান ? প্রভঞ্জনের সকল ভার আমি তোমাকে দিয়েই নিশ্চিন্ত হই ! তোমার স্নেহ পেয়ে, তোমার সেবা পেয়ে, তোমার ভালোবাসার অংশ পেয়ে ও তাহলে নারীকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে। নেবে, বিজু, ওর সকল ভার ?

বিজলী। না, না। ও কল্পনা তুমি মনেও ঠাঁই দিও না।

প্রশান্ত। দায়িত্ব নিতে ভয় পেলে চলবে কেন, বিজু ?

বিজলী। আমার সময় হবে না, অবসর থাকবে না। কাল থেকে সংসারের সকল কাজের ভার আমায় নিতে হবে। অতিরিক্ত কিছু আমি করতে পারবো না। আমায় তুমি অনুরোধ করোনা। মেজদি ! মেজদি !

[তাহার আর্তস্বর শুনিয়া প্রশান্ত স্তব্ধ হইয়া তাহার দিকেই চাহিয়া রহিল। প্রভঞ্জনও ফিরিয়া আসিল। যামিনী সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল

যামিনী। আমায় ডাকছিলি, বিজু ! আমি জানালা দিয়ে পুলিশের কাণ্ড দেখছিলুম। এই ঝড়ে জলে কুকুর বেড়ালেও ঘরের বার হয় না, কিন্তু গিয়ে ছাখ্, মোড়ে মোড়ে পুলিশ পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়েই আছে। কর্ম্মচারীরা খোস-মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক আমাদের সদর দরজার ছু' ধারেও ছু'টি পুলিশ শীকার ধরবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

প্রভঞ্জন। আমিও তাই দেখে এলুম।

বিজলী। আজ বিকেলে সন্ধ্যাকে বার বার বলেছিলুম, সেই খুনে ডাকাতটা এসে যদি আমাদের আশ্রয় নেয়, তাহ'লে বেশ হয়; কিন্তু এখন......

প্রভঞ্জন। এখন মিসেস্ রায় ? এখন ?

[বিজলী চমকিয়া তাহার দিকে চাহিল। তাহার পর দৃষ্টি নত করিল

বিজলী। এখন এই প্রার্থনাই কেবল করছি, সে যেন দূরেই থাকে।

[প্রভঞ্জন মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল। প্রশান্তও উঠিল। ছুই বাহু প্রভঞ্জনের কাঁধে রাখিল

প্রশান্ত। কি হ'য়েছে, ভাই ?

প্রভঞ্জন। বড় ক্লান্তি বোধ করছি।

প্রশান্ত। তাহ'লে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। মেজদি, প্রভঞ্জন বড় ক্লান্ত। ওর শোবার ব্যবস্থা কি হবে ?

[যামিনী একটা ঘরের দরজা খুলিল

যামিনী। এই ঘরেই উনি শোবেন।

প্রশান্ত। তাহলে প্রভঞ্জন আমরা আর তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করব না। গুড্ নাইট।

প্রভঞ্জন। গুড্ নাইট।

[প্রভঞ্জন ভিতরে গিয়া দোর বন্ধ করিল

প্রশান্ত। মেজদি ! আমরাও তাহলে উপরে যাই।

যামিনী। তোমরা যাও, ভাই ! আমি দোর-টোর গুলো বন্ধ করে যাই।

[যামিনী রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল

প্রশান্ত। কী পরিবর্ত্তনই হয়েছে ওর ! চল বিজু !

[বাঁ হাত দিয়া বিজলীর দেহ বেষ্টন করিয়া প্রশান্ত তাহাকে লইয়া দ্বিতলে উঠিতে লাগিল

ছেলে বয়েসে কি চঞ্চলই ও ছিল। কলেজে ওর জোড়া ডানপিটে আর ছিল না। এখন মনে হয়, একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে।

বিজলী। অন্য কথা বল। ও সব আর আমি শুনতে পারি না।

প্রশান্ত। বিয়ে করেছি বলে বন্ধুকেও ভালোবাসতে পারব না?

[বিজলী স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না। তাহারা দ্বিতলে অদৃশ্য হইয়া গেল। যামিনী হলে ফিরিয়া আসিল। দরজাগুলি ভালো করিয়া দেখিল। তাহার পর হলের আলো নিভাইয়া দিয়া উপরে উঠিতে গেল। প্রভঞ্জন দোর খুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইল। পিছন হইতে যামিনীর পিঠে হাত দিল

যামিনী। কে!

প্রভঞ্জন। মেজদি, একটা কথা আমায় বলে যাও তুমি!

যামিনী। কি অঞ্জন?

প্রভঞ্জন। বলে যাও, বিজু কি আজ সত্যিই সুখী?

যামিনী। এমন অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার মনে কেমন ক'রে জাগল, অঞ্জন?

প্রভঞ্জন। আমি যে ওকে জানি, আমি যে ওকে চিনি, মেজদি। আমি যে বুঝি ওর পক্ষে এখানকার এই বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন করা কত কঠিন—কঙ্কাল-পূজারী ওই

প্রশান্তকে ভালোবাসা ওর পক্ষে সম্ভব নয়! বল, বল মেজদি।

যামিনী। কিন্তু সে কথা এখন জেনে তোমার লাভ?

প্রভঞ্জন। তুমি ভুলোনা মেজদি, বিজু আজও আমার ধ্যানের দেবী!

যামিনী। সকল রকমেই অপদার্থ হয়ে গ্যাছ, অঞ্জন। ছিঃ!

[যামিনী উপরে উঠিয়া গেল। প্রভঞ্জন সেইখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই হাতে রেলিং চাপিয়া ধরিয়া রহিল

প্রভঞ্জন। তবুও......তবুও বলে যাও মেজদি, শুধু ওই একটি কথাই শুনিয়ে যাও।

[যামিনী দুই তিন ধাপ নামিয়া আসিল। তারপর কহিল

যামিনী। না শুনে তুমি নিবৃত্ত হবে না, তাই ব'লচি, শোন। ওদের মতো সুখী-দম্পতি সংসারে বেশী দেখা যায় না।

[প্রভঞ্জন সেই সোপান-তলেই মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। যামিনী তাহার দিকে না চাহিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপেই দ্বিতলে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রভঞ্জন ধীরে ধীরে মাথা তুলিল।

ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর টলিতে টলিতে গিয়া গোল টেবিলের উপর দেহভার রক্ষা করিয়া কপালে হাত দিয়া দাড়াইয়া রহিল। তারপর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল

প্রভঞ্জন। আমি বিশ্বাস করি না...মেজদির ও-কথা আমি বিশ্বাস করি না।

[প্রশান্ত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছিল। সে হলের আলো জ্বালিয়া দিল। প্রভঞ্জন চমকিয়া তাহার দিকে চাহিল। প্রশান্ত নীচে নামিয়া আসিল

প্রশান্ত। ঘুম হ'লো না?

প্রভঞ্জন। প্রায় প্রতি রাত্রেই আমার ঘুম হয় না। তারপর এই জল-ঝড়ে ত' নয়ই। প্রশান্ত, আমার কেবলি কি মনে হচ্ছে জান?

প্রশান্ত। কী মনে হচ্ছে?

প্রভঞ্জন। মনে হচ্ছে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদচে......কে যেন বন্ধন বেদনা সইতে না পেরে মুক্তি চাইছে। আর মুক্তি পাচ্ছে না বলেই কেঁদে কেঁদে দিক থেকে দিগন্তে বেদনা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রশান্ত। কে কাঁদছে? কে মুক্তি চাইছে?

প্রভঞ্জন। তুমি জান না? তুমি বোঝ না?

প্রশান্ত। আমি! আমি ত' কিছুই শুনচিনে। প্রভঞ্জন তোমার এখন ঘুমোনোই দরকার।

প্রভঞ্জন। তুমি কেন ঘুমোওনি?

প্রশান্ত। আমি ঘুমুতে পারলুম না, প্রভঞ্জন। এতদিনকার একনিষ্ঠ গবেষণার ফলে আমি নৃ-তত্ত্বের একটা নূতন তত্ত্ব প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছি। আজ এই উৎসবের উত্তেজনায় সারাদিন কাজ ক'রতে পারিনি, সারাদিন তাই একটা অস্বস্তি বোধ করেছি। এখন সুযোগ মিলেছে, তাই চলে এসেছি।

প্রভঞ্জন। কঙ্কাল নিয়ে গবেষণা করবার অনন্ত অবসর তুমি চাও?

প্রশান্ত। মাঝে মাঝে অবসর ত' পাই। এই বিজু এখন ঘুমিয়েছে আর আমিও নীচে নেমে এসেছি।

প্রভঞ্জন। গবেষণা-গৃহেই কি রাত কাটাবে?

প্রশান্ত। তার কি উপায় আছে ভাই! জেগে যদি দেখে আমি নেই, অমনি নীচে নেমে আসবে। পুঁথি-পত্র নিয়ে আমি উপরেই যাব। প্রায় প্রতি রাত্রেই ত' তাই করি। ঘুম ভেঙে গেলে চেয়ে দেখে আমি কাছেই আছি। আবার নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। লতা যেমন করে গাছকে

(জ)ড়িয়ে থাকে ও তেম্নি করেই আমাকে জড়িয়ে থাকতে চায়! তাতে বড় আনন্দ প্রভঞ্জন, বড় আরাম তাতে।

[প্রশান্ত লাইব্রেরী ঘরে গেল। প্রভঞ্জন গেল দুয়ারের দিকে। দুয়ার খুলিয়া দাঁড়াইলে দেখা গেল ঝড়ে গাছগুলো দোল খাইতেছে। বৃষ্টির ছাট আসিতেছে। কাঁধে বগলে এক গাদা বই লইয়া প্রশান্ত আবার হলে আসিল

জ(লো)-হাওয়া লাগিয়োনা প্রভঞ্জন। অসুখ করবে।

[প্রভঞ্জন দুয়ার বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল

প্রভঞ্জন। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিলুম, শুনবে?

প্রশান্ত। কি দেখছিলে?

[প্রশান্ত বইগুলো টেবিলের উপর রাখিল

প্রভঞ্জন। দেখছিলুম একটা গাছকে আশ্রয় করে পল্লবিনী একটি লতা ঝড়ের দোলায় দোল খাচ্ছে। পাশের আর একটি গাছের সবুজ সজীব একখানা ডাল ঝড়ো হাওয়ায় মত্ত হয়ে পল্লবিনীকে কাছে টানছে।

প্রশান্ত। তুমি কাব্য শুরু করলে প্রভঞ্জন।

প্রভঞ্জন। সবুজ ডালখানা এক একবার আকর্ষণ করছে আর পল্লবিনী একটু একটু করে শুকনো গাছের আশ্রয় ছেড়ে

যেন সোহাগেই ঢলে পড়ছে। দেখছিলুম আর ভাবছিলুম, এর শেষ কোথায়!

প্রশান্ত। কাল হয়ত দেখবে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তোমার ওই পল্লবিনা—তারপর হয়ত একদিন দেখা যাবে, শুকিয়ে গেছে,...যা ছিল সুন্দর, তা হয়েছে আবর্জ্জনা।

প্রভঞ্জন। হয়ত তাও হবে না।

প্রশান্ত। তবে?

প্রভঞ্জন। হয়ত দেখবো মাটিতে পড়েও সে সর্ব্বস্ব হারায়নি। যে তাকে আশ্রয়হারা করেছিল, সেই তাকে আশ্রয় দিয়েছে। তার দেহের শিরায় শিরায় নব রস-প্রবাহ বইতে শুরু করেছে...হয়ত একদিন দেখব তাতেই পুষ্ট হয়ে নবীন আশ্রয়দাতাকেও সে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আর তাদের অন্তরের আনন্দ ফুল হয়ে থরে থরে ফুটে উঠে গন্ধে চারিদিক মাতিয়ে তুলেছে।

প্রশান্ত। তা যদি হয়, তাহলে তা অন্যায় হবে। লতার পক্ষে তা হবে ব্যাভিচার—যেমন মানুষেরও হয়।

প্রভঞ্জন। কিন্তু ওই শুক্‌নো গাছ যে ওকে বাঁচাতে পারত না... ও যে মরেই যেত।

প্রশান্ত। মরেও যে বেঁচে যেত প্রভঞ্জন।

[বইগুলি গুছাইয়া লইল

প্রভঞ্জন। ওর জীবনই যে ব্যর্থ হতো।

প্রশান্ত। এই কথাটি কখনো ভুলোনা প্রভঞ্জন, যে, জীবন ধারণ করাই সংসারে বাঁচা নয়।

[প্রশান্ত সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল

প্রভঞ্জন। ও হচ্ছে পুঁথির কথা প্রশান্ত, প্রাণের কথা নয়।

[প্রভঞ্জন অর্গানের সামনে বসিল

প্রশান্ত। আচ্ছা, আচ্ছা, প্রভঞ্জন তুমি এখন প্রাণের কথাই ভাব। আলোটা কি থাকবে?

প্রভঞ্জন। আলো আমি চাই না নিভিয়ে দাও

[প্রশান্ত আলো নিভাইয়া দিয়া উঠিয়া গেল। প্রভঞ্জন আনমনে রীডের উপর হাত চালাইয়া যাইতে লাগিল। উপরে নীচে সর্ব্বত্র অন্ধকার। কেবল দোতলার একটি খোলা জানালা দিয়া সামান্য একটু আলো আসিয়া হলে পড়িয়াছে। বাইরে বিজলীর খেলা আর ঝড়ের দাপট চলিযাছে। উপরে একটা দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। প্রভঞ্জন তাহা লক্ষ্য করিল না। বিজলী পা টিপিয়া টিপিয়া সিঁড়ি বহিয়া ঠিক প্রভঞ্জনের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল যামিনীও দ্বিতলে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিজলী। অঞ্জন!

[প্রশান্ত লাফাইয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢের মত বিজলীর দিকে চাহিয়া রহিল

যামিনী। বিজু!

[বিজলী পিছনে ফিরিয়া যামিনীর দিকে চাহিল। যামিনী ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। বিজলীর হাত ধরিল

এবার ঘরে চল বিজু।

বিজলী। আমার ঘুম পাচ্ছে না, মেজদি।

যামিনী। বেশ ত'! একটু গল্প সল্প করগে!

বিজলী। কার সাথে গল্প ক'রব মেজদি। কঙ্কালের প্রেমে মগ্ন সে।

যামিনী। তাহলে চল্ আমার ঘরে. চল্ দেখি গিয়ে পুলিশ কি করে, কেমন করে ডাকাত ধরে!

বিজলী। মেজদি।

যামিনী। বল্ বিজু।

বিজলী। আমাদের একটুখানি একা থাকতে দাও·· ওকে আর আমাকে।

[যামিনী প্রভঞ্জনের দিকে চাহিল

যামিনী। কিন্তু সে-কি ঠিক হবে, বিজু।

বিজলী। তবুও দাও। একটুখানি।

যামিনী। কিন্তু .....

বিজলী। তোমার পায়ে পড়ি, মেজদি। ভেবে দেখ ওর কাছে আমরা কি অপরাধই না ক'রেছি। ও চায়নি বলেই কি একটা কৈফিয়তও ওর প্রাপ্য নয়?

যামিনী। সে আমি ওকে বুঝিয়ে ব'লব, তুই আমার সঙ্গে চল।

বিজলী। কিন্তু আমার?

যামিনী। তোর কি বিজু?

বিজলী। ওর কাছে যে অপরাধ করেছি, তা যে বোঝা হয়েই আমার বুকে চেপে রয়েছে! আমি যে তার ভার বইতে পারছিনে। একটুখানি তুমি আমাদের একা থাকতে দাও। আমার ওপর কি তোমার এতটুকুও বিশ্বাস নেই মেজদি?

[যামিনীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিজলী নামিয়া আসিল। যামিনী তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। বিজলী প্রভঞ্জনের সম্মুখে গিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। প্রভঞ্জন বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল

এই আমি এসেছি, অঞ্জন। আমায় তিরস্কার কর।

[যামিনী চলিয়া গেল

প্রভঞ্জন। তিরস্কার! তিরস্কার করতে তো আসিনি।

বিজলী। তাহলে কেন এসেছ?

প্রভঞ্জন। এলুম তোমায় একটিবার দেখ্‌তে।

বিজলী। আমায় দেখ্‌তে, না আমার জীবনের ব্যর্থতা নিয়ে ব্যঙ্গ্য করতে?

প্রভঞ্জন: তুমি ত' জানো বিজু আমার কোন অপরাধ নেই।

বিজলী। তা জানি বলেই ত' ব্যঙ্গোর কথা তুলছি। তুমি অপরাধী হলে তো আমার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতে না! অপরাধী আমি জেনেই তো এখানে আস্‌বার সাহস তুমি পেয়েছ, কেন না তুমি জান খুব কড়া কড়া কথা শোনাবার অধিকার তোমার আছে।

প্রভঞ্জন। আমায় ভুল বুঝো না, বিজু। তোমায় ভুলতে পারিনি বলেই এসেছি।

বিজলী। সত্যি!

প্রভঞ্জন। মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়।

[বিজলী একটা সোফার উপর গিয়া বসিল। প্রভঞ্জনও তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল

বিজলী। আজ তুমি আমার কাছে কি শুনতে চাও, অঞ্জন! শুনতে চাও, আমি সুখ পাইনি; শুনতে চাও জীবন আমার এখানে দুর্ব্বহ, না? আমি বুঝতে পারছি, তাই-ই তুমি শুনতে চাও শোন অঞ্জন, আমি সুখী নই। অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার তাড়না আমায় এক মুহূর্ত্তও শান্তিতে থাকতে দেয় না। কিন্তু তার জন্য দোষ কাকে দেব? স্বেচ্ছায় যা বরণ করে নিয়েছি, তা যদি ব্যথা দেয় তাতো আমায় সইতেই হবে। সইছিও অঞ্জন।

প্রভঞ্জন। ব'লোনা, ব'লোনা বিজু। ও কথা অমন করে বলে আমায় ব্যথা দিও না।"

বিজলী। শুনে তুমি সুখী হও না, ব্যথা পাও? অঞ্জন সত্যই তুমি মহৎ।

প্রভঞ্জন। মহৎ নই বিজু, মহৎ নই। আমি তোমায় ভালবাসি। আজও ভালবাসি, আমরণ ভালবাসব।

বিজলী। চুপ, চুপ, অঞ্জন! ও কথা আর নয়।

[প্রভঞ্জন বিজলীর সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। বিজলীর কোলে মাথা গুঁজিয়া বলিল

প্রভঞ্জন। এক মুহূর্তের জন্য এই অধিকারটুকু শুধু আমায় দাও।

[বিজলী কোন কথা বলিল না। তাহার চুলের ভিতর অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল

বিজলী। তোমার কত বড একটা পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে অঞ্জন।

প্রভঞ্জন। কিন্তু তোমার হয়নি। তুমি তেমনই আছ বিজু, ঠিক যেমনটি তোমায় আমি প্রথম দেখেছিলুম।

বিজলী। তোমাতে আমাতে প্রথম দেখা হয়...

প্রভঞ্জন। সাগরের বুকে।

বিজলী। সেদিন আমার মনে হয়েছিল নীল-জল থেকে জলদেবতা সবল দু'খানি বাহু দিয়ে আমায় টেনে তুল্লেন।

প্রভঞ্জন। অথৈ জলে প'ড়ে তুমি হাবুডুবু খাচ্ছিলে।

বিজলী। তুমি না ধরলে হয়তো তলিয়েই যেতুম।

প্রভঞ্জন। তখনও তুমি কিন্তু সাহস হারাও নি।

বিজলী। ঠিক সেই সময়টির কথা আমার মনে নেই। মনে আছে কেবল এইটুকু যে, তোমার প্রশস্ত বুকে মাথা রেখে,তোমার দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হ'য়ে কী আনন্দই পাচ্ছিলুম। শিশুটির মতো আমায় কোলে নিয়ে, সৈকতে সমবেত নর-নারীর প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে তুমি যখন বালু-বেলার উপর দিয়ে আমাদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলে,

তখন আমি সম্পূর্ণ চেতনা নিয়েও অচেতনের ভান করে চেয়ে চেয়ে তোমায় দেখছিলুম। মৃদু স্পর্শ দিয়ে তোমার পেশীর শক্তি পরীক্ষা করছিলুম। সমস্ত অঙ্গ দিয়ে তোমার দেহের উষ্ণতা অনুভব করছিলুম। বাবার হাতে যখন আবার তুলে দিলে, নিমজ্জিতা-প্রায় কন্যাকে পেয়ে তাঁরা যখন উল্লসিত হয়ে উঠলেন, তখনই যেন আমার সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। ফিরে চেয়ে তোমায় দেখতে না পেয়ে কী দুঃখই আমার হয়েছিল।

প্রভঞ্জন। তারই প্রতিশোধ নিয়েছিলে কোণারকে।

বিজলী। নোব না? কি দুষ্ট, তুমি ছিলে। সাগর থেকে উদ্ধার করে বাপ মায়ের কাছে আমায় সমর্পণ করে তুমি নিশ্চিন্ত রইলে। একদিন দেখাও দিলে না। সৈকতে বেরিয়ে আমি কি আর সাগর দেখতুম, শুধু তোমাকেই খুঁজতুম অঞ্জন।

প্রভঞ্জন। আমি তখন কোণারকে।

বিজলী। সে সাক্ষাতও কি সুন্দর। কোণারকের মন্দিরে দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয় দেখব বলে সারা রাত বসে কাটিয়ে দিলুম। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমাদের গাড়ী গিয়ে মন্দিরের কাছে থামলো। আমি ছুটে যেতে লাগলুম মন্দিরের সামনের দিকে। একটু দূর থেকেই দেখলুম। দেখে

একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম ! মনে হ'ল, সত্যই সূর্য্য-দেবতা নিজে নেমে এসে অশ্বরশ্মি ধরেছেন, রথ এখুনি চলবে। অপলক চেয়েই রইলুম। তুমি মুখ ফেরালে। নিজের ভুল বুঝে লজ্জিত হলুম। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম, সূর্য্য অনেক উপরে উঠে গেছে। শুনলুম মা বাবা বলছেন, আমরা দেখতে পেলুম না কিন্তু বিজু সূর্য্যোদয় দেখেছে। সত্যি, তোমার উপর রাগ হয়েছিল। বাংলোয় গিয়ে বললুম আমার অসুখ করেছে।

প্রভঞ্জন। তোমার অবহেলার আঘাত নিয়ে সেই দিনই আমি কোণারক ছেড়ে চলে গেলুম।

বিজলী। আমরা রাতটা রয়েই গেলুম। পরের দিন সূর্য্যোদয় যখন দেখলুম, তখন মনে হলো আগেকার দর্শনই আমার সার্থক, সত্য বলেই তা ছিল সুন্দর।

প্রভঞ্জন। আর হাজারীবাগে !

বিজলী। ওঃ ! সে-কথা ভাবলে আজও আমার লজ্জা হয়।

প্রভঞ্জন। আমার হয় গর্ব্ব। পাহাড়ের উপর একলাটি দাঁড়িয়েছিলে তুমি। অস্তাচলে আশ্রয় নেবার আগে সূর্য্য তোমার মুখে মাথায় একরাশ আবির ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল। নীচু থেকে তাই দেখে নিঃশব্দে আমি গিয়ে তোমার পিছনে

দাঁড়ালুম......নিঃশব্দে তোমাকে বুকে টেনে নিলুম। তুমি চিৎকার করে উঠ্‌লে। আমি কথা বল্লুম না। ঠোটের বন্ধনী দিয়ে তোমার স্ফুরিত অধর চেপে ধরলুম। চোখ মেলে তুমি চেয়ে দেখ্‌লে, তাতেই আমি পেলুম তোমার পূর্ণ পরিচয়। তৃপ্ত, তৃপ্ত তুমি।

[অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়া প্রশান্ত নামিয়া আসিতেছিল। তাহার পায়ের শব্দ বিজলী বা প্রভঞ্জন শুনিতে পাইল না, প্রশান্ত ক্ষণকাল সুইচের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চক্ষু জ্বলিতেছিল।

বিজলী। শেষে সেই বাঘের গর্জ্জন......

প্রশান্ত। ভৈরবদা, আমার বন্দুক, বন্দুক ভৈরবদা।

[প্রশান্ত হলে নামিয়া আসিল। প্রভঞ্জন লাফাইয়া উঠিয়া বিজলীকে আবৃত করিয়া দাঁড়াইল। যামিনী সিঁড়ির সর্ব্ব নিম্নস্তরে আসিয়া পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল

ভৈরবদা, আমার বন্দুক।

প্রভঞ্জন। বন্দুক!

[উঠিয়া দাঁড়াইল

বিজলী। কঙ্কালে বুঝিবা প্রাণের সঞ্চার হ'লো অঞ্জন।

[ভৈরব বেগে প্রবেশ করিল

ভৈরব। এই যে খোকা, এই যে তোর বন্দুক!

প্রশান্ত। দাও তো, ভৈরবদা!

ভৈরব। কি করতে হবে আমাকে বল্। খুন করতে হয় আমিই করবো।

প্রশান্ত। তুমি কেন, তুমি কেন ভৈরবদা।

ভৈরব। তোকে বাঁচাবার জন্য রে খোকা। তোকে বাঁচাবার জন্য।

প্রশান্ত। না, না, তুমি যাও ভৈরবদা। আমি ভুল করেছিলুম। আমি —আমরা ভেবেছিলুম যে, খুনে ডাকাতটা বুঝি সত্যিই এসেছে। কিন্তু সে আমাদের ভুল, তুমি যাও। আচ্ছা দাও বন্দুকটা। বন্দুকটা আমাকেই দাও।

[ভৈরব বন্দুকটা প্রশান্তের হাতে দিল

তুমি যাও ভৈরবদা……শুতে যাও।

[ভৈরব কিছু বুঝিতে না পারিয়া চলিয়া গেল

মেজদি, এটা ওপরে আমার ঘরে আলমারির মাঝে রেখে এস।

[প্রশান্ত বন্দুকটা তাহার হাতে দিতে গেল। কিন্তু সে লইল না

নাওনা মেজদি, নাও। সকলে একসঙ্গে আমায় আঘাত করো না।

[যামিনী বন্দুকটা লইয়া উপরে উঠিতে লাগিল

প্রশান্ত। শোন মেজদি। আলমারির মাঝে রেখে চাবি বন্ধ করে দিও। আর চাবিটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিও। যেন কেউ না কখনও খুঁজে পায়।"

[যামিনী চলিয়া গেল। প্রশান্ত খানিকটা ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইল। তারপর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে প্রভঞ্জন ও বিজলীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, শুষ্ক কণ্ঠে কহিল

আমি জানতুম না, জানতুম না যে, তোমাদের মাঝে এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

[বিজলী বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। প্রভঞ্জন মাথা নীচু করিল। প্রশান্ত তাহাদের দিকে কিছুকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া ধীর পদ-বিক্ষেপে লাইব্রেরী ঘরে চলিয়া গেল

প্রভঞ্জন। ও কি মানুষ, বিজু?

[বিজলী মুখ হইতে হাত নামাইল

বিজলী। কঙ্কাল

[প্রভঞ্জন একটু একটু করিয়া লাইব্রেরীর দিকে অগ্রসর হইল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ প্রশান্তকে দেখিল। প্রশান্ত পুঁথির পর পুঁথি গুঁজিতেছে, মড়ার খুলির পাশে খুলি সাজাইয়া রাখিতেছে। প্রভঞ্জন বিজলীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। যেন আপন মনেই কহিল

প্রভঞ্জন। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, ও মানুষ না শয়তান?

বিজলী। মানুষও নয় শয়তানও নয়—কঙ্কাল! কঙ্কালের মতোই কঠিন। কঙ্কালের মতোই অসাড়, ওই কঙ্কাল পূজারী!

[যামিনী বেগে নামিয়া আসিল। হলের মধ্য দিয়া লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিল। প্রশান্তর টেবিল হইতে বই মড়ার খুলি সব টানিয়া ফেলিয়া দিল, প্রশান্ত কথাও কহিল না বাধাও দিল না

যামিনী। যাও কাপুরুষ! নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত কর।

প্রশান্ত। অধিকার? অধিকার, মেজদি! যার ভালবাসা হারিয়েছি, তার ওপর কিসের আর অধিকার আছে?

যামিনী। সত্যিই কি তুমি গ্রন্থকীট ? এতটুকু পৌরুষও কি তোমার অবশিষ্ট নেই। তোমায় যেতে হবে, তোমার বিবাহিতা পত্নীকে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে !

[যামিনী প্রশান্তকে টানাটানি করিতে লাগিল

প্রভঞ্জন। ও কেন আসে না, এসে কেন তোমায় আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয় না ?

বিজলী। আমি সইতে পারি না, ওর এ অবহেলা আমি সইতে পারি না। আমায় এখান থেকে নিয়ে চল অঞ্জন।

[বিজলী দুই হাতে প্রভঞ্জনের গলা জড়াইয়া ধরিল। প্রশান্ত প্রবেশ করিল। যামিনী লাইব্রেরী ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভঞ্জন নিজেকে বিজলীর বাহু-বন্ধন হইতে মুক্ত করিল। প্রশান্ত তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল

প্রশান্ত। আজ তোমরা দুজনেই সুখী ? বল, বল সুখী কি না !

বিজলী। হাঁ সুখী বৈ কি। পাঁচ বছরের মাঝে যার সন্ধান পাইনি আজ একটুকাল এক সাথে থেকে তাই পেয়েছি।

প্রশান্ত। আশা করি এই সুখের পসরা নিয়েই তোমরা দীর্ঘজীবি হও।

বিজলী। লজ্জা করে না তোমার এম্নি করে আজ আমায় আঘাত করতে ?

যামিনী। বিশ্বাসহন্ত্রী স্ত্রীকে আঘাত না করে তাকে কি আজও পূজা করবে ?

বিজলী। বিশ্বাসহন্ত্রী।

যামিনী। হায়, বিজু! এও আমায় দেখ্‌তে হ'লো।

বিজলী। এতদিন চোখ বুজে' ছিলে কেন ? এতদিন কেন দেখনি, সবাই মিলে পলে পলে একটি জীবন কেমন করে ব্যর্থ করে দিচ্ছ। তা যদি দেখতে, তাহ'লে মেজদি আজ তোমার বিজুর এ রূপ কাউকে দেখ্‌তে হতো না। আজ আমি বিশ্বাসহন্ত্রী, স্বামীর প্রতি যে কর্ত্তব্য রয়েছে তা আমি পালন করিনি বলে তোমাদের সকলের চোখে আজ আমি অপরাধী। কিন্তু ওই স্বাধিকার-প্রমত্ত পুরুষ, ওই মহীয়ান গরীয়ান আমার পরমারাধ্য পতি-দেবতাই কি তাঁর সকল কর্ত্তব্য পালন করেছেন ? তিনি—তিনি কি একটিবারও বুঝতে চেয়েছেন কোথায় আমার বেদনা জমে উঠেছে, একটীবারও কি ভেবেছেন আমার আশা আকাঙ্ক্ষা অনুরাগের দিকে দৃষ্টি দেওয়াও তাঁর কর্ত্তব্য ? এই পাঁচ বছর পুষ্পিত যৌবনের সকল মধু নিবেদন করবার জন্য আমি উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা

করেছি, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে কামনা করেছি এক শিশুর আবির্ভাব, যে আমার চিত্ত-মরুতে স্নেহের মন্দাকিনী বইয়ে দিতে পারে, আর স্বামী হয়েও কঙ্কালের মোহে মজে' থেকে আমার সমস্ত দান হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছে যে, তোমাদের বিচারে কর্তব্য পালন ক'রল সে? আর, আর আমি, আমি হলুম ভ্রষ্টা!

প্রশান্ত। মেজদি, বিজলী সত্য বলেছে। স্বামীর কর্তব্য আমি করিনি। অক্ষম অযোগ্য স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কোন কর্তব্যই থাকে না, থাকা উচিতও নয়। বিজলীর একটি কথাও মিথ্যে নয়। স্বামিত্বে আমার অধিকার নেই।

[প্রশান্ত লাইব্রেরীর দিকে অগ্রসর হইল

মালিনী। নিজের কাছেও এম্নি করে' তুমি পরাজয় মেনে নেবে?

প্রশান্ত। না নিয়ে কি করতে পারি, মেজদি?

বিজলী। আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, অঞ্জন।

প্রভঞ্জন। কোথায়?

বিজলী। যেখানেই হোক্ না কেন, নিয়ে চল। এখানে একটু কালও আমি আর থাকতে পারবো না।

প্রশান্ত। একটু অপেক্ষা করে যাও। এই ঝড়-জলে তো পথ চলা যাবে না।

বিজলী। অন্তরে আমার যে ঝড় বইছে, তার তুলনায় বাইরের ঐ ঝঞ্ঝা কিছুই নয়। তোমার গৃহে থাকবার অধিকার আর নেই।

প্রশান্ত। শুধু আমারই নয়,—এ-গৃহ তোমারও বটে।

বিজলী। অঞ্জন তুমিও, এই পীড়ন দেখে তুমিও, আমোদ পাচ্ছ ?

প্রভঞ্জন। না, না বিজু!

বিজলী। তাহলে চল, এখুনি চল।

[বিজলী কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভঞ্জনের হাত ধরিল। প্রভঞ্জন তাহার কম্পিত দেহ-ভার বহন করিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল

প্রশান্ত। একটু অপেক্ষা কর প্রভঞ্জন, একটু অপেক্ষা কর।

[প্রভঞ্জন দাঁড়াইল, মাথা ঘুরাইয়া প্রশান্তর দিকে চাহিল। প্রশান্ত যামিনীর কাছে গেল

মেজদি! ওর অলঙ্কার, ওর রেন্-কোট, ওর জন্য কিছু টাকা। নইলে ওর বড় কষ্ট হবে।

[যামিনী মুখ ফিরাইল

ঝড়ের রাতে

বিজলী। চল, চল অঞ্জন ..

[তাহারা অগ্রসর হইল। সিঁড়ির উপর হইতে সন্ধ্যা কহিল

সন্ধ্যা। হায় অভাগা নারী, দেবতাকে ছেড়ে একটা খুনে ডাকাতের সঙ্গ নিলে তুমি।

[সকলে ফিরিয়া সন্ধ্যার দিকে চাহিল

প্রশান্ত। খুনে ডাকাত!

সন্ধ্যা। হাঁ ঐ সেই খুনে ডাকাত। পুলিশ ওরই পিছু নিয়েছিল। ওকেই খুঁজতে এসেছিল।

[প্রভঞ্জন বিজলীকে ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইল

বিজলী। মিথ্যা কথা। খুনে ও নয়। হত্যা ও কাউকে করেনি। কিন্তু একজন করেছে। দেখবে তাকে? চেয়ে দেখ তোমার ঐ পূজনীয় দাদার দিকে…তিলে তিলে এই পাঁচ বছর ধরে যে আমায় হত্যা করেছে, খুনে সে-ই।

প্রশান্ত। ভগবান!

[প্রশান্ত সেইখানেই চেয়ারে বসিয়া পড়িল, সেদিকে না চাহিয়াই বিজলী প্রভঞ্জনকে লইয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা ছুটিয়া আসিল। ঊষা সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া রহিল। বাসিনী রেলিং ধরিল। হল

অন্ধকার, পিছনে হঠাৎ আলো দেখা গেল। বিজলী আর প্রভঞ্জন নীচে নামিতেছে। সহসা তাহাদের সামনে বজ্রপাত হইল। দুজনেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

প্রভঞ্জন। কি দুর্যোগ!

বিজলী। কিছু এসে যায় না, অঞ্জন।

প্রভঞ্জন। বেশ, চল তাহলে।

বিজলী। আরতো যেতে পারি না।

[ঝড়ের হাওয়ায় বিজলীর আঁচল ভিতরের দিকে উড়িয়া আসিতে লাগিল

প্রভঞ্জন। এখানেও, অপেক্ষা করা যায় না বিজু।

বিজলী। কিন্তু আর এক পা'ও তো এগুবার উপায় নেই।

প্রভঞ্জন। চল, আমি তোমায় বহন করে নিয়ে যাব।

বিজলী। উপায় নেই। এই ভিটে ছেড়ে মাটিতে পা দেবার উপায় নেই, অঞ্জন।

প্রভঞ্জন। তা'হলে ফিরে যাও তোমার স্বামীর ঘরে।

বিজলী। তারও উপায় নেই। এই দুয়ার সবারই জন্য খোলা

থাক্‌বে অঞ্জন, কেবল আমার জন্যই নয়!

[বিজলী দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রভঞ্জন বাহিব হইতে দবজা বন্ধ করিয়া দিল। প্রশান্ত ধীরে ধীরে মাথা তুলিল। ধীবে ধীবে উঠিয়া দ াডাইল। ধীরে ধীরে লাইব্রেবীর দিকে অগ্রসব হইল- যামিনী বাধা দিল

যামিনী। ও ঘরে নয়, ও ঘরে নয় ভাই।

[প্রশান্ত তাহার মুখেব দিকে চাহিল তাবপব শুষ্ক-কণ্ঠে কহিল

প্রশান্ত। ক্ষমা করো মেজদি : আমি কেবলই ভুলে যাই যে আজ আমার বিবাহের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব-রাত্রি।

[যামিনী ও সন্ধ্যা ডুকরাইযা কাঁদিয়া উঠিল, প্রশান্ত ফিরিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল তারপর ধীবে ধীবে অর্গানের সামনে টুলের উপব বসিল। অন্যমনে সে বাডের উপব হাত বুলাইতে লাগিল

সন্ধ্যা, কাঁদছিস্ ? কাছে আয়! এসে আমায় একখানা গান শোনা। গান শোন্‌বার এমন ইচ্ছা জীবনে আর কখনও আমি অনুভব করিনি।

সন্ধ্যা। আমি পারব না· পারব না এখন গান গাইতে।

প্রশান্ত। পারবিনে? ঊষা, তুমি? সন্ধ্যা অন্ধকার আনে, ঊষা আনে আলো।

[ঊষা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল, প্রশান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঊষাকে ধরিয়া টুলের উপর বসাইল

তুমি এসো। এসো ঊষা। লক্ষ্মী মেয়ে। ঠিক বিজুরই মতো। গান গাইতে বল্লে কখনও সে অগ্রাহ্য করত না...কখনও না...

[একখানি কোচের উপর গিয়া বসিল। যামিনী ধীরে ধীরে সদর দরজার কাছে গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে কপাটে খিল লাগাইয়া দিল। প্রশান্ত লাফাইয়া উঠিল

মেজদি, মেজদি।

[দৌড়াইয়া দুয়ারের কাছে গেল। খিলটা জোর করিয়া খুলিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। তারপর আবার আসিয়া বসিল

ভেতর থেকে কোন দিনও দরজা বন্ধ হবে না, মেজদি চিরদিন উন্মুক্ত অবারিত থাকবে। আর আমি অনন্তকাল এইখানে তার অপেক্ষায় বসে থাকব। ঊষা তুমি গান গাও।

[ঊষা গান সুরু করিল। সন্ধ্যা দাদার হাঁটুর উপর মাথা রাখিল। যামিনী রেলিং-এ মাথা রাখিয়া সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া রহিল

ঊষার গান

—:—

তোমার সাথে দেখা আমার প্রাণের খেলাঘরে ;
কতই ছবি এঁকেচি হায়, স্বপন-নদীর চরে !

*

বাজ্‌ল কত চাঁদের বেণু
ঝর্‌ল কত হীরের রেণু
ফুট্‌ল কত পুষ্প-চামর তোমার হাসির তরে।

*

আজকে ভাঙা-খেলাঘরে কাল-বোশেখীর গান।
স্বপন-গাঙে খেলা করে চোখের জলের বান

*

আজকে বিধুর চোখের জলে
চাঁদ ডুবেচে অতল-তলে,
তোমার হাতের লীলা-কমল স্মৃতির চিতায় ঝরে !

[গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উষারও মাথা টলিয়া গেল। হল একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। বিজলী চৌকাটে দেহভার রাখিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। প্রভঞ্জন পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে

প্রভঞ্জন। ঝড় থেমে গেছে বিজু, জলও আর নেই। এবার চল আমরা যাই।

[বিজলী কথা কহিল না

তুমি বড় কাঁপছ বিজু।

[হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে গেল

বিজলী। না, না, এখন আর আমায় স্পর্শ কোরো না!

প্রভঞ্জন। তুমি বুঝতে পারছ না, বিজু। তুমি এখনই পড়ে যাবে।

বিজলী। বুঝ্‌তে পারছি অঞ্জন। আর এও বুঝ্‌তে পারছি যে, পড়ি ত' আমার স্বামীর ভিটেতে পড়্‌ব। পথের কাদায় নয়।

[বলিতে বলিতে বিজলী পড়িয়া গেল। প্রভঞ্জন পাশে বসিয়া পড়িল। হলে তখনো সকলে সেই একভাবেই রহিয়াছে। সকলেই নীরবে কাঁদিতেছে, বাইরে ধীরে ধীরে সূর্য্যালোক ফুটিয়া

উঠিল। তাহারই আলোতে দেখা গেল দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত এবং সেই ফাঁক দিয়া বিজলীর একখানা হাত। সূর্য্যের আলো আরো খানিকটা চলিয়া আসিল। সেই আলো দেখিয়া প্রশান্ত মাথা উঁচু করিয়া বসিল। দু'হাতে চক্ষু মুছিল। আবার চাহিয়া দেখিল তারপর চিৎকার করিয়া উঠিল

প্রশান্ত। মেজদি, মেজদি।

[সকলে মাথা তুলিয়া চাহিল

ওখানে কি মেজদি, ওই সিঁড়ির উপর ?

[সকলে ছুটিয়া গেল। প্রশান্ত দুই হাতে দরজা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া ফেলিল

বিজু, বিজু।

[বলিতে বলিতে প্রশান্ত সেইখানে বসিয়া পড়িয়া উদভ্রান্তের মত বিজলীকে চুম্বন দিতে লাগিল

যামিনী। ওকে ঘরে নিয়ে চল প্রশান্ত।

[প্রশান্ত তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া সোফায় শোয়াইয়া দিল। সামনে বসিয়া তাহার হাত হাতে লইল। যামিনী, সন্ধ্যা, মৈত্রী তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল

প্রশান্ত। মেজদি, ভৈরবদাকে বল ডাক্তারকে খবর দিতে।

[যামিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রভঞ্জনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর কহিল

যামিনী। তুমি আবার কেন এলে, অঞ্জন ?

[প্রভঞ্জন কোন কথা কহিল না; সকলে তাহার দিকে চাহিল

প্রশান্ত। প্রভঞ্জন, ভাই, বিজুকে বাঁচাও।

প্রভঞ্জন। ওই ঘরে আমার স্যুট্‌কেশ আছে। সেটা চাই।

[সন্ধ্যা ছুটিয়া গেল

একটু দুধ গরম করতে বল, মেজদি।

[যামিনী রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। সন্ধ্যা স্যুট্‌কেশ আনিয়া রাখিল। প্রভঞ্জন তাহার ভিতর হইতে ষ্টেথিস্‌কোপ, ঔষধের একটা ব্যাগ বাহির করিল। বিজলীকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল

কোন ভয় নেই প্রশান্ত। ওর জামা-কাপড় বদলে দাও। আমি একটা ইন্‌জেকসান্ তৈরি করে ফেলি।

প্রশান্ত। ওকে ওর নিজের ঘরে নিয়ে যেতে পারব না ?

[প্রভঞ্জন তাহার দিকে চাহিয়া রহিল তারপর কহিল

প্রভঞ্জন। পারবে বৈকি। কিন্তু এখন নয়। আগে ও সুস্থ হোক্।

[সন্ধ্যা উপরে উঠিয়া গেল। প্রশান্ত তাহাকে লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল

যামিনী। দুধ এখনি আসবে।

[প্রভঞ্জন ইন্‌জেকসান্ তৈরি করিতে লাগিল। সন্ধ্যা কাপড়-জামা লইয়া আসিল এবং যামিনীর সঙ্গে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। প্রশান্ত বাহির হইয়া আসিল

প্রশান্ত। ভাগ্যিস্ তুমি কাছে ছিলে। নইলে ওকে আজ বাঁচাতে পারতুম না।

[প্রভঞ্জন নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল

বাঁচ্‌বে তো ?

প্রভঞ্জন। কোন ভয় নেই প্রশান্ত।

[সন্ধ্যা বাহির হইয়া আসিল

সন্ধ্যা। কাপড় বদলানো হয়ে গেছে।

[প্রভঞ্জন উঠিল প্রশান্তর দিকে চাহিল

প্রশান্ত। আমি যেতে পারব না। আমি দেখ্‌তে পারব না। মেজদি আছে।

[প্রভঞ্জন সিরিঞ্জ হাতে লইয়া ঘরে গেল

শোন সন্ধ্যা।

[সন্ধ্যা তাহার কাছে আসিল

শ্বাস বইছে তো ?

সন্ধ্যা। কি যে বল দাদা! ডাক্তার বল্লেন যে, ভয় নেই।

প্রশান্ত। ওরে ডাক্তাররা এমনি আশ্বাস দিয়েই থাকে।

সন্ধ্যা। দাদা, পুলিশ আবার আসছে। এইবার সুযোগ মিলেছে। এইবার ওকে ধরিয়ে দোব!

প্রশান্ত। ওরে না, না।

সন্ধ্যা। সেকি দাদা!

প্রশান্ত। পুলিশ যদি এখন ওকে নিয়ে যায় তাহলে বিজুর চিকিৎসা হবে না, তাকে বাঁচানো যাবে না। ওর মত ডাক্তার আমরা কোথায় পাব ? আর কি জানিস, সন্ধ্যা ?

সন্ধ্যা। কি দাদা!

প্রশান্ত। ওর জন্যই আমরা আবার বিজুকে ফিরে পাব। একটা তার মূল্য দিতে হবে তো!

[পুলিশ কর্মচারীর প্রবেশ। পাহারাওয়ালারা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল

পুঃ কর্ম। ডাক্তার প্রভঞ্জন চক্রবর্ত্তী এখানে আছেন ?

[সিরিঞ্জ হাতে লইয়া প্রভঞ্জন প্রবেশ করিল

শুনছেন, ডাক্তার চক্রবর্ত্তী এখানে আছেন ?

প্রভঞ্জন। আমি সেই লোক যাকে আপনারা খুঁজছেন।

পুঃ কর্ম। আপনি কাল বিকেল থেকে পুলিশের সাথে লুকোচুরি খেলে হত্যাকারীর পলায়নের সহায়তা কেন করেছেন তাই জানতে চাই।

প্রভঞ্জন। লুকোচুরি খেলিনি, প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করিছি।

পুঃ কর্ম। কিন্তু হত্যাকারীকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। আমরা শুধু জানতে চাই। আপনার ও আচরণের অর্থ কি ?

প্রভঞ্জন। হত্যাকারীকে আপনারা গ্রেপ্তার করেছেন ? তবে ?... তবে ?

পুঃ কর্ম। বলুন, তা'হলে......

প্রভঞ্জন। তবে আমি কাউকে খুন করি নি ?

পুঃ কর্ম। আপনি বলছেন কি মশাই !

প্রভঞ্জন। আপনাদের কাল আচ কষ্ট দিয়েছি বলে আমি দুঃখিত। আপনারা ভুল করে আমার পিছু নিয়েছেন। আমিও

ভেবেছিলুম যে এখানে আসবার তাড়ায় আমি সেই লোকটাকে চাপা দিয়ে মেরেই ফেলেছি !

পুঃ কর্ম। লোকটাকে হত্যা করে সেই পথে ফেলে দিয়েছিল। ভিড়ের মাঝে সেই মৃতদেহের উপর দিয়েই আপনি গাড়ী চালিয়ে আসেন। হত্যাকারীর গাড়ীও পাশেই ছিল। তারও গায়ে ছিল কাল ষ্ট্রাইপের কোট। তার মোটার অদৃশ্য হ'য়ে গেল আর আমরা আপনাকেই খুনে মনে করে পিছু নিলাম। সারাটা রাত আমাদের কি কষ্টই না দিয়েছেন। সারারাত এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমরা আপনাকে পাহারা দিয়েছি। আজ সকালে খবর পেলুম যে, আসামী নৈহাটীতে ধরা পড়েছে।

প্রভঞ্জন। কিন্তু আপনাদের শ্রম বৃথা যাবে না। খুনে গ্রেফতার করবার সৌভাগ্য আপনাদেরও হবে। আমি সত্যই খুনে।

[সকলে চমকাইয়া উঠিল

পুঃ কর্ম। আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে, খুনের অপরাধে আপনি অপরাধী নন।

প্রভঞ্জন। মানুষ খুন করবার অপরাধে আমি অপরাধী নই সত্য। কিন্তু আমি জানি আমার অপরাধ তার চেয়ে কিছুমাত্র

কম নয়। আমি হত্যাই করেছি, আবাল্য বন্ধুত্বকে গলা টিপে মেরে ফেলেছি।

[কর্ম্মচারী তাহার দিকে কিছুকাল চাহিয়া রহিল। তারপর প্রস্থান করিল। প্রভঞ্জন চেয়ারে বসিয়া পড়িল

যামিনী। বিজুর জ্ঞান ফিরেছে

[প্রশান্ত ও সন্ধ্যা ছুটিয়া সেই ঘরে গেল যামিনী দাঁড়াইয়া রহিল

প্রভঞ্জন। এখুনি একটু গরম দুধ খাইয়ে দাও।

[যামিনী রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল, প্রভঞ্জন স্যুটকেশ হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল তারপর ধীরে ধীরে উঁকি দিয়া বাহির হইয়া গেল। হাতে স্যুটকেশ দৃষ্টি মাটির দিকে। রান্নাঘরের দিক হইতে দুধের গ্লাস হাতে লইয়া যামিনী, এবং পাশের ঘর হইতে প্রশান্ত বাহির হইল

যামিনী। আবারও কি ইন্‌জেক্‌শান করবে? ডাক্তার কোথায়?

প্রশান্ত। তাইত! কোথায় গেল সে?

[যামিনী দরজা দিয়া দেখিল প্রভঞ্জন বাড়ীটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রশান্তও যামিনীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল। প্রভঞ্জন তাহাদের দেখিয়া ম্লান হাসি হাসিল। তারপর নতমুখে প্রস্থান করিল

যামিনী। অভাগা!

[যামিনী ফিরিয়া হল ঘর অতিক্রম করিয়া বিজলী যে ঘরে ছিল, সেই ঘরেই চলিয়া গেল। প্রশান্ত একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। চায়ের সরঞ্জাম লইয়া ভৈরব আসিল। টেবিলের উপর রাখিল।

ভৈরব। আজ দেরী হয়ে গেল। রাগ করিসনি, খোকা।

প্রশান্ত। ভৈরবদা, তোমার বৌমা কেমন আছেন জিজ্ঞেসও করলে না?

ভৈরব। মাসিমার কাছে শুনেছি ভালই আছেন।

প্রশান্ত। তুমি আজ অত গম্ভীর হয়ে পড়েছ কেন, ভৈরবদা?

ভৈরব। ও কিছু না! চা ঢালবো?

প্রশান্ত। ওদের ডেকে দাও।

[ভৈরব পাশের ঘরে গেল। প্রশান্ত চা ঢালিতে গিয়া খানিকটা ফেলিয়া দিল। একটা বাটী উল্টাইয়া ফেলিল। ভৈরব প্রবেশ করিল

ভৈরব। বল্লাম ঢেলে দিয়ে যাই। কিছু পারবিনি, তবু করতে হবে

[ভৈরব চা ঢালিতে লাগিল। সন্ধ্যা ও উষা আসিয়া বসিল

প্রশান্ত। বিজু বুঝি এখনও উঠতে পারছে না?

ভৈরব। বসেই ত' আছেন দেখলুম।

প্রশান্ত। তার চা-টা দিয়ে আসবি।

সন্ধ্যা। দুধই খাচ্ছে না যে।

প্রশান্ত। আমি যাব?

সন্ধ্যা। দুই বোনে নিরালা থাকতে চায়।

প্রশান্ত। তাহলেই ঠিক হ'য়ে যাবে, সন্ধ্যা। মেজদির প্রভাব অতিক্রম করা বড় শক্ত।

[সকলে নীরবে বসিয়া চা পান করিতে লাগিল। যামিনী প্রবেশ করিল

যামিনী। প্রশান্ত!

প্রশান্ত। কি মেজদি!

যামিনী। বিজুকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না। ও এখানে থাকবে না।

প্রশান্ত। থাকবে না কেন?

যামিনী। তুমি যা হয় কর। আমি আর পারিনে।

[প্রশান্ত মুখের কাছ থেকে চায়ের বাটী নামাইয়া রাখিল

প্রশান্ত। আমি কি করব মেজদি! কি আমি জানি?

যামিনী। আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না। আমিও আমার জিনিষপত্র গুছিয়ে আনি। আমাকেও যেতে হবে।

প্রশান্ত। তোমাকেও যেতে হবে কেন মেজদি?

যামিনী। বিজু যদি চলে যায়, তা'হলে আমিই বা থাকি কেমন করে ভাই? ভৈরব, একজন চাকরকে ওপরে পাঠিয়ে দিও।

[যামিনী সিঁড়ি বহিয়া উপরে গেল। ভৈরব রান্নাঘরের দিকে গেল

প্রশান্ত। মেজদিকে আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে বল সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা। 'মেজদি ত' সত্য কথাই বলেছেন দাদা, বৌদি না থাকলে উনি কেমন করে থাকবেন।

প্রশান্ত। কিন্তু তোর বৌদিই বা কেন থাকবেন না?

[ভৈরব প্রবেশ করিল

সন্ধ্যা। আমি ভেবেছিলুম ভুল বুঝি তার ভেঙেছে।

ভৈরব। ভুল ভাঙতে তোরা পারলি কই?

[সিঁড়ির অপর পার্শ দিয়া ক্ষীরি হলে প্রবেশ করিল এবং উপরে উঠিয়া গেল

প্রশান্ত কি করি বল ত' ভৈরবদা।

ভৈরব। আমি না ব'লে তাকি তুই করতে পারবি? পারবি না।

[সর্বাঙ্গ চাদরে মুড়িয়া বিজলী প্রবেশ করিল। প্রশান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল

প্রশান্ত। বিজু, সত্য সত্যই কি আমায় ছেড়ে চলে যাবে?

বিজলী। এ প্রশ্নের আর কি প্রয়োজন আছে?

প্রশান্ত। একবার চেষ্টা করেও তুমি যেতে পারনি। আমার প্রেম যদি সত্যি হয় তাহলে এবারেও পারবে না।

বিজলী। কাল কেন যাইনি তা তোমায় বলে যাই। কাল যখন ঘর থেকে বেরুলাম তখনই মনে হলো, অঞ্জনের সাথে যদি যাই, তাহলে লোকে আমায় ভুল বুঝবে। লোকে বলবে আমি পর-পুরুষের সাথে গৃহত্যাগ করেছি। তাই তার সঙ্গে তোমার ভিটে আমি ছাড়তে পারলুম না।

পা আমার চল্লনা। কিন্তু ফিরতেও তো পারলুম না। তোমরা তো জান সজ্ঞানে আমি এখানে আসিনি।

প্রশান্ত। অঞ্জনকেও যদি না চাও, তাহ'লে কেন যাবে? কেন আমায় ত্যাগ করবে?

[যামিনী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। তাহার পিছনে পিছনে ঝাঁরি, দুই হাতে দু'টি সুটকেশ

যামিনী। প্রশান্ত, ভাই। বাধ্য হয়েই আমায় যেতে হচ্চে।

প্রশান্ত। মেজদি, মায়ের মতোই যে তুমি আমায় স্নেহ ক'রতে।

যামিনী। কিন্তু আমার বোনের প্রতিও ত' আমার কর্তব্য আছে। তুমি পুরুষ, তারপর সন্ধ্যা আছে। অসুবিধা হয় যদি একরকম করে চলে যাবে। কিন্তু আমি ছাড়া ওর আর কে রইল?

প্রশান্ত। কিন্তু ও কেন যাবে? ও বল্লে অঞ্জনকে ও চায় না। তবুও কেন যাবে?

বিজলী। যেহেতু যাবার কারণ কোন দিনই তো ছিল না। যা কারণ, তা কালও ছিল আজও আছে।

প্রশান্ত। সেই কারণটিই ত' আজ জানতে চাই।

বিজলী। মেজদি, বারবার এই কৈফিয়ৎ আমি দিতে পারি না। তুমি এস।

যামিনী। ভৈরব, আমাদের এই সুট্‌কেশ দুটো তোমায় বাসে চাপিয়ে দিতে হবে।

ভৈরব। বয়ে গেছে আমার।

[বিজলী একটা সুটকেশ তুলিয়া লইল

বিজলী। নাও, মেজদি, নিজে নাও।

[যামিনী তাহাই করিল

যামিনী। সন্ধ্যা, দাদাকে দেখো। হয়ত' পড়া আর তোমার হবে না।

ভৈরব। মাসিমা, ভৈরব যদি তার খোকাকে এতটুকু থেকে এত বড় করে তুলতে পারে, তাহ'লে এখনও পারবে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে। আর সন্ধ্যাও তার পড়া শেষ করবে।

যামিনী। হাঁ, এই নাও তোমাদের চাবির গোছা। সবই ঠিক পাবে। কেবল ব্যাঙ্কের চেক-বই ফুরিয়ে গেছে। আজই আনিয়ে নিও।

[যামিনী ও বিজলী অগ্রসর হইল, আবার থামিল

দ্যাখ, সন্ধ্যা! আর যদি জ্বর হয়, দাদাকে গরম মোজা আর জামা বার করে দিও। ঠাণ্ডা ও সইতে পারে না।

[আর একটু অগ্রসর হইল

বিজলী। আর মায়ের অলঙ্কারগুলো, মেজদি ?

যামিনী। হাঁ, তোমাদের মায়ের গয়নাগুলো বিজুর কাছে ছিল। সব সিন্দুকেই তুলে রেখেছি। চাবি ত' ঐ রয়েছে।

[আবার অগ্রসর হইল। আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল

বিজলী। সেই স্যানাটোজেনের কথা ত' বলনি, মেজদি।

যামিনী। রোজ রাতে দাদাকে স্যানাটোজেন দিতে ভুল' না। ডাক্তার বার বার বলেছে।

বিজলী। মেজদি, চল।

যামিনী। আমাকে ভুল বুঝ' না, প্রশান্ত।

প্রশান্ত। মেজদি, তুমি যে দেবী, সেই কথাই ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে গেলে। দুঃখ এই মেজদি, তোমাদের আমি কাছে রাখতে পারলুম না। সর্ব্বস্বের বিনিময়েও না।

ভৈরব। পারবি কেমন করে ? মায়ের দুধ খেয়ে তো মানুষ হ'স্‌নি।

[সকলে ভৈরবের দিকে চাহিল

প্রশান্ত। তুমি কি বলছ' ভৈরব দা !

ভৈরব। বলছি, পুরুষ যদি হ'তিস্ তাহলে কি আর ইস্ত্রিকে অমন করে ছেড়ে দিতিস্ ? চুলের মুঠো ধরে টেনে রেখে দিতিস। চোখের ওপর দিয়ে সোয়ামীর ঘর ছেড়ে চলে

যাবে. এত শক্তি ধরে ওই এক-ফোঁটা একটা মেয়ে! বাপ-ঠাকুরদার নাম যদি না ডোবাতে চাস্, তাহ'লে এই মুখ্যুর কথা শোন্। বুঝিয়ে দে যে, তুই পুরুষ। জোর করে ঘরে নিয়ে চাবী-বন্ধ করে রেখে দে।

যামিনা। তাই কর প্রশান্ত, তাই কর। ওকে এমন করে যেতে দিয়োনা।

প্রশান্ত। তাই করব, মেজদি?

বিজলী।

[সুটকেশ ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া প্রশান্তর কাছে গেল

ওগো তাই কর। আমায় বেঁধে রাখ, জুলুম কর পীড়ন কর। তাতে আমার ভালই হবে।

প্রশান্ত। হাঁ, তোমায় বেঁধেই রাখব। পীড়নই করব।

[বলিতে বলিতে প্রশান্ত বিজলীকে দুই হাতে মেলিয়া আকর্ষণ করিল এবং পিঠে ও জানুর পিছনে দুই হাত রাখিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া দ্বিতলের দিকে অগ্রসর হইল। বিজলী দুইহাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট রহিল

যবনিকা

প্রথম রজনীর শিল্পিগণ

প্রডিউসার	...	শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র গুহ
ডিরেক্টার	...	শ্রীসতু সেন
অধ্যক্ষ	...	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, বাণী-বিনোদ

প্রশান্ত	...	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, বাণী-বিনোদ
বিজলী	...	শ্রীমতী নীহার বালা
ক্ষীরি	...	শ্রীমতী অন্নদাময়ী
যামিনী	...	শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী
ভৈরব	...	শ্রীমণীন্দ্র নাথ ঘোষ
সন্ধ্যা	...	শ্রীমতী শেফালিকা
ঊষা	...	শ্রীমতী কমলা
প্রণব	...	শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দত্ত
সমর	...	শ্রীজয় মঙ্গল শর্ম্মা
মাসিমা	...	শ্রীমতী নারদা সুন্দরী
ননদ	...	শ্রীমতী গিরিবালা
বৃদ্ধ ভদ্রলোক	...	শ্রীসন্তোষ কুমার দাস
রেবা	...	শ্রীমতী নিরুপমা
প্রভঞ্জন	...	শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়

রায় বাহাদুর	...	শ্রীললিত মোহন মিত্র
রায় বাহাদুর গৃহিনী	...	শ্রীমতী রাধারাণী
পুলিশ কর্ম্মচারী	...	শ্রীপশুপতি সামন্ত
প্রথম ভৃত্য	...	শ্রীননী গোপাল চট্টোপাধ্যায়
বিশ্বস্ত ভৃত্য	...	শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ রায়
প্রথম পাহারাওয়ালা	...	শ্রীনির্ম্মল তালুকদার
দ্বিতীয় পাহারাওয়ালা	...	শ্রীরাসবিহারী দে

মঞ্চাধ্যক্ষ	...	শ্রীনারায়ণ চন্দ্র তা
স্মারক		শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
সঙ্গীত		শ্রীচারু চন্দ্র সুর শ্রীবনবিহারী পান